سَبِيْلُ النَّجَات

সাবিলুন নাজাত

(মুক্তির পথ)

আল্লামা সৈয়দ বাহাদুর শাহ মোজাদ্দেদী আল্-আবেদী

CamScanner

১ম প্রকাশ কাল: ২৪ শে সফর ১৪১১
২য় প্রকাশ কাল: ২৫ শে সফর ১৪২০
৩য় প্রকাশ কাল: ২৫ শে সফর ১৪২৪
৪র্থ প্রকাশ কাল: ২৫ শে সফর ১৪২৯
৫ম প্রকাশ কাল: ১৮ ই সফর ১৪৩৩
৬ষ্ঠ প্রকাশ কাল: ২৫ শে সফর ১৪৩১
৭ম প্রকাশ কাল: ১০ ই সফর ১৪৩৪

প্রকাশনায়
আল্লামা সৈয়দ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী (রাঃ) ফাউন্ডেশন

প্রচারণায়
বাংলাদেশ হিজবুর রাসূল (দঃ)

শুভেচ্ছা বিনিময়: ১০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান:

* আবেদীয়া বাহাদুর শাহীয়া মোজাদ্দেদীয়া খানকা শরীফ
৯ বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়নগঞ্জ

* ইমামে রব্বানী দরবার শরীফ
মোজাদ্দেদ নগর , ডাকঘর- বলাখাল
উপজেলা- হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

CamScanner

উৎসর্গ

আওলাদে রাসূল (দঃ), ইমামে রাব্বানী, গাউছে জামান, কুতুবে জামান মোজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, শায়খুল হাদিস, হযরতুল আল্লামা আবুনসর সৈয়দ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল-মাদানী (রহঃ) স্মরণে।

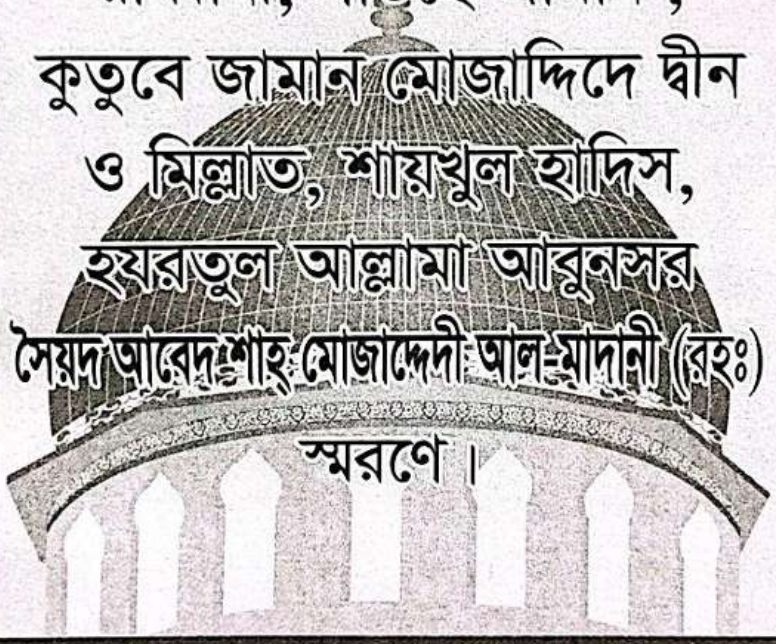

লেখকের বক্তব্য

আল্লাহ্‌র অশেষ প্রশংসা, রাসূলে খোদা (দঃ) ও আহ্‌লে বা'য়াতে রাসূল (দঃ)-এর উপর শতকোটি দুরূদ ও সালাম, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের উপর অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বর্তমানের বাংলাদেশে অতীব প্রয়োজনীয় একটি মাসয়ালার উপর আমর অশেষ আগ্রহ ও প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ হল 'ছাবিলুন নাজাত' বইখানি। এতে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ), ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), পীর মাশায়েখ ও হাক্কানি ওলামায়ে কেরামের সুন্নাত 'বা'য়াতে রাসূল" (দঃ) সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও প্রচেষ্টা কতটুকু সার্থক হয়েছে, তা বিচারের ভার পাঠক সমাজের উপর; তবে এটুকু বলব, একটি সত্য কথা প্রকাশ করার জন্য, একটি বিতর্কের অবসান ঘটানোর জন্য আমার প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। আজ থেকে দু'শত বছর পূর্বে ভারতবর্ষে ইসমাইল দেহলভীর প্ররোচণায় সৈয়দ আহম্মদ বেরলভীর নেতৃত্বে ওয়াবী আন্দোলন শুরু হলে তিনি আব্দুল ওহাব নজ্‌দী প্রবর্তিত 'তরিকায়ে আওর মোহাম্মদীয়া' চালু করেন এবং বা'য়াতে রাসূল (দঃ)-এর সুন্নাতকে উঠিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টো শুরু করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক বিজ্ঞ পীর ও আলেমেদের কাছে বা'য়াতে রাসূল (দঃ)-এর প্রয়োজনীয়তা এবং আওর মোহাম্মদীয়ার ষড়যন্ত্রের কথা অস্পষ্ট। এ বিভ্রান্তি থেকে আলেম সমাজ ও তরীকত পন্থীদেরকে মুক্ত করার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পুস্তকখানা প্রকাশনার ক্ষেত্রে যারা আমাকে সার্বিক সহায়তা করেছেন আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের সফলতার জন্য প্রার্থনা করছি।

উল্লেখ্য যে, যাঁর উছিলায় আমরা সত্যের সন্ধান পেয়েছি সে মহান অলির সংক্ষিপ্ত জীবনী এ পুস্তকখানিতে লিপিবদ্ধ করেছি; যাতে তাঁর রূহানি ফয়েজ আমাদের লাভ হয়। পুস্তকখানি প্রথমবারের প্রকাশনায় সচেতন জন সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন ও সমাদৃত হয়েছে, তাদের বারংবার অনুরোধে তাই ইতিপূর্বে কয়েকবার প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম। আমার এ পুস্তকের মধ্যে যদি কোন প্রকার তথ্য ও তত্ত্বগত ভুল কারো চোখে ধরা পড়ে তাহলে আমার কাছে জানানোর জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি; যাতে পরবর্তী প্রকাশনায় সংশোধন করা যেতে পারে। — (আমীন)

CamScanner

সূচীপত্র

১) ভূমিকা ৭
২) বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর পরিচয় ৭
৩) বায়া'তে রিদওয়ান নামের তাৎপর্য ১১
৪) বায়া'তে রিদওয়ানের হুকুম আ'ম ১১
৫) বায়া'তে রাসূল (দঃ)-ই বায়া'তে খোদা ১২
৬) আজ বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর সুন্নাত মুরদা ১৪
৭) হাকিকতে মুর্শিদ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এবং খলীফাতুর রাসূল (দঃ) ১৬
৮) বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর প্রচলন কি বন্ধ? ১৭
৯) বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এ আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর ইতায়াতের ফযীলত ১৮
১০) বায়া'তে রাসূল (দঃ) ভঙ্গের কারণ ও দলটির পরিচয় ২০
১১) বায়া'তে রাসূল (দঃ) ও বায়া'তে আওর মুহাম্মদীয়া ২৩
১২) সৈয়দ আহমদ ও ইসমাইল দেহলভী রচিত তাকভীয়াতুল ঈমান ও সিরাতুল মুস্তাকিমের আকায়েদ সংক্রান্ত কতিপয় উক্তি..... ২৪
১৩) আওর মুহাম্মদীয়া নামের রহস্য ২৭
১৪) যারা আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর হুকুম হতে বের হয়ে যায় তাদের আমল বরবাদ হয়ে যায় ২৯
১৫) দুনিয়াতে মুসলমান নামধারী চিরকাল একটি দল থাকবে যারা ঈমানের দাবিদার সত্ত্বেও ঈমানদার নয় ৩১
১৬) বিভ্রান্তির প্রচারণা ৩৩
১৭) বর্তমানে রাফেজী ও খারেজীরা কাফের ৩৪
১৮) এ দলটির গোড়ার কথা ৩৫
১৯) ফেতনার ভূমি নজুদ ৩৬
২০) বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর পুনরুজ্জীবন ৩৯
২১) সুন্নাতে মুতাওয়ারিসার উপর আমল ওয়াজিব ৪০
২২) শাফায়াতের মাসয়ালা বায়া'তে রাসূলকে উঠিয়ে দেয়ার আরেকটি কারণ ৪২
২৩) এদেশে বর্তমান যুগে যিনি বায়া'তে রাসূল (দঃ) জিন্দা করলেন ৪৩
২৪) বায়া'তে রাসূল (দঃ) সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর উক্তি ও প্রচারণা ৪৪
২৫) বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর বিকল্প রাস্তা সমূহ। ৪৫
২৬) বায়া'তে রাসূল (দঃ) ও বিভিন্ন প্রকার বায়াতগুলির মূল কারণ ৪৮
২৭) বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর খলীফাগণের শর্তাবলী ৪৯
২৮) বর্তমান জামানায় মুরশিদ হওয়ার শর্তাবলী ৫০
২৯) বিদ্আত ও গুমরাহ্ ৫২
৩০) শরীয়তের ইলমকে নির্বাসন দেয়ার কুফল ৫৪
৩১) বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর খলীফাগণের শেষ আমল ৫৬
৩২) আউলিয়া আল্লাহ্র তাজীম ও তাকরীম সম্বন্ধে আল্লাহ্ তায়ালার ফরমান..... ৫৭
৩৩) পীর ও মুর্শিদের আদব ৬০
৩৪) জিকিরের ফজীলত ৬৩
৩৫) দুরুদে তাজ ৬৬

CamScanner

৩৬) দুরুদে তুনাজ্জিনা ৬৭
৩৭) দুরুদে ফুতুহাত ৬৮
৩৮) দুরুদে নারীয়াহ্ ৬৯
৩৯) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর অজিফা ৭০
৪০) লতিফাগুলোর পরিচয় ৭১
৪১) ছয় লতিফায় জিকির করার নিয়ম ৭২
৪২) তরিকতের কোর্স অনুযায়ী যিকির ও মোরাকাবা করবার নিয়ম ৭৩
৪৩) খতমে খাজেগান ৭৭
৪৪) খতমে গাউছিয়া ৭৯
৪৫) কাছিদায়ে গাউছিয়া শরীফ ৮১
৪৬) শাজ্‌রায়ে তরীকায়ে নক্‌শবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া..... ৮৪
৪৭) শাজ্‌রায়ে তরিকায়ে কাদেরিয়া রেজভীয়া..... ৮৭
৪৯) তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার নিয়ম ৯০
৫০) ইশ্‌রাকের নামাজ ৯০
৫১) চাশ্‌তের নামাজ ৯১
৪৮) ছালাতুল আওয়াবীন ৯১
৫২) ছালাতুল হাজাত ৯১
৫৩) ইস্তেখারার নামায ৯২
৫৪) ছালাতুত্ তাস্‌বীহ্ নামায ৯৩
৫৫) কাদেরিয়া তরীকার অজিফা ৯৪
৫৬) যিকির ও মোরাকাবার ফযীলত ৯৪
৫৭) কাদেরীয়া ত্বরীকার মোরাকাবার নিয়ম ৯৫
৫৮) এক যরবী যিকির ৯৫
৫৯) দুই যরবী যিকির ৯৬
৬০) তিন যরবী যিকির ৯৬
৬১) চার যরবী যিকির ৯৬
৬২) নফী ইস্‌বাতের যিকির ৯৭
৬৩) পাস্ আনফাস্ যিকির ৯৮
৬৪) কাদেরিয়া তরীকার যিকিরে খফী ৯৯
৬৫) মোরাকাবা ৯৯
৬৬) আল্লাহ্‌র উপস্থিতির মোরাকাবা..... ১০০
৬৭) কুরআনী মোরাকাবা ১০১
৬৮) ফানা ফিল্লাহর মোরাকাবা ১০২
৬৯) মুনাজাতে ইমামে রাব্বানী (রাঃ)-১ ..... ১০৪
৬৯) মুনাজাতে ইমামে রাব্বানী (রাঃ)-২ ..... ১০৫
৭১) ইমামে রাব্বানী (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১০৬
৭২) ইমামে রাব্বানী (রাঃ)-এর সগ্রামী জীবন ১০৮
৭৩) বাহাস মুবাহিসায় তার ভূমিকা। ১১০
৭৪) কারামাতে ইমামে রাব্বানী (রাঃ) ১১৫
৭৫) মুর্শিদ কিবলার বংশ পরিচয় ১২৫

CamScanner

ভূমিকা

বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন; ওয়াচ্ছালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরসালিন, ওয়া রাহ্‌মাতুল্লীল আলামিন, ওয়া শাফিইল মুজ্‌নাবিন, ওয়া সিরাজিস্‌সালেকিন, ওয়া মিছবাহুল মুকার্‌রাবিন, ওয়া খাতামুন নাবীইন, সাইয়্যেদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদেও ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাইন, ইলা ইয়াউমিদ্দীন। — আমীন।

বা'য়াতে রাসূল (দঃ)-এর পরিচয়

মহান আল্লাহ্‌ তায়ালাকে পাওয়ার জন্য মানুষ বিভিন্ন উছিলা ধরে। বা'য়াতে রাসূল (দঃ)-ও সে প্রকার একটি উছিলা। আল্লাহ্‌ তায়ালা 'সুরা ফাতাহ্‌'-এর মধ্যে ইরশাদ করেন:-

"ইন্না আরসাল্‌নাকা শাহিদাও ওয়া মোবাশ্‌শিরাও ওয়া নাজিরা, লেতু'মেনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া তুয়াজ্জিরুহু ওয়া তুওয়াক্‌কিরুহু ওয়াতুসাব্বিহুহু বোকরাতাউ ওয়া আছিলা।"

"ইন্নাল্লাজিনা ইউবায়েউনাকা ইন্নামা ইউবায়েউনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম, ফামান নাকাসা ফাইন্নামা ইয়ান কুছু আলা নাফ্‌সিহী ওমান আওফা বিমা আহাদা আলাই হুল্লাহা ফাসাইউতিহী আজরান আজীমা।"

—"হে নবী (গায়েবের সংবাদদাতা)! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতি ও জিন জাতির প্রতি তাদের সমস্ত কাজের উপর হাজের ও নাজের হিসাবে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছি এবং তাদের মধ্যে যারা আপনার ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে তাদের প্রতি আমার বেহেস্তের সুসংবাদ দাতা হিসাবে এবং যারা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেনি তাদের প্রতি জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শক হিসাবে যাতে (হে মানব ও জিন জাতি) তোমরা

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন এবং সে অনুসারে তাঁর রিসালাতের দাবির ভিত্তিতে ইসলামকে শিরক ও কুফরের উপর জয়ী করার জন্য জেহাদে তাঁকে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সাহায্য কর এবং তাঁকে তাঁরই মর্যাদানুসারে যথাযোগ্য সম্মান কর এবং সকাল ও সন্ধায় তাঁর তাস্‌বীহ্ পাঠ কর (নামাজ পড় ও জিকির কর)"।

—"নিশ্চয়ই যারা আপনার নিকট বা'য়াত হচ্ছে (ও কেয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে) তারা বা'য়াত হয়েছে পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌রই নিকট, আল্লাহ্‌র রহমত তাদের হাতের উপর, অতঃপর যারা (ঐ) বা'য়াত ভঙ্গ করলো, তারা ভঙ্গ করে না কিন্তু নিজের জীবনের উপর (সে বা'য়াত ভঙ্গের দ্বারা নিজেই নিজেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে নিল) আর যে ব্যাক্তি যে বিষয়ে বা'য়াত সুত্রে নবীর মাধমে আবদ্ধ হল আল্লাহ্‌র সাথে, শীঘ্রই তিনি তাকে এক মহা পুরস্কার দান করবেন।"

আয়াত দু'টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত। প্রথম আয়াতে বর্ণিত হল শানে রাসূল (দঃ)। তিনি সৃষ্টির আদি হতে নবী ও রাসূল এবং শাহেদ, হাজের ও নাজের। তিনি ঈমানদারগণকে বেহেস্তের সুসংবাদ দানকারী এবং কাফেরদেরকে দোযখের ভীতি প্রদর্শনকারী। তিনি নবী-উল-আম্বিয়া। হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত ঈসা রুহুল্লাহ্ (আঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূলগণ তাঁরই নবুয়ত ও রেসালাত পৌঁছিয়েছেন। তিনি দুনিয়ায় তাশরিফ আনয়নের পর প্রকাশ্যে তাঁর নবুয়ত ও রেছালাতের কার্য শুরু হয় চল্লিশ বছর বয়সে। সকল জিন ও ইন্‌সান তাঁর উপর ঈমান আনতে এবং সম্মান ও সাহায্য করতে আদিষ্ট। রোজে মিসাকে তাঁর নিকট থেকে বা'য়াত নেয়া হয়েছে; আর সে বা'য়াতেরই প্রকাশ ঘটল হোদায়বিয়াতে। এ বা'য়াতের অধিকার দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর হাবীবের গৌরব, মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করে দিলেন সকল নবী ও রাসূলগণেরর উপর, সকল জিন ও ইনসানের উপর। এ বা'য়াত তাঁদেরকে দান করল প্রকাশ্য বিজয়ের গৌরব। এ বা'য়াতে এ দুনিয়াতে দান করল ফতেহ্ মুবিন (প্রকাশ্য বিজয়), পরকালে দান করবে বেহেশ্‌ত ও তার অফুরন্ত

CamScanner

নিয়ামত রাশি। অবশেষে রিদওয়ান-ই-খোদা। এজন্যই এই বায়া'তের নামও হল 'বায়া'তে রিদওয়ান'। কাজেই এ বা'য়াত মানুষকে দান করে বাকাবিল্লাহ্ মাকাম। এ বায়া'তের অধিকারী মাত্র একজন, তিনি সারওয়ারে কায়েনাত আহ্মদ মুজ্তবা মুহাম্মাদ মোস্তফা (দঃ)। যে এ বা'য়াত হতে দূরে অবস্থান করবে বা বঞ্চিত হবে, সে বঞ্চিত হবে আল্লাহ্র হেফাজত, রহমত ও বরকত হতে; আর যে তা গ্রহণ করবে সে ইহজগতে ও পরজগতে সম্মান, তাজীম ও তাকরীমের অধিকারী হবে।

উপরোক্ত আয়াতে 'শাহেদ' শব্দ প্রমাণ করে দিচ্ছে যে , রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হায়াতুন্নবী। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় নেবার পর হতে এমন ভাবেই জিন্দা আছেন যেমনটি ছিলেন দুনিয়ায়। তিনি হাক্কী সুরতে হাজের-নাজের, মালাকী সুরতেও হাজের-নাজের এবং বাশারী সুরতেও হাজের-নাজের। তিনি একই সময়ে 'আলমে মূলক' ও আলমে মালাকুতে' স্বশরীরে বিদেহীভাবে সর্বত্র হাজের ও নাজের থাকতে পারেন এবং থাকেনও। কিরামান-কাতিবীন সবসময় আমাদের কাছে হাজের ও নাজের আছেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাই না। অনুরূপভাবে তিনিও আমাদের কাছে হাজের ও নাজের আছেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাই না। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, আল্লাহ্ পাকও হাজের-নাজের এবং রাসূলও (দঃ) হাজের-নাজের এটা কিভাবে সম্ভব? তাহলেতো শেরেক হয়ে যাবে! এর উত্তর হল– যদি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকেই সমপর্যায়ে আনা হয় তাহলে শেরেক হবে; কিন্তু এখানে রাসূল (দঃ) হাজের-নাজের হলেন স্বশরীরে ও রূহের সাথে, আর আল্লাহ্ পাক হাজের-নাজের এ দুনিয়ার মাঝে এলেম ও কুদরতের দ্বারা। কেননা, আল্লাহ্ শরীর ও স্থান হতে পবিত্র। এর উপর সকল মাযহাবের ঈমামগণ একমত। হাকিকতে আল্লাহ্ আছেন 'আলমে উজুবে' যা 'আলমে আমরের' উপর। আর রাসুলুল্লাহ্ (দঃ) হলেন– 'আলমে আমরে'। আলমে আমরের অর্ধেক হল আরশে আজিমের উপরে, যেখানে কোন প্রাণী বাস করেনা। আল্লাহ্ যদি আলমে আমরে আসেন তাহলে সকল মাখ্লুক জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। বিশেষ করে আল্লাহ্ হলেন খালেক আর আমরা সকলে হলাম মাখ্লুক। খালেকের জন্য 'আলমে উজুব' আর মাখ্লুকের জন্য

CamScanner

'আলমে আমর'। সুতরাং খালেক কোন দিন মাখ্‌লুকের জায়গায় আসতে পারে না। যদি আসে তাহলে খালেক আর খালেকের পর্যায়ে থকবেনা, মাখ্‌লুকে পরিণত হয়ে যাবে (নাউজুবিল্লাহ্ মিন জালেক)। তাই রাসূল (দঃ) হাজের-নাজের এবং আল্লাহ্ হাজের-নাজেরের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। সুতরাং, শেরেকের কোন কথাই আসতে পারে না।

আল্লাহ্ তাঁকে বা'য়াত গ্রহণের অধিকার দান করবেন বিধায় তাঁকে হায়াতুন্নবী করেছেন। যদি তিনি মৃত হতেন তবে কখনও তাঁকে আল্লাহ্ বা'য়াত গ্রহণের ক্ষমতা দান করতেন না। তিনি হায়াতুন্নবী তাই বা'য়াত গ্রহণের অধিকারও তাঁরই। কাজেই যারা খেলাফত সূত্রে তাঁর খলীফা হবেন তাঁদের উপরই ন্যস্ত থাকবে বা'য়াতে রাসূল (দঃ) জারী রাখার দায়িত্ব। আয়াতের প্রথমেই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর হাবীবের শানে 'শাহেদ' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। 'শাহেদ' অর্থ সাক্ষী, হাজের ও নাজের। যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকে ও স্বচক্ষে ঘটনা দেখে সেই হয় সাক্ষী। আল্লাহ্ পাক তাঁর হাবীব (দঃ)-কে নিজ কুদরতে ও নূরের সৃষ্টি হিসাবে এমন ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা ঐ সূরাতেই তাঁর সম্বন্ধে আরো ইরশাদ করেন—

"লাকাদ রাদিআল্লাহু আনিল মু'মিনিনা ইজ্ ইউবায়েউনাকা তাহ্‌তাশ সাজারাহ্।"

—"নিশ্চয়ই (হে নবী)! আল্লাহ্ ঈমানদারদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তাঁরা বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট বা'য়াত সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে।"

আয়াতের শানে নুযুল

মক্কার অদূরে "হোদায়বিয়া' নামক প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে একটি জিহাদের বা'য়াত গ্রহণ করেছিলেন। ঐ জিহাদ ছিল জিহাদে আসগর (ছোট জিহাদ)। অতঃপর তিনি সাহাবাগণ সহ মদীনায় ফিরে চললেন। যখন 'কোরাউন নাঈম' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

CamScanner

আয়াতের তাফসীর

আয়াতটির শানে নুযূল 'খাস' কিন্তু হুকুম 'আ'ম'। খাস ব্যক্তিবাচক, আ'ম সমষ্টিবাচক। কাজেই এর হুকুম কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। কেননা উক্ত আয়াতে 'ইউবায়েউনাকা' পদ বর্তমান। এটা মুজারা'র সিগা (শব্দ)। আরবীতে মুযারা'র সিগা বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বা'য়াত অনুষ্ঠিত হল অতীতে— মাত্র তিন দিন আগে এবং আয়াত নাজিল হল তিন দিন পর। নিকট অতীতের ঘটনা প্রকাশিত হল বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের পদ দ্বারা; যাতে আয়াতের হুকুমে নিকট অতীতের বা'য়াতকারীরাও অর্ন্তভূক্ত হয়ে যায়। (সূত্রঃ তাফসীরে সাবী, তাফসীরে রুহুল মায়ানী প্রভৃতি)।

বায়া'তে রিদওয়ান নামের তাৎপর্য

'বায়া'তে রিদওয়ান' বলা হয় এজন্য যে, যাঁরা হোদায়বিয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট বা'য়াত হয়েছিলেন তাঁদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা নিজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁদের শানে বলেছেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বা'য়াত গ্রহণকারী ঈমানদারগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।"

বায়া'তে রিদওয়ানের হুকুম আ'ম

বায়া'তে রিদওয়ানের হুকুম আ'ম। প্রতিটি বায়া'তে রাসূলই (দঃ) রায়া'তে রিদওয়ান। বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর হুকুম যেমন কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে, তেমনি বায়া'তে রিদওয়ানের হুকুমও কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। তা কেবল ঐ সমস্ত সাহাবাগণের জন্য খাস নয় যাঁরা হোদায়বিয়াতে বাবলা বৃক্ষের নীচে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট বা'য়াত হয়েছিলেন। এর হুকুমও আ'ম। কেননা আয়াতে 'আল্ মু'মেনীনা' পদ বর্তমান। এ শব্দটির শুরুতে যে (আলিফ লাম) পদ বর্তমান তা 'ইস্তিগরাক' বা সমষ্টিকে বুঝানোর জন্য ব্যাবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে 'আল্-মু'মেনীনা' বলতে ঐ সকল

CamScanner

ঈমানদারদেরকেই বুঝাবে, যাঁরা কেয়ামত পর্যন্ত বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর অন্তর্ভূক্ত হবে; তাঁরা সকলেই আল্লাহ্ তায়ালার রেজামন্দির (সন্তুষ্টির) অন্তর্ভূক্ত হবেন। এর অপর কারণ হচ্ছে হোদায়বিয়ার বায়া'তে সকল সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন না। যদি বায়া'তে রিদওয়ান শুধু হোদায়বিয়ার বায়া'তে অংশগ্রহণ কারী সাহাবাগণই হতেন তাহলে 'আল্-মু'মেনীনা'-এর স্থলে 'আস্সাহাবেয়ীনা' শব্দ ব্যাবহৃত হত। কিন্তু তা না হয়ে 'আল্-মু'মেনীনা' শব্দ ব্যাহৃত হয়েছে; যাতে কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুমিন-মুসলমান বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

আরো উল্লেখ্য যে, হোদায়বিয়ার বায়া'তে মাত্র চৌদ্দশত সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত জিহাদের বায়া'তে সকল সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তায়ালা সাধারণ ভাবেই সকল সাহাবাগণকেই 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' খেতাবে ভূষিত করেছেন। এ জন্যই অদ্যাবধি প্রতিটি মুসলমানই সাহাবায়ে কেরামের নামের পরে যোগ করে থাকেন 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' — আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।

বায়া'তে রাসূল (দঃ)-ই বায়া'তে খোদা

বায়া'তে রাসূল (দঃ)-ই বায়া'তে খোদা- এটা বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর শান ও আজমত। হযরত আদম আলাইহিস্ সাল্লাম হতে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা কোন নবীর বা'য়াতকে আমার বা'য়াত বলেন নি। শুধুমাত্র নবীয়ে দোজাহান হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বা'য়াতকেই তিনি বলেছেন আমার বা'য়াত। এর প্রমাণ সুরা ফাতাহ্-র মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার ইরশাদঃ-

"ইন্নাল্লাজিনা ইউবায়েউনাকা ইন্নামা ইউবায়েউনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম, ফামান নাকাসা ফাইন্নামা ইয়ান কুছু আলা নাফ্সিহী ওয়ামান আওফা বিমা আহাদা আলাইহুল্লাহা ফাসাইউতিহী আজরান আজীমা।"

CamScanner

—"নিশ্চয়ই (হে হাবীব)! যারা আপনার নিকট বা'য়াত সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে (এবং ভবিষ্যতেও কেয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে) প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বা'য়াত সূত্রে আল্লাহ্‌রই নিকট আবদ্ধ হচ্ছে, তাঁরা (উভয় জগতে) আল্লাহ্‌র হেফাজত, রহমত ও নিয়ামতে থাকবে। অতঃপর যে (উহা) ভঙ্গ করবে সে (আল্লাহ্ তায়ালার হেফাজত, রহমত ও নিয়ামত হতে বঞ্চিত থাকবে এবং) নিজের জীবনকে ধ্বংশ করে দিবে। আর যে ব্যাক্তি যে বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাথে বা'য়াত সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে তা যদি পূরণ করে (এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ বায়া'তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে) অতি সত্তরই তিনি তাকে মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন।"

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বাণী— "আমার ভালবাসাই আল্লাহ্ তায়ালার ভালবাসা, আমর নাফরমানীই আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানী। আল্লাহ্ তায়ালাও সাথে সাথে ঘোষনা দিচ্ছেন- "আমার হাবীবের গোলামীই আমার গোলামী, আমারা হাবীবের বা'য়াতই আমার বা'য়াত।"

কোন নবী অথবা কোন বুযুর্গের বা'য়াতকে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিন বলেননি, আমার বা'য়াত; একমাত্র রাসূলে খোদা রাহ্‌মাতুল্লিল আলামিনের বা'য়াতকেই বলেছেন আমার বা'য়াত।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা (ইন্নামা ইউবায়ে উনাল্লাহা) শব্দ ব্যবহার করেছে। এখানে 'ইউবায়ে উনাল্লাহা'-এর পুর্বে 'ইন্নামা' শব্দের উল্লেখের অর্থ হচ্ছে– হে হাবীব! একমাত্র আপনার বা'য়াত আমার বা'য়াত, আপনার বা'য়াত ছাড়া পৃথিবীতে কোন ব্যক্তির বা'য়াত আমার নিকট গ্রহনীয় নয়। সুতরাং, বায়া'তে রাসূল (দঃ) ব্যতীত যত বা'য়াত আছে সমস্ত বা'য়াত বিদ্‌য়াতে সাইয়্যেয়াহ বা'য়াত– নাজায়েজ বা'য়াত। কেননা ইন্নামা শব্দকে আরবি ব্যাকরণ অনূসারে বলা হয় হরফে শর্ত, এর অর্থ শধু একমাত্র এবং নিশ্চয়তা। তাই বায়া'তে রাসূল (দঃ) ছাড়া যত বা'য়াত আছে সকল বা'য়াতই সাভাবিক ভাবেই বাতিল বলে গন্য।

CamScanner

আজ বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর সুন্নাত মুরদা

বর্তমান সমাজে বিভিন্ন প্রকার বা'য়াত চালু রয়েছে। যার সাথে কোরআন ও হাদীছের বায়া'তের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এর ফলে বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর সুন্নাত আজ মুরদা, আর নানা প্রকার বিদ্য়াতী বা'য়াত চালু। যেমন- সামাজে এক শ্রেণীর পীর আছে, যারা আল্লাহ্র নবী (দঃ)-এর নামে বা'য়াত না করিয়ে নিজেদের পীরের নামে বা তাদের মুরদা পীরের নামে অথবা ত্বরীকার নামে কিংবা তওবা পরিয়ে বা বুকের উপর আঙ্গুল রেখে কিংবা আঙ্গুল দিয়ে বুকে খোঁচা দিয়ে ইত্যাদি বা'য়াত আদান প্রদানের রীতি চালিয়ে দিচ্ছেন। এসমস্ত বা'য়াত কোরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস বিরোধী এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সাড়ে বারশত বছর পর্যন্ত বুযুর্গানে দ্বীন যত কিতাব লিখেছেন তাঁদের কোন কিতাবে এসমস্ত বায়া'তের কোন দলীল ও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এসমস্ত বিদ্য়াতী বায়া'তের বিরুদ্ধে এবং বিদ্য়াতী পীর সাহেবানের বিরুদ্ধে যুগে যুগে বহু হাক্কনি পীর সাহেবান চ্যালেঞ্জ দিয়ে এসেছেন; কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা তাদের বায়া'তের স্বপক্ষে কোন শরীয়ত সম্মত দলীল উপস্থাপন করতে পারেননি এবং ইন্শাল্লাহ্ কেয়ামত পর্যন্ত পারবেনও না।

আল্লাহ্ তায়ালার ইরশাদঃ-

"ইন্নাল্লাহাশ্তারা মিনাল মু'মেনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিয়ান্না লাহুমুল জান্নাহ্।"

—"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ঈমানদারগণের নিকট হতে বেহেশ্তের বিনিময়ে তাদের জীবন ও সম্পত্তি ক্রয় করেছেন।"

ঈমানদারগণ আল্লাহ্র, তাদের জীবন ও মরণ আল্লাহ্র, তিনি তাদের জীবন ও মাল খরিদ করে নিলেন বেহেশ্তের বিনিময়ে। বেহেশ্ত আল্লাহ্র এবং তা তাঁর বান্দার জন্য রক্ষিত। আল্লাহ্ আহাদ (এক) ও সামাদ (অভাবহীন)। তিনি দুনিয়া ও জান্নাতের মুখাপেক্ষী নন। যারা আল্লাহ্র নিকট জীবন ও মাল বিক্রয় করে দিবে তাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার স্বরূপ দিবেন বেহেশ্ত।

CamScanner

ঈমানদারদের জান ও মাল এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় যত কিছু আছে সবই বেহেশ্‌তের তুলনায় অতি তুচ্ছ। এসবের বিনিময়ে বেহশ্‌ত খরিদ করার পন্য নয়। মহান আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছা তিনি বান্দাদেরকে বেহেশ্‌ত দিবেন; আর এজন্যই তিনি ঈমানদারদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন। এটাই বায়া'তের মূল কথা।

এ ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হল আহাদ-ই-মিসাকের দিন। রোজ-ই-আযলে আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করলেন, (আলাছতু বেরাব্বিকুম। "আমি কি (হে বণী আদম) তোমাদের প্রভূ নই?" তখন সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছিলেন, "(হে পরওয়ার দিগার-ই-আলম) তুমিই আমাদের রব।" এটাই ছিল মূলতঃ বা'য়াত। সে বায়া'তেরই ঠিকানা ঘটলো হোদায়বিয়াতে বাবলা বৃক্ষের নীচে এবং যে মুমিনগণ তাঁর (দাঃ) কাছে বা'য়াত গ্রহণ করেছে এবং করবে তাঁদের উপরও সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন হোদায়বিয়ার বায়া'তে। তাঁরা তাঁদের জান ও মাল রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মাধ্যমে বিক্রয় করে দিলেন। আল্লাহ্ পাক খরিদ্দার, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উসিলা।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হলেন আল্লাহ্‌র নূরের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির মূল, সমগ্র সৃষ্টি তাঁর নূরের অভিব্যক্তি। তিনি মে'রাজ শরীফে আল্লাহ্‌র হাবীব খেতাব ভূষিত হয়েছেন। হাশরের মাঠে লেওয়া-ই-হামদ (প্রসংশিত পতাকা) থাকবে তাঁর হাতে, আদম (আঃ) হতে সকল নবী ও সকল উম্মত তাঁরই পতাকার নীচে থাকবেন। তিনি হাউজে কাউসারের মালিক থাকবেন। তিনিই প্রথম শাফায়াতকারী হবেন, তাঁর শাফায়াতই প্রথম কবুল হবে। বেহেশ্‌তের কুঞ্জী তাঁর হাতে থাকবে, তিনিই প্রথম বেহেশ্‌তের কড়া নাড়বেন, আল্লাহ্‌র ফেরেশতা তখন বেহেশ্‌তের দরজা খুলে দেবেন। তিনিই হবেন পুর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। যখন দুনিয়া ও আখেরাতের সব কিছুই আল্লাহ্ তায়াল তাঁর উপর সোপর্দ করে দিলেন, সুতরাং , বা'য়াতও তাঁরই উপর সোপর্দ।

এখন আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা ঐ সমস্ত পীর সাহেবদের খেদমতে যারা বা'য়াতে রাসূল (দঃ) বাদ দিয়ে বিভিন্ন বায়া'তের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন-

CamScanner

আপনাদের হাতে কি আছে?

১) আপনারা কি মৃত্যুর সময়ে মুরীদানকে ঈমান নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারবেন?

২) আপনারা কি কঠিন হাশরের মাঠে মুরীদানকে ছায়া দিতে পারবেন?

৩) আপনারা কি কঠিন হাশরের মাঠে মুরীদানকে হাউজে কাউসারের শরবৎ পান করাতে পারবেন?

৪) আপনারা কি রোজ কেয়ামতে শাফায়াতে উজমার অধিকারী হতে পারবেন?

৫) আপনারা কি মুরীদানকে শাফায়াত দ্বারা পুলছেরাত পার করিয়ে জান্নাতে পৌঁছাতে পারবেন?

যদি পারেন, তাহলে সমগ্র বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে দিন এবং সকলকে আপনাদের প্রতি ডাকুন। আর যদি না পারেন– ইন্‌শাল্লাহ্‌ কখনো পারবেন না, তাহলে তওবা করে ফিরে আসুন, রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর নিকট, বা'য়াত সুত্রে জান ও মাল বিক্রয় করে দিয়ে তাঁর দ্বীনের খেদমতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করুন। নিজেরাও তাঁর নিকট বা'য়াত হোন এবং অপরকেও তাঁর নিকট বা'য়াত করান– এটাই সনির্বন্ধ অনুরোধ।

হাকিকতে মুর্শিদ হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) এবং খলীফাতুর রাসূল

হযরতে ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামান, গাউছে দাওরান, ইমামুত্‌ তরীকত, খাজীনাতুর রাহ্‌মাত, মাহবুবে সামদানী, সৈয়দ শায়েখ আহম্মদ সিরহিন্দি মোজাদ্দিদে আল্‌-ফেসানী আল্‌ ফারুকী আল্‌–হাসানী (রাঃ) 'মাকতুবাত শরীফ'-এ লিখেছেন- "রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) হলেন উম্মতের হাক্বিতে মুর্শিদ।" এর মূলে রয়েছে একটা মাত্র কারণ এবং তা হল বায়া'তে রাসূল (দঃ)। তাঁর উম্মতের মধ্যে যারা আউলিয়ায়ে কেরাম এবং কামালিয়াতের অধিকারী হয়েছেন তাঁরা বা'য়াতে রাসূল (দঃ) হওয়ার দরুনই তরীকতের জাহেরী

CamScanner

মুর্শিদ এবং পীর হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। মুরীদানকে কোরআন ও হাদীসের বিশুদ্ধ আলোকে শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারেফাতের তালিম প্রদান করে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়ে নিজেরাও মুর্শিদ ও পীরের মর্যাদা লাভ করেছেন। বাতেনের দিক হতে বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর কল্যাণে তাদের সকলেরেই হাকিকী ও বাতেনী পীর ও মুর্শিদ হলেন নূরে মুজাস্‌সাম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম; আর জাহেরী পীর ও মুর্শিদগণ বা'য়াত সূত্রে খলীফাতুর রাসূল। এ জন্যই সল্‌ফে সালেহীন ও সকল তরীকতের ইমামগণ বা'য়াত গ্রহণের সময় মুরীদান হতে নিম্নের পদ দ্বারা বায়া'তের ইকরার নিতেন:-

"কুল বাইয়াতু রাছুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিওয়াছিতাতি খোলাফাইহি।"

—"বল, আমি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট বা'য়াত গ্রহণ করছি তাঁর খলীফাগণের উসিলায়।" (আল-কাউলুল জামিল)

এটা দ্বারা প্রমণিত হল যে, বায়া'তে রাসূল (দঃ) গ্রহণকারী সমস্ত সল্‌ফে সালেহীন ও বুজুর্গানে দ্বীন খলীফাতুর রাসূল (দঃ) ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন, এতে আদৌ সন্দেহের অবকাশ নেই। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খলীফাগণের আদব ও সম্মান করা প্রত্যেক মুরীদানের অবশ্যই কর্তব্য।

বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর প্রচলন কি বন্ধ?

বায়া'তে রাসূল (দঃ) কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। কোরআন ও হাদীস শরীফ যতকাল এ পৃথিবীতে থাকবে বায়া'তে রাসূলও (দঃ) ততকালই থাকবে।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন, *"ইন্না নাহ্নু নাজ্জাল্‌নাজ্ জিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন।"*

—"নিশ্চয়ই আমি অবতীর্ণ করেছি জিকির (কোরআন) এবং নিশ্চয়ই আমি উহার রক্ষক থাকব।"

CamScanner

বায়া'তের হুকুম রহিত হয়নি। এটা জারী আছে এবং থাকবেও। এর অনুসরণ হল ইতায়াতে রাসূল (দঃ) এবং ইতায়াতে রাসূল (দঃ) হল ইতায়াতে খোদা। আলাহ্ তায়ালার ইরশাদঃ-

"মাইয়ূতী ইর রাসূলা ফাক্বাদ আতা আল্লাহ্।" (সূরা নিসা– ৮০)

—"যে রাসূলের হুকুম পালন করে থাকে সে নিশ্চয়ই খোদারই হুকুম পালন করে।"

এটাই হল ইত্তিবা-ই-রাসূল (রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর হুবহু অনুসরণ) আর তাঁর ইত্তিবাই হল ইত্তিবায়ে খোদা। আল্লাহ্ তায়ালা আরো ইরশাদ করেনঃ-

"কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিয়ূনী য়ুহ্বিব্ কুমুল্লাহ্।"

—"হে হাবীব, আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহ্র রহমত লাভে আগ্রহী হও, আমার ইত্তিবা কর, আল্লাহ্ তোমাদের মুহাব্বাত করবেন।"

কাজেই বায়া'তে রাসূল (দঃ) গ্রহণ করতঃ তাঁর ইতায়াত ও ইত্তিবার হুকুম নামায় তাঁর গোলামীতে নাম লিখান। তাহলে আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে জান্নাত দ্বারা পুরস্কৃত করবেন।

বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর পুরস্কার জান্নাত, অন্য কোন বায়া'তের পুরস্কার নয়।

বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এ আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর ইতায়াতের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর উম্মত দুই ভাগে বিভক্তঃ-

১) উম্মতে দাওয়াত,
২) উম্মতে ইজাবাত।

উম্মতে দাওয়াত হল মুসলমান ব্যাতীত দুনিয়ার যত কাফের, মুশরিক ও বেদ্বীন আছে তারা। আর উম্মতে ইজাবাত হল মুসলমানগণ। এরা আবার আকায়েদের ইখতিলাফ করে তিয়াত্তর দলে পরিণত হল। একদল বেহেশতী,

CamScanner

বাকী বাহাত্তর দল জাহান্নামী। বেহেশতী দলের নাম 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত'। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বা'য়াত হল বায়া'তে রাসুল (দঃ)। বায়া'তে রাসূল (দঃ) সব সময় জারী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ইন্তিকালের পর ঐ বা'য়াত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়– খেলাফতের বা'য়াত ও সুফীগণের তাকওয়ার বা'য়াত। উভয় প্রকার বা'য়াত এক সঙ্গে জারী থাকলে খলিফা ও সুফীগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থ াকায় সুফীগণের তাকওয়ার বা'য়াত মওকুফ থাকে। বিশেষ করে ঐ সময় প্রায় সবাই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট তাকওয়ার বা'য়াত করেছিলেন এবং তাকওয়ার দিক দিয়ে ছিলেন পরিপূর্ণ। তাই নতুন করে তাকওয়ার বা'য়াত প্রয়োজন ছিল না। সে স্থলে সূফীগণ খেরকা আদান-প্রদান করতে থাকেন। এটা হল সুন্নতে ইব্রাহীম। যখন খেলাফতের বা'য়াত মওকুফ হয়ে যায়, তখন সুফীকূল বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর উপর আমল শরু করে দেন। তাঁদের আমলকে বাদ দেয়া যায় না। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করনেঃ-

"ওয়া মাইয়ুতী ইল্লাহা ওয়ার রাসূলা ফাউলায়িকা মায়াল লাজিনা আন আমাল লাহু আলাইহিম মিনান্ নাবিয়্যিন ওয়াছ ছিদ্দিকিনা ওয়াশ্‌শোহাদায়ে ওয়াছ ছোয়ালেহিনা ওয়া হাসুনা উলায়িকা রাফিকা।"

—"এবং যারা আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলে কোরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ ও হালাল-হারাম মেনে চলে এবং রাসূল (দঃ)-এর (হাদীস বর্ণিত শরীয়তের আহ্‌কাম মেনে চলে) অতঃপর এরাই ঐ সমস্ত লোক যারা রোজ কেয়ামতে ঐ সমস্ত লোকের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ্ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন আর ঐ সমস্ত লোকগণ হলেন নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদান ও সালেহীন এবং কত উত্তম সঙ্গীই-না তাঁরা!"

উক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হল যে বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর দল নবী , সিদ্দীকিন, শহীদান ও সালেহীনের; অতঃপর যদি কোন বিরোধ দেখা দেয় তারও নিষ্পত্তি করে নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। তিনি এরশাদ করেন:-

"হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্‌র হুকুম পালন কর (কোরআনের হুকুম হুবহু পালন কর) এবং রাসূলের হুকুম আহকাম যথাযথভাবে পালন কর এবং তোমাদের কর্মকর্তাবৃন্দের হুকুমও (যাঁরা বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হবেন

CamScanner

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কর্তৃক, বর্তমানে আয়িম্মায়ে মুজতাহদীন ও আউলিয়ায়ে কামেলীন) অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহলে ফয়সালার জন্য আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি তা রুজু করে দাও, যদি প্রকৃতই আল্লাহ্ ও রোজ কেয়ামতের উপর বিশ্বাসী হও (এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুকরণ করো না। এবং এটাই শান্তি ও মীমাংসার উত্তম পন্থা ও সুন্দরতম ব্যাবস্থা।"

বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর পক্ষে আশা করি উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরখানি যথেষ্ট।

বায়া'তে রাসূল (দঃ) ভঙ্গের কারণ ও দলটির পরিচয়

পাক-ভারত ও বাংলাদেশ তথা উপ-মহাদেশে বায়া'তে রাসূল (দঃ) জারী ছিল হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রাঃ) ও তাঁর পুত্র হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রাঃ) পর্যন্ত।

সূফী সমাজ তাওয়ারুস সুত্রে বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর যে ইবারত দ্বারা বা'য়াত গ্রহণ করতেন, তা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবের 'আল্ কাউলুল জামীল' কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত কিতাবের উর্দূ তরজমা 'শেফা-উল-আলীল'-এ শাহ্ আবদুল আজিজ মুহদ্দিছ সাহেবেরও অতি মুল্যমান টীকা রয়েছে ঐ সময়ে রায় বেরেলীর সৈয়দ আহমদ (১২০০-১২৪৬ হিঃ) নামে এক ব্যক্তি শাহ্ আব্দুল আজিজ সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে মুরীদ হন। ঐ সময় শাহ্ আবদুল গনির পুত্র ইসমাইল দেহলভী আরবের মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজ্দীর লিখিত কিতাব 'কিতাবুত তাওহীদ' দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ওহাবী মতবাদ গ্রহণ করেন। ইসমাইল দেহলভী শাহ্ আব্দুল আজীজের ইন্তিকালের পর সৈয়দ আহম্মদ বেরলভীর নিকট মুরীদ হয়ে যান এবং ওহাবী মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তিনি 'কিতাবুত তাওহীদ'-এর উর্দূ তরজমা করে নামকরণ করলেন 'তাকভীয়াতুল ঈমান'। এটা তাদের আকায়েদের কিতাব। তিনি 'সীরাতুল মুস্তাকিম' নামক মারেফত বিষয়ক একটি কিতাব লিখেন এবং তাতে সৈয়দ আহমদকে নবী বা নবীর

CamScanner

সাগরেদ বলে মর্যাদা দিতে থাকেন। 'কিতাবুত তাওহীদ'-এ কুফরীর সংখ্যা ৭২ টি। ইসমাইল দেহলভীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে সৈয়দ আহমদ নিজ নামে বা'য়াত গ্রহণ করতে থাকেন। তারই প্রধান খলীফা জৌনপুর নিবাসী মৌলভী কেরামত আলী সাহেব 'জখীরায়ে কেরামত' গ্রন্থের ২য় খন্ডের ২৭৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন– আমার পীর সৈয়দ আহমদ সাহেব বা'য়াত গ্রহণের সময় এভাবে বলতেন:-

"তাওবা কিয়া মায়নে ছব বুরি বাতুছে, ছব বুরি কামুছে। কালেমা তাইয়্যেব লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। বা'য়াত কিয়া মায়নে তরিকায়ে কাদেরীয়া, চিস্তিয়া, নক্সবন্দিয়া, মুজাদ্দেদীয়া, আওর মুহাম্মদীয়াকে উপর হাত ফাকির সৈয়দ আহাম্মদকে।"

—"আমি তওবা করলাম সকল মন্দ কথা হতে ও সকল মন্দ কাজ হতে। কলেমা হল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। আমি বা'য়াত হলাম কাদেরিয়া, চিশ্তিয়া, নক্সশবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া ও আওর মুহাম্মদীয়া তরীকায় সৈয়দ আহাম্মদের হাতে।"

উপরোল্লেখিত বা'য়াত না কোরআনে আছে, না হাদীছে আছে, না ইজমা-কিয়াসে আছে; এমনকি বারশত বৎসর পর্যন্ত না কোন আউলিয়ায়ে কেরামের কিতাবে আছে। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ্য়াতে সাইয়্যেয়াহ্ বা'য়াত, সম্পূর্ণ না জায়েজ বা'য়াত। পক্ষান্তরে হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিছে দেহলভী 'আল কাউলুল জামীল' নামক কিতাবে বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর যে ইবারত নকল করেছেন তা তাঁর নিজের রচিত নয়, তিনি তাওয়ারুস সুত্রে তা পেয়েছেন পুর্ববর্তী সুফিয়ায়ে কেরাম হতে। এটা খিলাফতের বা'য়াত নয়; এটা তাকওয়া ও তাওবার বা'য়াত। এর উদ্দেশ্য তাকওয়া হাছিল করা এবং আল্লাহ্ তায়ালার রিদওয়ান (রিজামন্দি, সন্তুষ্টি) লাভ করা। এই বা'য়াত দ্বারা বেহেশ্ত লাভ হয়ে থাকে, এটা আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াদা। সর্বশেষ কথা হল- ঐ বা'য়াত গৃহীত হয়ে থাকে কোরআনের বিধানানুসারে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নামে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পদ দ্বারা। 'আল্ কাউলূল জামীল'-এর ইবারত নিম্নে দেয়া হল:-

CamScanner

(কুল বা'য়াতু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বি ওয়াসে তাতে খোলাফায়েহী আলা খাম্‌সিন শাহাদাতি আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহি ওয়া ইকামিছ্ ছালাতি ওয়া ইতায়িজ জাকাতি ওয়া সাওমি রমাদানে ওয়া হাজ্জেল বাইতি ইনিছ তাতা'য়াতু ইলাইহী সাবিলা। ছুম্মা ইয়াকুলু কুল বা'য়াতে রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বে ওয়াসি তাতি খোলাফায়েহি আলা আন্‌লা উশ্‌রিকা বিল্লাহি শাইয়াও ওয়ালা আজনা ওয়ালা আক্‌তুলা ওয়ালা আতী বেবুহ্‌তানীন্ আফ্‌তারাই বিহী বাইনা ইয়াদাইয়া ওয়া রিজ্বলাইয়া ওয়ালা আ'ছইহী ফি মা'য়ারুফীন।)

— "বল আমি বা'য়াত হলাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে , তাঁর খলিফাগণের (মুর্শিদ) উসিলায়, পাঁচটি বিষয়ের উপর- কালিমায়ে শাহাদাত, নামাজ কায়েম রাখার উপর, যাকাত প্রদানের উপর, রোজা রাখার উপর এবং হজ্ব পালনের উপর যদি সামর্থ থাকে এবং আরও বল আমি বা'য়াত হলাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে , তাঁর খলীফাগণের উছিলায় যে, আমি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না, কারো উপর ব্যাভিচারের অপবাদ চাপাব না এবং শরীয়তের কোন হুকুমের আমি খেলাফ করব না।"

বায়া'তের দুটি পৃথক ইবারত দুটি পৃথক পথের সন্ধান দিচ্ছে; একটির মূল কোরআন-হাদীছ ও ইজমা-কিয়াস এবং অপরটির মূল ভিন্ন। কাজেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে , এখানে দু'টি দল।

* ঐ দুই দলের গোড়ার ইতিহাস কি?

* তারা কোন্ ফেরকার লোক?

* কোন্ ত্বরীকায় তারা বিশ্বাসী? এবং

* কোরআন ও হাদীস অনুসারে ঐ দলগুলির হুকুমই বা কি?

CamScanner

পৃথক পৃথক ভাবে সংক্ষেপে দল দুটির বাখ্যা দেয়া হল:-

বায়া'তে রাসূল (দঃ) ও বায়া'তে আওর মুহাম্মদীয়া

*** প্রথম প্রশ্নের উত্তর:**

বায়া'তে রাসূল (দঃ): বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর মূল কোরআন-হাদীস, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আমল এবং সমস্ত আউলিয়া কেরামের আমল। এটা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর বা'য়াত।

বায়া'তে আওর মুহাম্মদীয়া: পাক-ভারত ও বাংলাদেশে এর প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ বেরলভী। তিনি প্রথমে ছিলেন শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিছ দেহলভীর মুরীদ, পরে তিনি নিজেই ওহাবী আন্দোলনের প্রধান হোতা হিসাবে কাজ করতে থাকেন। আরবে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের আন্দোলনের ঐতিহাসিক নাম হল 'তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া'। ঐ তরীকার নামে তিনি বায়া'ত গ্রহণ করতে থাকেন। ইসমাইল দেহলভী ছিলেন ভারতবর্ষে 'তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া'-র পৃষ্ঠপোষক।

*** দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর:**

বায়া'তে রাসূল (দঃ): এরা ফেরকায়ে নাজিয়া (আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত)।

বায়া'তে আওর মুহাম্মদীয়া: এরা খারেজী ফেরকার লোক। ওহাবীরা খারেজীদেরই একটি উগ্রপন্থী দল। ১২০০ হিজরীতে এদের অভ্যুদয় ঘটে আরবের নজ্দ এলাকা হতে।

*** তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর:**

বায়া'তে রাসূল (দঃ): সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন-এর অনুসারী। এরা হানাফী , শাফেয়ী, মালেকী , হাম্বলী– এ চার হক মাযহাবের অনুসারী। ত্বরীকতে এরা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর অনুসারী। নক্সবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া ত্বরীকার ইমাম হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং কাদেরীয়া ও চিশ্তিয়া ত্বরীকার ইমাম হযরত আলী (রাঃ)। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) বায়া'তে রিদওয়ানের লোক।

CamScanner

বায়া'তে আওর মুহাম্মদীয়াঃ এরা মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দীর অনুসারী। এ দলটিকে আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) বলেছেন, "কারণুশ শয়তান" (শয়তানের দল)। এরা শরীয়তের চারটি দলিলের মধ্যে শুধু কোরআন ও হাদীসকে মানে, ইজমা ও কিয়াসকে তারা শিরক বলে। আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীন তাদের মতে মুশরিক। ত্বরীকত তাদের মতে শিরক এবং আয়িম্মায়ে ত্বরীকত সবাই তাদের মতে মুশরিক, যারা তাদের মানে তারাও মুশরিক (নাউজুবিল্লাহ্‌ মিন জালিক)।

*** চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরঃ**

বায়া'তে রাসূল (দঃ) : আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইত্তিবা ওয়াজিব, যারা মানবে তারা জান্নাতী। এ সম্বন্ধে কয়েকটি দলীল পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

বায়া'তে আওর মুহাম্মদীয়া : তাদের অনুসরণ নিষেধ এবং পরিণাম জাহান্নাম।

সৈয়দ আহমদ ও ইসমাইল দেহলভী রচিত তাকভীয়াতুল ঈমান ও সিরাতুল মুস্তাকিমের আকায়েদ সংক্রান্ত কতিপয় উক্তি

'তাকভীয়াতুল ঈমান' ওহাবীদের আকায়েদের কিতাব এবং মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দীর 'কিতাবুত তাওহীদ'-এর অনুসরণ ও অনুকরণ। এ গ্রন্থের কতিপয় মারাত্মক উক্তি উল্লেখ করা হল:-

১) রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) রোজ কিয়ামতে শাফায়াত করবেন বলে যে বিশ্বাস করে সে আবু জাহেলের সমতুল্য মুশরিক। আনুরূপভাবে যারা নবী-অলিগণের শাফায়াতের বিশ্বাসী তারাও আবু জেহেলের ন্যায় মুশরিক (নাউজুবিল্লাহী মিন জালিক)।

২) যারা নবী ও অলিগণের কবরের নিকট নামাজের ন্যায় ভক্তি সহকারে দাঁড়ায়, হাত তুলে দোয়া করে- ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) আল্লাহ্র দরবারে আমার এ মকসুদ পূরণের জন্য দোয়া করুন, যারা নবীর রওজা পাকের তাজীম করে, তাঁর মসজিদ, বসার স্থানের তাজিম করে এবং ওলীগণের মাজারের তাজিম করে– এ সমস্ত কর্ম মূর্তি পূজার সমতুল্য শিরক (নাউজুবিল্লাহ্)।

৩) উপরোল্লেখিত দুই প্রকার শিরকের শাস্তি চিরকাল দোযখে অবস্থান। তা কখেনো মাফ হবার নয় (নাউজুবিল্লাহ্)।

৪) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে হাজের-নাজের জেনে ডাকা, তিনি দূর ও নিকটে সব কিছু দেখতে পান ও শুনতে পান বলে বিশ্বাস করা শিরক (নাউজুবিল্লাহ্)।

৫) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) শেষ নবী নন, তাঁর পরে আরো নবী আসতে পারে (নাউজুবিল্লাহ্)।

৬) রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)-কে বড় ভাইয়ের সমতুল্য তাজীম করবে। এর বেশি তা'জিম করা শিরক (নাউজুবিল্লাহ্)।

৭) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) মরে মাটি হয়ে গেছেন, ইত্যাদি (নাউজুবিল্লাহ্)।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তারা এসমস্ত জঘন্য উক্তি রাসূল (দঃ)-এর শানে প্রয়োগ করেছে; যার শানে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন:-

"ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইয়্যু সাল্লুনা আলান-নাবী।"

—"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আল্লাহ্ খাস রহমত (সালাত) বর্ষণ করছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর এবং আলমে মালাকুতের ফেরেশতাগণও সালাত ও সালাম পাঠাচ্ছেন তাঁর প্রতি।"

অতএব, তিনি আলমে মুলকের ঈমানদারগণকেও হুকুম দিচ্ছেন, তোমরাও তাঁর মান উপযোগী (যা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে) সালাত ও সালাম তাঁর দরবারে আরজ কর।

CamScanner

ইসমাইল দেহলভী ও সৈয়দ আহমদ বেরলভীর 'সিরাতিম মুস্তাকিম' নামক কিতাবের কতিপয় উক্তি এখানে পত্রস্থ হল:-

১) তার পীর সৈয়দ আহমদ নবী সমতুল্য বা নবীগণের সমপর্যায়ভূক্ত।

২) তিনি আল্লাহ্‌র হাতে ধরে কথা বলেছেন।

৩) তিনি আল্লাহ্‌র সাথে গল্প-গুজব করেছেন।

৪) একদিন আল্লাহ্ তার ডান হাত ধরে বলল– আজ তোমাকে এ নিয়ামত দিলাম ও পরে আরো দেব।

৫) সৈয়দ আহমদের নিকট বাতেনী ওহী আসত।

৬) সূরায়ে নূরে আছে "জুলুমাতুম্ বা'দুহা ফাওকা বা'দিন" (অন্ধকার রশ্মির উপর অন্ধকার রশ্মি) এ আয়াত অনুসারে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের অন্তঃকরণে রাশি রাশি খেয়ালের উৎপত্তি হয়ে থাকে। তবে ঐ সমস্তের মধ্যেও শ্রেণী ভেদ আছে; কোন কোন খেয়াল কম মন্দ, কোন কোন খেয়াল বেশি মন্দ। এর একটি দৃষ্টান্ত হল- জ্বিনার খেয়াল হতে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসের খেয়াল বেশি ভাল, কোন খেয়ালই মন্দ নয়। যে ইচ্ছা করে নামাজের মধ্যে পীরের দিকে খেয়াল অথবা অন্যান্য বুজুর্গদের প্রতি খেয়াল নেওয়া, হোকনা তিনি রিসালাত-এ-মা'আব (নবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, নিজে গরু-গাধার খেয়ালে ডুবে থাকার চেয়েও বহুগুণে মন্দ। কেননা বুজুর্গদের খেয়াল আসাটা শিরক; গুরু-গাধার খেয়ালে মশগুল থাকাটা শিরক নয়।

মৌলভী কেরামত আলী জৌন্‌পুরী তার 'জাখিরায়ে কেরামত'-এর প্রথম খন্ডে 'জিনাতুল মুসল্লী' নামক রিসালার ২৩১ পৃষ্ঠায় ঠিক এরই উর্দূ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ স্পষ্ট করে লিখেছেন (নাউজুবিল্লাহ্) তিনি আরাও লিখেছেন,

CamScanner

'তাকভীয়াতুল ঈমান' শিরকের বিরুদ্ধে লিখিত এক অতুলনীয় কিতাব এবং পবিত্র 'সিরাতিম মুস্তাকিম' মারেফতের এক অতুলনীয় কিতাব।

ইসমাইল দেহলভী 'সিরাতিম মুস্তাকিম'-এর ভূমিকায় লিখেছেন যে, 'সিরাতিম মুস্তাকিম'-এর কথাগুলো তারই পীর সৈয়দ আহমদেরই কথা। তিনি যা বলতেন তাই তিনি লিখে রাখতেন। কেরামত আলী জৌনপুরীও লিখে গেছেন যে 'সিরাতিম মুস্তাকিম'-এর কথাগুলো তারই পীর সৈয়দ আহমদেরই কথা, ইসমাইল দেহলভী সেগুলো লিখে রাখতেন।

আওর মুহাম্মদীয়া নামের রহস্য

সুফিয়ায়ে কেরাম যে বাক্য দ্বারা বা'য়াত নিতেন তা সুন্নাতে মুতাওয়ারিসা (অর্থাৎ– ধারাবাহিক ভাবে প্রচলিত সুন্নাত) দ্বারা প্রমাণিত এবং যা সুন্নাতে মুতাওয়ারিসা, তার মধ্যে রদবদল করাটা নাজায়েজ। তা সত্ত্বেও সৈয়দ আহমদ তা পরিবর্তীত করলেন। এ পরিবর্তনের পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, আরবের নজ্‌দের ওহাবী দল সুন্নীদেরকে আবু জেহেলের ন্যায় মুশরিক মনে করে হত্যা করেছে। এভাবে ইসমাইল দেহলভী ও সৈয়দ আহমদ বেরলবী এবং তার দলটি পাক ভারত তথা উপমহাদেশের সুন্নী মুসলমানদেরকে আবু জেহেলের ন্যায় মুশরিক বলে বিশ্বাস করত। এর প্রমাণ 'তাকভীয়াতুল ঈমান' কিতাব। নজ্‌দীদের অনুসরণে ইসমাইল দেহলভী ও সৈয়দ আহমদ বেরলভী সুন্নী মুসলমানদেরকে ওহাবী বানানোর লক্ষ্যে জেহাদ চালান, মুখের জেহাদ ও তলোয়ারের জেহাদ।

প্রকাশ থাকে যে, সৈয়দ আহমদ ছিলেন প্রথমে বায়া'তে রাসূল (দঃ)। তিনি শাহ্ আব্দুল আজিজ সাহেবের মুরীদ। শাহ্ আব্দুল আজিজ যে বায়া'তে রাসূল (দঃ) ছিলেন তার প্রমাণ তারই লিখিত কিতাব 'শেফা-উল-আলীল'। এ গ্রন্থে তার মূল্যবান টীকাও রয়েছে। এই সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইমাইল দেহলভী মক্কা শরীফে হজ্ব করতে গিয়ে

CamScanner

নজ্‌দীদের খপ্পড়ে পড়ে ওহাবী আকিদায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েন এবং নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সুন্নী মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হন। তারা ওহাবী জেহাদ পরিচালনা করেন। তিনি হিন্দুস্থানে সুবিধা করতে না পেরে চলে গেলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ পেশোয়ারে। সেখানে তিনি জেহাদ চালিয়ে ইয়াগিস্থানের হাকীম ইয়ার মুহাম্মদকে হত্যা করলেন। তার এ নতুন দিনের মুখোশ উন্মোচনের পর পাঠানগণ আক্রমন করে সৈয়দ আহামদ ও ইসমাইল দেহলভীকে হত্যা করে। ঐ যুদ্ধে শিখও জড়িত ছিল। পাঁচ হাজার শিখ সৈন্যের সঙ্গে মোকাবেলা করে আশি হাজার ওহাবী সৈন্য পরাজয় বরণ করল। এ দলটি যে বাতিল ছিল এটা তার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। সৈয়দ আহমদ বায়া'তে রাসূল (দঃ) ভঙ্গ করার কারণে এ ধরণের শোচনীয় পরাজয় তার জীবনে নেমে আসে। আর আসবে না কেন? আল্লাহ্ পাক বায়া'তে রাসূল (দঃ) ভঙ্গকারীদের সম্বন্ধে বলেছেনঃ-

"ফামান নাকাসা ফাইন্নামা ইয়ানকুছু আলা নাফ্‌সী।" (আল্ ফাতাহ্)

—"অতঃপর যে (ঐ বা'য়াত) ভঙ্গ করলো, সে ভঙ্গ করেনা কিন্তু নিজ জীবনের উপর।"

ঐ ভঙ্গের অভিশাপ আপনা আপনিই ভঙ্গকারীর উপর গড়িয়ে পড়বে। এ ভঙ্গের অভিশাপ মারাত্মক। যারা ভঙ্গ করে তাদের বরবাদ হয় দুনিয়া ও আখেরাত। এরই একটি জ্বলন্ত নিদর্শন সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল দেহলভী।

উল্লেখ্য যে, আরবের মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দী সুন্নী মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদী আন্দোলন নামে যে আন্দোলন করেছিল ঠিক তেমনি সৈয়দ আহমদ বেরলভী আব্দুল ওহাব নজ্‌দীর পুত্র মুহাম্মদের নামে তরীকা বানিয়ে 'আওর মুহাম্মদীয়া' নাম দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জেহাদে লিপ্ত হন।

CamScanner

যারা আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর হুকুম হতে বের হয়ে যায় তাদের আমল বরবাদ হয়ে যায়

এখন যে দলটি আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করল, প্রকাশ্য আল্লাহ্র প্রবর্তিত বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর নাম বাদ দিয়ে নিজের নাম বসিয়ে দিল; যে রাসূল (দঃ)-এর হাত মোবারাককে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলেছেন, এটাই আমার হাত। সে হাত মোবারককে বাদ দিয়ে যারা নিজের হাত বসিয়ে ছিল, তাদের আমল কি তারপরও অবশিষ্ট থাকে? নিশ্চয়ই না। এমতাবস্থায় তাদের সমস্ত অশুভ প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। আল্লাহ্ তায়ালা 'সুরায়ে মুহাম্মাদ'-এ এরশাদ করেন:-

"ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু আতিয়ুল্লাহা ওয়া আতিয়ুররাসূলা ওয়ালাতুবতিলু আ'মালাকুম।"

—"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আদেশ পালন কর (কোরানে বর্ণিত আদেশগুলির উপর আমল কর) এবং তোমরা রাসূলের আদেশ পালন কর (তাঁর যাবতীয় সুন্নাত, ইতিকাদী ও আমলী পালন কর) এবং তোমাদের আমল সমূহ বিনষ্ট করো না।"

সুরা নিসাতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন:-

"ওয়া মাইয়্যুতি ইল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ইয়ুদখিলহু জান্নাতিন তাজ্‌রী মিন তাহ্‌তিহাল আনহারু খালিদিনা ফিহা ওয়া যালিকাল ফাওজুল আজিম। ওয়া মাই ইয়া'ছিল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ওয়া ইয়াতায়াদ্দা হুদুদাহু ইউদ খিল্‌হু নারান খালিদান ফিহা ওয়ালাহু আজাবুম মুহিন।" (আয়াত– ১৩-১৪)

—"এবং যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম পালন করবে, তিনি তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত। তারা তাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে এটাই তাদের মহান সফলতা এবং যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করবে এবং তাঁর (শরীয়তের হুকুম

CamScanner

সমূহের হালাল ও হারমের) নির্ধারিত সীমাসমূহ অতিক্রম করবে, তিনি তাকে দোযখে প্রবেশ করাবেন। তারা তথায় চিরদিন অবস্থান করবে। তার জন্য রয়েছে অতি জঘন্য আজাব।"

আল্লাহ্ তায়ালা আরও এরশাদ করেন:-

"মাইয়্যুতিইর রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ্।" (সূরা– নিসা, আয়াত-৮০)

—"যে রাসূলের হুকুম পালন করবে, সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্রই হুকুম পালন করল।"

আর আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর হুকুম যারা পালন করে তাদের উপর বর্ষিত হতে থাকে আল্লাহ্র রহমত। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন:-

"আতীয়ুল্লাহা ওয়ার রাসূলা লায়াল্লাকুম তুরহামুন।"

—"হে (ঈমানদারগণ), তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের ইতায়াত কর, নিশ্চয়ই তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হতে থাকবে।"

এখন প্রশ্ন হতে পারে— এতকাল পর্যন্ত যারা বায়া'তে রাসূল (দঃ) করান নি তারা সকলে কি দোযখী? এর উত্তর হল— যারা ভুলবশতঃ বা মাসয়ালাটি অবগত না থাকার দরুন বায়া'তে রাসূল (দঃ) গ্রহণ করেননি বা জারী করতে পারেননি অথচ তারা ঈমানে মজবুত, তারা রোজ কিয়ামতে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে নিজের ভুল বা না জানার ওজর পেশ করবেন। তাদের ব্যাপারে আপনাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না। আপনারা নিজেদের আমল সংশোধন করুন এবং হক পথ অবলম্বন করুন। আল্লাহ্ তয়ালা সুরা বাকারায় ইরশাদ করেন:-

"তিল্কা উম্মাতান কাদ্ খালাত লাহা মা কাসাবাত ওয়ালাকুম মা কাসাব্তুম ওয়া লাতুসয়ালুনা আম্মা কানু ইয়া'মালুন।"

—"ঐ সমস্ত উম্মত গত হয়েগেছে, তারা তাদের কৃত আমলের জন্য দায়ী হবে এবং তোমরা তোমাদের আমলের জন্য দায়ী হবে। তারা দুনিয়াতে যে সব আমল করত সে সব সমন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।"

CamScanner

উল্লেখ্য যে, ওহাবীদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হায়াতুন্নবী নন, এজন্য তারা বায়া'তে রাসূল (দঃ) ভঙ্গ করে বিদ্য়াতী বা'য়াত জারী করেছে এবং মুসলমানদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করছে।

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাজের ও নাজের আলমে মুল্ক ও আলমে মালাকুতে, দুনিয়া ও আখেরাতে। এর প্রমাণ কোরআন, হাদিস, এজমা কিয়াস আর আউলিয়ায়ে কিরামের কাশ্ফ ও মাকাশাফা দ্বারা এবং মুরাকাবা ও মুশাহিদা দ্বারা।

দুনিয়াতে মুসলমান নামধারী চিরকাল একটি দল থাকবে যারা ঈমানের দাবিদার সত্ত্বেও ঈমানদার নয়

দুনিয়াতে মুসলমান নামধারী একদল লোক থাকবে যারা ঈমানের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও ঈমানদার বলে স্বীকৃত নয়। আল্লাহ্ পাক সূরা বাকারায় ঘোষণা করেনঃ-

"ওয়া মিনান্নাসি মাইয়্যাকুলু আমান্না বিল্লাহী ওয়া বিল ইয়াউমিল আখেরী ওয়ামা হুম বিমু'মিনিন।"

–"এবং জনতার মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে যারা মুখে বলে থাকে আমরা ঈমান স্থাপন করলাম আল্লাহ্র উপর ও রোজ কিয়ামতের উপর অথচ তারা ঈমনদার নয়।"

এ দলটি মদীনার মসজিদেই ছিল , প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পশ্চাতে নামাজ পড়ত, রোজা রাখত। এরা নিজেদের সুবিধার্থে ও স্বার্থোদ্ধারের জন্য মুসলমানদের দলে থাকত। মুখে ইসলামের কথা স্বীকার করত; কিন্তু অন্তরের অস্বীকৃতির দরুন আল্লাহ্ তায়ালা জানিয়ে দিলেন যে, "যারা প্রকাশ্যে নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, মুখে কলেমা পড়বে কিন্তু অন্তরে রাসূলুল্লাহ্কে প্রকৃত রাসূল বলে স্বীকার করে না, তারা তাদের ইসলামী নিয়ম-কানুন প্রকাশ্যে মানা সত্ত্বেও ঈমানদার নয়।" কেননা, ঈমান হল

অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির নাম। ঈমানের মূল কথা হল রাসূল (দঃ) প্রেম। রাসূল (দঃ)-কে আল্লাহ্ যে শান, মান ও ক্ষমতা দিয়েছেন তা পূর্ণরূপে স্বীকার করতে হবে। ঈমানের বিষয় বস্তুগুলোর যে কোন একটিকে অবিশ্বাস করলে ঈমানদার হবে না।

উক্ত আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা হল রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আমলের মুনাফেক। তারা বিশষতঃ মদীনার আশে-পাশের লোক। এখানে 'বিমু'মুমিন' পদটি নাম– এটা কালের সাথে সম্পৃক্ত নয়। অর্থাৎ এরা ও এদের উত্তরসূরীরা কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। মুখে ঈমানের দাবি করবে সত্য; অথচ কোরাআন–হাদীস দ্বারা ঈমানদার বলে স্বীকৃত হবে না।

আল্লাহ্ তায়ালা মুনাফিকের অন্তরের অবিশ্বাস এবং মুখে ঈমানের স্বীকৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ সহ তাদের চরিত্র তুলে ধরেছেন 'সূরায়ে মুনাফিকুন', 'সুরায়ে তাওবা' এবং অন্যান্য সূরাতে। তাদের মুনাফেকীর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এজন্যই আল্লাহ্ তায়ালা তুলে ধরেছেন যে, কোন ঈমানদার মুসলমান তাদের মুনাফেকীর ফাঁদে পরে ঈমান না হারায়। তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার চলে না। যেহেতু তারা মুখে ইসলামকে স্বীকার করে; কিন্তু তাদের সাথে নামাজ কায়েম করা চলবে না, সালাম দেয়া চলবে না এবং আত্মীয়তা করা চলবে না।

আল্লাহ্ তায়ালা হুশিয়ার করে দিলেন যে, "হে উম্মতে মুহাম্মাদী তোমরা মুনাফিকদের বাহ্যিক ঈমানদারীতে বিভ্রান্ত হয়ো না। তোমরা তাদের কুফরের সন্ধান নাও, তাদের নিকট হতে দূরে অবস্থান কর এবং নিজেদের ঈমানের হেফাজত কর।" আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন:-

"হুমুল আদুওয়ুন ফায়াহাযারাহুম কাতালাহুমুল্লাহু আন্না ইয়ু'ফাকুন।"

—"এরাই (মুনাফেক দলই আল্লাহ্ ও রাসূলের) পরম শত্রু। আপনি তাদের নিকট হতে হুশিয়ার থাকুন (পরবর্তী মুনাফেকদের বেলাও একই হুকুম) আল্লাহ্ তাদেরকে নিপাত করুন। (তারা আল্লাহ্ ও রাসুল হতে) ফিরে কোথায় যাচ্ছে (অর্থাৎ তাদের ধ্বংস অনিবার্য)।"

CamScanner

আল্লাহ্ তায়ালা 'সুরা বাকারায়' আরও ইরশাদ করেন:-

"তাদের অন্তর সমূহের মধ্যে রয়েছে ব্যাধি। কাজেই সাবধান।"

যারা পাক-ভারত ও বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে বায়া'তে রাসূল (দঃ) ভঙ্গ করল তাদের অন্তরেও সে একই ব্যাধি বিদ্যমান। নতুবা বায়া'তে রাসূল (দাঃ)-কে বাদ দিয়ে নিজেদের নামে অথবা অন্য যে কোন পন্থায় বা'য়াত নিতে পারে না। ঈমানদারের পক্ষে এটা কোন দিনই সম্ভব নয়।

বিভ্রান্তির প্রচারণা

প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এ দলটি ঈমানদারদেরকে ধোকা দেয়া, সত্য গোপন রাখা এবং মানুষকে বিপথে পরিচালিত করায় আত্মনিয়োজিত থাকবে। এর পেছনে আছে কপটতা, পেটের সংস্থান, স্বার্থ উদ্ধার প্রভৃতি। 'তাকভীয়াতুল ঈমান' ও 'সিরাতুল মুস্তাকিম' প্রভৃতি গ্রন্থের ভ্রান্ত আকিদাগুলির প্রতিবাদ করলে তারা এটাই বলে থাকে — আমরা মুসলমান, আমাদের দ্বীন ইসলাম, আল্লাহ্ এক, রাসূল এক, কলেমা এক। আমরা ফেরকা বুঝিনা। আমরা এতটুকু বুঝি সব মুসলমান এক। আমরা সুন্নী, ওহাবী, খারেজী প্রভৃতি জানিও না, বুঝিও না। – এ জাতীয় অনেক কথা তারা বলে থাকে। এ কথাগুলো কিন্তু বিভ্রান্তিকর এবং বেনাদায়ক। যারা এ জাতীয় উক্তি করে তারা যে ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ এমন নয়। ইসলামে যে ফেরকা আছে এটা সকলেরই জানা আছে।

'আকায়েদে আদুদীয়া'-র প্রথমে এ হাদীসটি আছে:-

"কালান নাবীয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম সাতাফ্ তারীকু আলা উম্মাতী ছালাছাও ওয়া সাবয়ীনা ফিরকাতান কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা-ওয়াহিদাতান কিলা ওয়ামান হিয়া ? কালা আল্লাজিনা হুম মা আনা আলাইহী ওয়া আছহাবী"।

—"নবী করীম (দঃ) বলেছেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের (উম্মতে ইজাবা ইতিকাদী মাসয়ালায় ইখ্তিলাফ করে) তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। প্রতিটি দলই দোযখী, একটি দল ব্যাতীত। জিজ্ঞাসা করা হল, ঐ একটি দল কারা? তিনি বললেন, তাঁরা যারা আমি ও আমার সাহাবাগণ যে আকায়েদের ইপর প্রতিষ্ঠিত আছ তার অনুসারী।" (তিরমিজী)

CamScanner

ফেরকা বা দলের উদ্ভব নতুন নয়। এর উদ্ভব হয় হযরত আলী (রাঃ)-এর যুগ হতে। তিয়াত্তুর দলের পরিচয় নিম্নরূপঃ-

১) মুতাজিলা ২০ (উপদল সহ)
২) শিয়া ২২ (" ")
৩) খারেজী ৭ (" ")
৪) মুরজিয়া ৫ (" ")
৫) নাজজারিয়া ৩ (" ")
৬) জাবরীয়া ১ (" ")
৭) মুশাব্‌বাবিয়া ৪ (" ")
৮) নাজিয়া ১ (" ") এরাই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত
মোট = ৭৩ দল

দল সমূহের উৎপত্তি হয়েছে ইখতিলাফ হতে। উপরোক্ত তিয়াত্তর দলের মধ্যে বাহাত্তর দলই জাহান্নামী, মাত্র একটি দল জান্নাতী। আর তা হল আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। এক কথায় সুন্নী জামায়াত। আমলে ইখ্‌তিলাফ আল্লাহ্‌র রহমত। যেমন আল্লাহ্‌র নবী এরশাদ করেন— "ইমামগণের ইখ্‌তিলাফ রহমত স্বরূপ।" এরই ফলে সৃষ্টি হল চার মাযহাব— হানাফী, শাফয়ী, মালেকী ও হাম্বলী। আর আকায়েদে সংক্রান্ত যে মতভেদ বাহাত্তর দলের সাথে সুন্নী দলের — তা হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব। এ বাহাত্তর দল হাদীস শরীফ অনুযায়ী সম্পূর্ণ জাহান্নামী। তারা আল্লাহ্‌ ও রাসূল (দঃ)-এর নামে বিভিন্ন কটুক্তি করে জাহান্নামী দলে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান রাফেজী ও খারেজীরা কাফের

বর্তমান রাফেজী ও খারেজীদের আকায়েদ কুফরের সীমায় পৌঁছে গেছে তারা শুধু মহান সাহাবাদেরই কাফের বলে ইতিকদ রাখে না, তারা গোটা সুন্নী জামায়াতকেই কাফের বলে জানে। মোল্লা আলী ক্বারী 'মেরকাত

CamScanner

শরীফ'–এ লিখেছেনঃ-

"কুলতু ফাহাযা ফি হাক্কান রাফিজাতি ওয়া খারিজাতী ফি জামানিনা ফা ইন্নাহুম ইয়কিদুনা কাফারা আকছারী আকাবেরে ছাহাবাতি ফাদ্‌লান আন সায়িরি আহ্‌লী সুন্নাতী ওয়াল জামাতী ফাহুম কাফারাতা বিইজ্‌মায়ী বেলা নিজায়ী।"

—"আমি এখানে যা বললাম তা আমাদের যুগের রাফেজী ও খারেজীরে সম্মন্ধে বললাম। কেননা তারা গোটা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে কাফের বলে ইতিকাদ রাখে। কাজেই তারা কোন প্রকার দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ছাড়াই ইজমা অনুসারে কাফের।"

কেননা, বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম এর ঈমান কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই তাঁদের কাফের বলা কোরআন-হাদীসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করারই শামিল। আর 'কিতাবুত তাওহীদ', 'তাকভীয়াতুল ঈমান', 'সিরাতুল মুস্তাকিম', 'জাখিরায়ে কেরামত' এবং দেওবন্দীদের বিভিন্ন কিতাবগুলো অমার্জনীয় কুফরীতে পরিপুর্ণ। তাদের উপর কুফরী ফতওয়া বর্তমান।

যারা বুঝে শুনে ইত্যাকার প্রচারণা চালাচ্ছে তারা কোরআন, হাদীস ও ইজমা অনুসারে মুনাফেক। আর যারা না জেনে শুনে এসমস্ত কথা বলছে তারাও মুনাফেক শ্রেণীভুক্ত। কেননা, ইসলাম সমন্ধে না জেনে শুনে কথা বলার অধিকার আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (দঃ) কাউকে দেননি।

এ দলটির গোড়ার কথা

'নজদ' আরবের একটি সমৃদ্ধ প্রদেশ এবং এটা মদীনা শরীফের পূর্ব দিকে অবস্থিত। ঐ প্রদেশে বসতি 'বনু হানিফা', বনু তাতিম' , 'বনু সোলাইম' এবং আরো বহু গোত্রের। বনু হানিফার লোক মুসাইলামা কাজ্জাব। যে নবম হিজরীতে মদীনার মসজিদে নববীতে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র হাবীবের নিকট নবুয়তের অর্ধেক দাবি করেছিল। সেখানে একটি খেজুর ডাল দেখিয়ে মুহাম্মাদ (দঃ) বললেন, "নবুয়ত তো দূরের কথা, তুমি যদি এরও অর্ধেক দাবি কর তবু দিব না।" অতঃপর সে দেশে ফিরে নবুয়তের দাবি করে

CamScanner

বসল। তার অনুসারীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষের উপর; আর সাহাবীর সংখ্যা হল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার।

উপরোক্ত বনু হানিফা গোত্রের শাখা হল বনু তাতিম, বনু তাতিমের শাখা হল বনু সিনান। বনু সিনানেই বারশত হিজরীতে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দীর জন্ম। সে সমগ্র আরবে আধিপত্য বিস্তার ও প্রভুত্ব স্থাপনের মানসে 'কিতাবুত তাওহীদ' নামে একখানা ক্ষুদ্র কিতাব লিখে। তাতে সে দেখাল যে রাসূলে খোদা (দঃ)-এর তাজিম ও মোহাব্বাত শিরক এবং তাঁর তাওহীন ও বুখজ (হিংসা বিদ্বেষ) দ্বীন ও ঈমান। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থটি দ্বারা সে সুন্নী মুসলমানদেরকে মুশরিক সাব্যস্ত করে এক ফেত্‌নার দাবানল জ্বালিয়ে দিল। বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অগণিত হতাহত হল। এ দলটির নাম ওহাবী।

ফেত্‌নার ভূমি নজ্‌দ

আরব ভূখন্ড প্রধানতঃ তিন খন্ডে বিভক্ত— ইয়েমেন, শাম এবং নজ্‌দ।

একদিন রাসূলে খোদা (দঃ) জযবার বিশেষ অবস্থায় অতিশয় ভাবাবেগে দোয়া করছিলেন। হযরত ইবনে ওমর হতে বর্ণিত:-

"কালা রাসূলাল্লাহী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি শামিনা, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি ইয়ামিনা কালু ইয়া রাসুলাল্লাহী ওয়া ফি নাজ্‌দিনা কালা আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফি শামিনা ওয়া ইয়ামিনা কালু ইয়া রাসূলুল্লাহী ওয়া ফি নাজ্‌দিনা ফায়াজুল্লাহু কালা সালামাতী হুনাকায্ যালাযিলু ওয়া ফিতানু ওয়াবিহা ইয়াত্‌লায়ু কারণুশ্ শাইত্বান।"

—"তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্ আমাদের শামে বরকত দাও। ইয়া আল্লাহ্ আমাদের জন্য আমাদের ইয়েমেনে বরকত দাও। উপস্থিত সাহাবাগণ বললেন— হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের নজ্‌দের জন্যও অনুরূপ বরকতের দোয়া করুন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ আমাদের শামে ও ইয়েমেনে বরকত দাও। উপস্থিত সাহাবাগণ আবারো আবেদন করলেন— আমাদের নজ্‌দের

CamScanner

জন্যও অনুরূপ দোয়া করুন। বর্ণনাকারী বলছেন— আমার ধারণা তৃতীয় কি দ্বিতীয়বারে আল্লাহ্‌র নবী বললেন, সেখানে অর্থাৎ নজ্‌দে ভূমিকম্প ও ফেত্‌না এবং তাতেই অভ্যুদয় ঘটবে শয়তানের শিংয়ের (শয়তানের শিং অর্থ– শয়তানের দল)।"

নজ্‌দ এমনই একটি অভিশপ্ত অঞ্চল যেখানে বাতেনী নেয়ামত নেই, নবী ও অলির মাজার নেই। দ্বিতীয়তঃ এটা মুনাফেকের বসতিস্থল, শতানের দেশ, শয়তানের বাহিনীর দেশ, প্রাকৃতিক ভূমিকম্পের দেশ, ঈমানের ভুমিকম্পের দেশ, ভন্ড নবীর দেশ। দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে সে দেশ থেকে। সর্বোপরি কেয়ামতের ভূ-কম্পন শুরু হবে সে দেশ থেকে। কাজেই সে দেশের বরকতের জন্য দোয়া করা অনুচিত। আর তাই নবীজী (দঃ) নজ্‌দের জন্য দোয়া করতে বিরত থাকেন।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে— "(কারনূশ্‌ শাইত্বান) শায়তানের দুই শিং (বাহিনী)। তম্মধ্যে একটি হল মুসাইলামা কাজ্জাবের বাহিনী, অন্যটি হল মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর বাহনী।" প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান ওহাবী সৌদি রাজতন্ত্রীরা তাদের এ ভ্রান্তি ঢেকে রাখার জন্য এই 'নজ্‌দ'-এর নাম পরিবর্তন করে 'রিয়াদ' রেখেছে।

আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) আরো এরশাদ করেনঃ-

"সাইয়াজ্‌হারু মিন নজ্‌দি শাইত্বানু তাতানাজ্জালু জাজিরাতাল আরাবী মিন ফিত্‌নাতিহী।"

—"শীঘ্রই নজ্‌দ হতে একটি শয়তান আবির্ভূত হবে, তার ফেৎনার ফলে জাযিরাতুল আরব কাঁপতে থাকবে।"

রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) আরো এরশাদ করেন- "শেষ যামানায় মুসাইলামার দেশে একটি লোকের আবির্ভাব ঘটবে, সে দ্বীন ইসলামকে পরিবর্তীত করে দেবে।"

ইতিহাস সাক্ষী, রাসুলুল্লাহ্‌ (দঃ) যে ব্যাক্তি সম্বন্ধে উক্ত হাদীস সমূহ দ্বারা

ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন, সে ব্যক্তিই হল মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজ্‌দী। এ ব্যক্তিই সর্ব প্রথম আরব জাহানে বা'য়াতে রাসূল (দঃ) ভঙ্গ করে নিজ নামানুসারে তারিকায়ে মুহাম্মদীয়া নামে ওহাবী আন্দোলন শুরু করে হাজার হাজার সুন্নী মুসলমানকে বিনা দোষে হত্যা করে মক্কা ও মদীনা শরীফ দখল করে এবং অগণিত বিখ্যাত সাহাবীর মাজার ধ্বংস করে দেয়। পরিশেষে রাসূলে পাক (দঃ)-এর রওজা মোবারক যখন তারা ভাঙ্গতে যায় তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে ফেরেশতারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। তারপর হতে আর কখনো ওহাবীরা নবী (দঃ)-এর রওজা শরীফ ভাঙ্গতে যায়নি। কিন্তু তারা তাদের বই পুস্তকে নবীর রওজা শরীফকে বড় ভূত বলে লিখেছে এবং তাঁরা রাওজা পাকের সাথে অহরহ বেয়াদবী করেছে। এই মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের আক্বিদার প্রভাবে ভারতের সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল দেহলভী তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া (অর্থাৎ আওর মুহাম্মদীয়া) নামে বা'য়াত প্রবর্তন করে এ উপমহাদেশে। আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) এরশাদ করেন:-

"ইয়াকুনু ফি আখেরীজ্‌ জামানে দাজ্জালুনা কাজ্জাবুনা ইয়াতুনাকুম মিনাল আহাদীছে বিমা লাম তাছমায়ু আনতুম ওয়ালা আবাউকুম ফাইয়্যাকুম ওয়া ইয়্যাহুম লাইউদিল্লু নাকুম ওয়া লা-ইউফ্‌ তিনুনাকুম।"

শেষ যামানায় আবির্ভাব ঘটবে কতিপয় দাজ্জাল (প্রতারক) ও কাজ্জাবের (মিথ্যাবাদী)। তারা তোমাদের কাছে (মিথ্যা) হাদীস সমূহ বর্ণনা করবে; যা কখনো তোমরাতো শোননি, তোমাদের বাপ-দাদারাও শোনেনি। অতএব তোমরা তাদের নিকট হতে সাবধান থাক এবং তাদেরকে তোমাদের নিকট হতে সাবধান থাকতে দিও (উভয় দলে যেন সংমিশ্রন না ঘটে)। তারা যেন তোমাদেরকে গুম্‌রাহ্‌ করতে না পারে এবং তোমাদেরকে আক্বায়েদের ব্যাপারে বিপাকে ও বিভ্রান্তিতে ফেলতে না পারে।"

নাজ্‌দীদের ইতিহাস এক জীবন্ত নিদর্শন। এ দলটিতে আছে মিথ্যা নবুয়্যতের দাবিদার, ভুরিভুরি রাসূল নিন্দা, অলিগণের নিন্দা, কোরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা প্রভৃতি। ধর্মের নামে তাদের পরিচয় দাজ্জাল– ঘোর প্রতারক, কাজ্জাব– ঘোর মিথ্যাবাদী।

CamScanner

বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর পুনরুজ্জীবন

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দল ও ফেরকা কর্তৃক বায়া'তে রাসূল (দঃ) ভঙ্গ হয়েছে। আবার এও দেখা গেছে যে, যুগে যুগে মোজাদ্দিদ ও উলামায়ে রাসেখীনের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাঁরা বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করে শত শহীদের সাওয়াবের হকদার হয়েছেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে খেলাফতের বায়াত প্রচলিত ছিল একারণে তাওবা, তাকওয়া প্রভৃতি বা'য়াত স্থগিত ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের পর খলীফাগণ ছিলেন ফাসেক। এর ফলে বা'য়াত অবলুপ্ত হয়ে যায়। ঐ সময়ে সুফিয়ায়ে কেরাম বা'য়াত আদান-প্রদান করতেন খেরকা আদান-প্রদানের মাধ্যমে। কিছুকাল পর খলীফা ও বাদশাগণ হতে বায়া'তের প্রচলন উঠে যায়। এ সময়ে সুফিয়ায়ে কেরাম বা'য়াতে রাসূল (দঃ) জারী করে একশত শহীদের সওয়াব হাসিল করলেন।

আল্লাহ্‌র হাবীব (দঃ) এরশাদ করেন :-

"মান তামাস সাকা বিসুন্নাতী ইন্‌দা ফাসাদা উম্মাতী ফালাহু আজরু মিয়াতী শহিদীন।"

—"আমার উম্মতের ফাসাদের কালে যে আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে (তাকে আমলের দ্বারা জারী রাখবে) তার জন্য রয়েছে একশত শহীদের সওয়াব।"

তিনি আরও এরশাদ করেন:-

"মান আহ্‌ইয়া সুন্নাতী মিন সুন্নাতী কাদ উমিতাত্‌ বা'য়াদী ফাইন্নাল্লাহু মিন আজরে মিছলা জু'রীন, মান আমেলা বিহা মিন গাইরী আন বায়াদী মিন উজুরীহিম শাইয়া।"

—"যে আমার পর আমার সুন্নাত সমূহের কোন একটিকে জিন্দা করবে যাকে মুরদা করে দেয়া হয়েছে, তার জন্য রয়েছে ঐ সমপরিমাণ সওয়াব, যারা ঐ সুন্নাতের উপর আমল করবে অথচ তার সওয়াব হতে লেশমাত্রও সাওয়াব কম করা হবে না।"

বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করার অগ্রপথিক হলেন সাইয়্যেদুত তায়েফা হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রাঃ)।

CamScanner

সুন্নাতে মুতাওয়ারিসার উপর আমল ওয়াজিব

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ছিলেন আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহ্র খলীফা। তাঁর দায়িত্ব দুই প্রকার– প্রথমত, আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহ্র খেলাফত কায়েম করা ও পরিচালনা করা। এর বিধি-বিধান সবই তিনি লাভ করেছেন কোরআন ও হেকমতের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, উম্মতকে কোরআন ও হিকমত তা'লিম দেয়া এবং তাদের জাহের ও বাতেনকে পরিশুদ্ধ করা। তারপর তাঁর প্রথম দায়িত্ব বর্তায় খোলাফায়ে রাশেদীনের উপর এবং দ্বিতীয় দায়িত্ব বর্তায় ওলামায়ে রাসেখীনের উপর। উভয় প্রকার দায়িত্ব পালনেই বায়া'তের রীতি চালু ছিল রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জামানায়।

খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে শুধু খেলাফতের বা'য়াত জারী ছিল এবং তাকওয়া বা তা'লিমের বা'য়াত অশান্তি উৎপাদনের আশঙ্কায় স্থগিত ছিল; কিন্তু বায়া'তের সুন্নাতকে জারী রাখা হয় খেরকা আদান-প্রদানের মাধ্যমে। যখন খেলাফতের বা'য়াত বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন পুনরায় তাকওয়া বা তা'লিমের বা'য়াত সাবেক রূপে প্রবর্তিত হয় উলামায়ে রাসেখীন কর্তৃক।

তা'লিমের বায়া'তের উপরও আমল ওয়াজিব। এর কারণ– বা'য়াত মূলতঃ সুন্নাত। সুন্নাতকে ছেড়ে দেয়া ইসলামে অবৈধ। আল্লাহ্র হাবিব (দঃ) এরশাদ করেনঃ-

"যে আমার সুন্নাতকে ত্যাগ করল সে আমার উম্মত নয়।"

তিনি আরো এরশাদ করেনঃ-

"যে আমার সুন্নাতকে ছেড়ে দিল সে আমার শাফায়াত হতে বঞ্চিত থাকবে।"

সুতরাং বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর সুন্নাতের উপর সাড়ে বারশত বৎসর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রচলন বিদ্যমান ছিল; শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর কিতাব 'আল্ কাউলুল জামীল'-এ উল্লেখ করেছেন। তাই উক্ত আমল সাওয়াদুল আজম ও তাওয়ারুসূল মুসলেমীনের অন্তর্ভূক্ত বিধায় তার উপর

CamScanner

আমল করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেনঃ-

"ইয়াত্তাবেউ ছাওয়াদাল আজমি ফা ইন্নাহু মান সাজ্জা সুজ্জা ফিন্নার।"

—"(মুসলমানগণ) তোমরা সাওয়াদুল আজম (বৃহত্তম দল)-এর অনুসরণ কর। কেননা যে সাওয়াদুল আজম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, ঐ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ই সে জাহান্নামে লিপ্ত হবে।"

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী মেশ্কাতের টীকা শরাহ্ মেরকাতে সাওয়াদুল আজমের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ-

(মা আলাইহে আক্ছারুল মুসলেমীনা) দীনি ব্যাপারে যে বিষয়ে অধিকাংশ মুসলমান একমত, তারাই সুন্নী জামায়াত এবং সুন্নী জামায়াতের বা'য়াতই হল বায়া'তে রাসূল (দঃ)। বায়া'তের সুন্নাত সব যুগেই চালু ছিল, কিন্তু খেলাফতের প্রশ্নে জটিলতা দেখাদেবে বিধায় তার রীতিটা চালু রাখা হয় খেরকা আদান প্রদানের মাধ্যমে। যখন খেলাফতের রীতি অবলুপ্ত হয়ে গেল, তখন তা'লিমের বা'য়াত সাবেক রীতিতে চালু হয়; কিন্তু সে সুন্নাত সর্বদাই জারী থাকে।

এখন সমস্যা হল বায়া'তের পদ নিয়ে। সুফিয়ায়ে কেরাম যে পদ বেঁধে দিয়েছেন তার ভিত্তি কোরআন ও হাদিস। ঐ পদ নিয়েই তারা এযাবৎ বায়া'তে রাসূল (দঃ) জারী রেখেছেন। এ পদের উপরও আমল ওয়াজিব। কেননা এটা সুন্নাতে মুতাওয়ারিসা। যে সুন্নাত তায়ারুসুল মুসলেমীন দ্বারা প্রমাণিত, তাই সুন্নাতে মুতাওয়ারিসা। তাওয়ারুস অর্থ– যা পুরুষানুক্রমে একমত হয়ে সকলেই পালন করে এসেছে। এটা তৃতীয় তবকার মুজতাহিদ মিশরবাসী আল্লামা যাইন-বিন-নুজাইম 'বাহরুর রায়েক' কিতাবে বাবুল ইদাইন-এর অধ্যায়ে লিখেছেন এবং তারই সমপর্যায়ের ইমাম মুহাম্মদ আলাউদ্দীন হাস্কাকী হানাফী মাযহাব-এর কিতাব 'আদ্ দুররুল মুখতার'-এ তাওয়ারুসুল মুসলেমীন দ্বারা যে ওয়াজিব প্রমাণ হয় তা তাঁরা লিখে গেছেন। এর দৃষ্টান্ত আইয়্যামে তাশ্রীকের তাকবীর। এটা প্রতি ফরজ নামাজের পর পড়া ওয়াজিব। কিন্তু তাকবীরে তাশরীক ঈদুল আয্হার নামাজে পড়া রাসূলুল্লাহ্

(দঃ)-এর জামানায় ছিলনা। কুরুনে সালাসায়ও (সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন এর যুগ) তা পড়া হত না। এটা পড়া শুরু হয়েছে উলামায়ে মুতায়াখ্খেরীনের জামানায়। সে হতে আজ পর্যন্ত মুসলমানগণ ঈদুল আয্হার পর আইয়্যামে তাশরীকের তাকবীর অতি যাওক, শাওকে পড়ে থাকেন। কাজেই বর্তমানে ঈদুল আয্হার নামাজের পর আইয়্যামে তাশরীকের তাকবীর পড়া তাওয়ারুসূল মুসলেমীন সুত্রে সুন্নাতে মুতাওয়ারিসায় পরিণত হয়েছে এবং তার উপরও আমল ওয়াজিব হয়ে গেছে। উপরোক্ত দলীল দ্বারা বর্তমান যুগে সমাজের মাঝে যে মিলাদ ও কিয়াম প্রচলিত আছে তা সুন্নাতে মুতাওয়ারিসা ও তাওয়ারুসুল মুসলেমীন-এর মাধ্যমে ওয়াজীবে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, মিলাদ ও কিয়াম ওয়াজিব, কেননা উক্ত মিলাদ ও কিয়াম প্রায় আটশত বৎসর যাবৎ অীধকাংশ মুসলমান আমল করে আসছেন।

ফোকাহায়ে কেরাম লিখেছেন– "ওয়াজিব তরক কবীরা গুনাহ্"। এর প্রমাণ 'তাহতাবী শরীফ'। কাজেই বর্তমানে যদি কেউ বায়া'তে রাসূল (দঃ)-কে বর্জন করে সে কবীরা গুনাহ্গার হবে।

শাফায়াতের মাসয়ালা বায়া'তে রাসূল (দঃ)-কে উঠিয়ে দেয়ার আরেকটি কারণ

মোহাম্মদ বিন আবুল ওহাব নজ্দী ও ইসমাইল দেহলভী এবং সৈয়দ আহমদ বেরলভী তাদের নিজেদের দল ছাড়া অপর সকল মুসলমানকে আবু জেহেলের ন্যায় মুশরিক বলে ই'তিকাদ রাখে। তাদের ই'তিকাদ এই– আল্লাহ্র অনুমতিতে শাফায়াত– শাফায়াতই নয়। তাদের মতে নবীজীর শাফায়াতে বিশ্বসীরা মুশরিক। এজন্য তারা তাদের বা'য়াত হতে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নামটি পর্যন্ত মুছে ফেলেছে। আর আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর শাফায়াত অস্বীকারকারী ফাসেক ও বিদ্আতী। কাজেই যারা আওর মুহাম্মাদীয়ার বা'য়াত দেবে

CamScanner

ও নেবে তারা সকলেই বিদ্‌য়াতী ও ফাসেক হয়ে যাবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– যারা সুন্নাত তরক করবে তারা তাঁর (দঃ) শাফায়াত হতে বঞ্চিত থাকবে। তাঁর উক্তি নিম্নরূপঃ-

"যে আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করবে, সে আমার শাফায়াত পাবে না।"

কাজেই প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত-এর অনুসরণ করা, বিদ্‌আতী ও জাহান্নামী দলগুলো হতে নিজেদেরকে রক্ষা করা, বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর লেওয়া-ই-হামদের নীচে অবস্থানের জন্য আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (দঃ)-এর দরবারে মুনাজাত করা।

এদেশে বর্তমান যুগে যিনি বায়া'তে রাসূল (দঃ) জিন্দা করলেন

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমত যে, এদেশে বায়া'তে রাসূল (দঃ) জিন্দা করেন আমার ওয়ালেদ-ই-মাজেদ এবং মুরশিদ কিব্‌লা ইমামে রাব্বানী কাইউমে জামান, খলীফাতুর রাসূল, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত আওলাদে রাসূল, মুফতীয়ে আজম, আল্লামা সৈয়দ আবু নসর মুহাম্মাদ আবেদ শাহ্‌ মোজাদ্দেদী আল্‌ মাদানী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) হতে গায়েবী ইশারা প্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং বায়া'তে রাসূল (দঃ) জারী করে এ বাংলার জমিনে চির শয়নে শায়িত মোজাদ্দিদ নগর (ধেরা), হাজীগঞ্জ, চাঁদপুরে। তিনি ছিলেন হিজরী পঞ্চদশ শতকের মোজাদ্দিদ। তিনি আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী দিশারী ও বায়া'তে রাসূল (দঃ) জিন্দাকারী। অবশেষে তিনি বায়া'তে রাসূল (দঃ)-কে জারী রাখার জন্য তাঁরই তৃতীয় সাহেবজাদা হযরতুল আল্লাম সৈয়দ বাহাদুর শাহ্‌ মোজাদ্দেদী আল্‌ আবেদী-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন।

CamScanner

বায়া'তে রাসূল (দঃ) সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর উক্তি ও প্রচারণা

মহান আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেনঃ-

"(হে আল্লাহ্) আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর।" এটা ঐ হেদায়েতের পথ যে পথে চলে গেছেন আম্বিয়া, সিদ্দীকান, শহীদান ও সালেহিন। এ পথের কাথাই আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেনঃ-

"ওয়া ইন্না হাজা ছিরাতীম মুস্তাকিমা ফাত্তাবিয়ুহু ওয়ালা তাত্তাবিউ সাবুলা ফাতাফার্‌রাকা বিকুম আন সাবিলীহী।"

—"এবং নিশ্চই এটাই আমার সরল পথ। সুতরাং, এ সরল পথ অনুসরণ করে চল এবং বিভিন্ন রাস্তার অনুসরণ করোনা তাহলে ঐ রাস্তাগুলো তাঁর রাস্তা থেকে তোমাদেরকে বিভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে।"

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সামদি (রাঃ) বলেছেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) মাটির উপর একটি সরল রেখা টেনে বললেন— এটা আল্লাহ্‌র রাস্তা অতঃপর তিনি এ সরল রেখা হতে দু'দিকে কয়েকটি রেখা টেনে বললেন— এ সমস্ত হল আয়াত বর্ণিত বিভিন্ন রাস্তা। প্রতিটি রাস্তার মাথায় একটি করে শয়তান রয়েছে। সে তার প্রতি ডাকছে।"

আল্লাহ্‌র রাস্তা হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের রাস্তা। আর অবশিষ্ট রাস্তা হল বাতিল, বাহত্তর বিদ্‌য়াতী ও জাহান্নামী দলগুলোর রাস্তা। প্রতিটি রাস্তার উপরই একটি শয়তান (দলপতি) রয়েছ, প্রত্যেক দলেই মাশায়েখ আছে, প্রত্যেক দলের অনুসারীরাই নিজ নিজ গুণকীর্তন করে লোকদেরকে নিজ দলে ভিড়ায়।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ছাড়া বাকি সব দলই বিদ্‌য়াতী ও জাহান্নামী। কোরআনের বা'য়াত হল বা'য়াত-ই-রাসূল (দঃ) একই রাস্তার একই বা'য়াত; দ্বিতীয় রাস্তাও নেই, দ্বিতীয় বা'য়াতও নেই।

CamScanner

বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর বিকল্প রাস্তাসমূহ

বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর বিকল্প বহু বা'য়াত প্রচলিত রয়েছে। এ সমস্ত বা'য়াতের মূলে কোন দলীল নেই। যেমনঃ-

১) **তারীকা-ই-আওর মুহাম্মদীয়া বা'য়াত**– এটা খারেজীদের বা'য়াত, সুন্নী জামাতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

২) **একদল বলে থাকেন**– "ইসলামই বায়া'তে রাসূল"। এটা তাদের কল্পনা মাত্র। এর মূলে কোন দলীল নেই।

৩) **কেউ কেউ বলে থাকেন**– "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-ই বায়'তে রাসূল"। এটাও নিছক কল্পনা মাত্র। এর মূলেও কোন দলিল নেই। ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি– কালেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ্ব। কলেমা ইসলামের মূল বুনিয়াদ। এটা আল্লাহ্ তায়ালার একাত্মবাদের সাক্ষ্য। যদি এ বুনিয়াদকে বা'য়াত নির্ধারিত করা হয়, তাহলে ইসলামের বুনিয়াদ হবে চারটি যা অসম্ভব। কাজেই কলেমাকে বায়া'তে রাসূল (দঃ) বলার অর্থ, সত্যের অপলাপ মাত্র এবং কুফর।

৪) **কেহ কেহ বলে থাকেন**– "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) পড়লেই বায়া'তে রাসূল (দঃ) হয়ে যায়।" এটা নবুয়াতের কলেমা। এটা যে বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর কোন দলীল নেই। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ বা শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়লেই বায়া'তে রাসূল (দঃ) হয়ে যায় এবং তা পড়িয়ে বহু পীর বা'য়াত গ্রহণ করে থাকেন। এটা পূর্ণ মাত্রায় ভ্রান্তি এবং আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর বিধান বিরোধী।

রাসূলে খোদা (দঃ) প্রথম আকাবা হতে বা'য়াত গ্রহণ শুরু করেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত বহু ক্ষেত্রে বহু বিষয়ে বা'য়াত গ্রহণ করিয়েছেন। তিনি কখনো ঐ দুই কলেমার একটি কলেমা দিয়েও বা'য়াত গ্রহণ করেন নি। তাঁর বা'য়াতের ইবারত সমূহ কোরআন এবং হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি ঈমানদার নর-নারীগণ হতে বা'য়াত গ্রহণ করতেন। ফতেহ্ মক্কার দিন অনেক নারীই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা দেখলেন যে,

CamScanner

পুরুষগণ তাঁর (দঃ) নিকট বা'য়াত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। তখন নারীগণ বা'য়াত হবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ওহী আসলো:-

"ইয়া আইয়্যু হান্নাবীয়্যু ইজাজ্বা-আকাল মু'মিনা-তু ইউবায়েউ'নাকা আলা আন্‌লা ইউশ্‌রিক্‌না বিল্লা-হি শাই আউওয়ালা-ইয়াছ রিক্বনা- ওয়ালা ইয়াযনী-না ওয়ালা ইয়াক্বতুল্‌না আউলা-দাহুন্না ওয়ালা ইয়া'তীনা বিবুহ্‌তা-নি'ই ইয়াফ্‌তারী-নাহু-বাইনা আইদী-হিন্না ওয়া আরজু লিহিন্না ওয়া লা-ইয়া'ছী নাক্বা-ফী মারূ-ফিন্ ফাবাই'হুন্না ওয়াছ্‌তাগফির লাহুনাল্লাহ্"।

—"হে (গায়েরের সংবাদদাতা) নবী! যখন মুসলমান মহিলাগণ আপনার নিকট বা'য়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসবে এবং আপনি এ সকল শর্তের উপর তাদের নিকট হতে বা'য়াত গ্রহণ করুন যে তারা আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না। তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না ও পদ সমূহের মধ্যবর্তী স্থান হতে অপবাদ রচনা করে আনবে না এবং শরীয়তের বিধিবদ্ধ কোন কাজে তারা আপনার নাফরমানী করবে না। তাহলে আপনি তাদের নিকট হতে বা'য়াত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফিরাত কামনা করুন।

উক্ত আয়াতে 'আল্-মু'মিনাত' শব্দ বর্তমান। কোন্ শর্তের উপর তাঁদের নিকট হতে বা'য়াত গৃহীত হবে তাও আয়াতে স্পষ্ট ভাবে বলা আছে। তাঁদের বেলাতো এমন কথা বলা হয়নি, তোমরা যখন সকলেই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ বলে ঈমান এনেছ তখন তা-ই বা'য়াত হয়ে গেল।

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, *"মা-আতাকুমুর রাসূলু ফাখুজুহু ওমা নাহাকুম আনহু ফান্‌তাহু" অর্থাৎ— "রাসূল যা তোমাদের জন্য এনেছেন তা গ্রহণ কর আর তিনি (দঃ) যা দেননি তা তোমরা বর্জন কর।"*

আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর হুকুমের পরিপন্থী করাই হল বিদ্‌আত্ বা ভ্রান্তি। এটা শরীয়ত নয় এবং তরীকতও মোটেই নয়। শরীয়ত হল মনিব আর তরীকত হল গোলাম। এটা হযরত মোজাদ্দিদে আল্-ফেসানী (রাঃ)-র কথা।

CamScanner

৫) আরও বলা হয়েথাকে, "কাদেরিয়া বা যে কোন তরীকায় বা'য়াত হলেই বায়া'তেরাসূল (দঃ) হয়ে যাই"। একথাটি দ্ব্যর্থবোধক। যদি কেউ সুন্নাতে মুতাওয়ারিসা হিসাবে বায়া'তে রাসূল (দঃ) গ্রহণের পর কাদেরিয়া হোক, চিশ্‌তিয়া হোক, নক্সবন্দীয়া হোক বা মোজাদ্দেদীয়া হোক যে কোন তরীকা অবলম্বন করে বলে যে, আমি বায়া'তে রাসূল (দঃ) হয়ে গেছি— তাহলে কোন কথা নেই; আর যদি কেউ পীরের নিকট বায়া'তে শেখ হয়ে বা অপর কোন পন্থা অবলম্বন করে কোন তরীকা অবলম্বনের পর আমল শুরু করে দেয়; আর বলে যে, "আমি বায়া'তে রাসূল (দঃ) হয়ে গেছি", তবে সে ভ্রান্ত এবং মিথ্যাবাদী। যার পরিণাম জাহান্নাম। বা'য়াত হল বায়া'তে রাসূল (দঃ) আর তরীকা হল আমলের পথ। তরীকা বা'য়াত নয়, বা'য়াতও তরীকা নয়। যদি কেউ বলে যে, "তরীকাই বায়াতে রাসূল (দঃ)"; তবে সে শরীয়তের অপব্যাখ্যাকারী যার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু নয়। আইম্মায়ে তরীকতগন সকলেই বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর সিলসিলাভুক্ত। আজ হতে প্রায় সাতশত বছর পূর্বেকার কথা। গাওসুজ জামান হযরত সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ বলগেরামী ক্বাদেরী (রাঃ) 'সাবয়া সানাবিল শরীফ' কিতাবে নিজেকে প্রশ্ন করেন এবং নিজেই তার উত্তর দেন।

* তিনি প্রশ্ন করেন-শরীয়ত কি?

উত্তরে তিনি বলেন— "রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এ অনুসরণের নাম হল শরীয়ত।"

* তিনি তারপর প্রশ্ন করেন— তরীকত কি?

উত্তরে তিনি বলেন— "রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট বা'য়াত সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার নাম তরীকত।" মানুষ যে পর্যন্ত বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এ প্রবেশ করবেনা সে পর্যন্ত তরীকতের মধ্যেই প্রবেশ করতে পারবেনা। সুতরাং, যারা বলেথাকে, তরীকতের নামে বা'য়াত হলেই বায়া'তে রাসূল (দঃ) হয়ে যায়, তাদের উক্ত কাথা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

CamScanner

৬) "রাদিতু বিল্লাহী রাব্বাওঁ ওয়া বিল ইস্‌লামি দ্বিনান ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলা।" কেউ কেউ বলে থাকেন এটা পড়লেই বায়া'তে রাসূল (দঃ) হয়ে যায়। এটাও তাদের নিছক ধারণা মাত্র। এর মূলে কোন দলিল নেই।

৭) কেউ কেউ বলে থাকেন, "প্রসিদ্ধ চার তরীকার নামে বা'য়াত নেওয়াই বায়া'তে রাসূল (দঃ)।" এটাও তাদের নিছক কল্পনা মাত্র। এর মূলেও কোন দলিল নেই।

উল্লেখিত বিকল্প বা'য়াতগুলি কোরআন ও হাদিসের পরিপন্থী। যা কোরআন ও হাদীসের খেলাফ, তা শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর বিকল্প হতে পারে না।

বায়া'তে রাসূল (দঃ) ও বিভিন্ন প্রকার বা'য়াতগুলির মূল কারণ কি?

উভয় প্রকার বায়া'তের মধ্যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় বুনিয়াদে। বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর বুনিয়াদ কেরাআন, হাদিস, ইজ্‌মা ও কিয়াস। অবশিষ্ট বা'য়াতগুলির বুনিয়াদ নিজস্ব অনুসৃত নীতি; অন্য কথায় বিতিল বাহাত্তুর দলের অনুসরণ ও অনুকরণ। বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর মূলে আছে ইতায়াতে রাসূল (দঃ) ও ইতায়াতে খোদা, ইত্তিবায়ে রাসূল (দঃ) ও ইত্তিবায়ে খোদা, মুহাব্বতে রাসূল ও মুহাব্বতে খোদা। এর পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন। এর এক জ্বলন্ত প্রমাণ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভীর 'আল্ কাউলুল জামীল'।

উল্লেখ্য যে, শরীয়ত ও মারেফত উভয়ই ইল্‌মের ব্যাপার এবং উভয় ইল্‌মের মূলেই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)। শরীয়তের ইল্‌মের বাহন হাদীস ও কোরআন, আর মারেফতের ইলমের বাহন তাঁর রূহ মোবারক হতে প্রবাহিত বাতেনী নূর।

CamScanner

যাদের মধ্যে কোরআন ও হাদীসের ইল্‌ম আছে তারা শরীয়তের ইমাম আর যাদের মধ্যে বাতিনী নূর আছে তরা মারেফতের ইমাম। কাজেই যাদের মধ্যে বায়া'তে রাসূল (দঃ) আছে তাদের মধ্যে নূর-ই-বাতেনও আছে; আর যাদের মধ্যে নেই তারা সুন্নী জামায়াতের হলেও নূর-ই-বাতেনের হতে শুন্য থাকবে; কোরআনের আয়াতই এর প্রমাণ। যারা বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর ভুক্ত হয়ে এর নিয়ম-কানুন পূর্ণরূপে পালন করে চলেছে তারা আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতের ভাগী হবে, তারা থাকবে আল্লাহ্‌র হেফাজতে দুনিয়ায়, কবরে, হাশরে এবং বেহেশ্‌তে। আর যারা তা ভঙ্গ করবে তারা বঞ্চিত হবে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত হতে। আর যারা বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর ব্যাপারে নিজেদেরকে আত্ম প্রবঞ্চিত করল, তাদের খবর একমাত্র আল্লাহ্‌ পাকই জানেন, হাশরে তাদের পরিণতি কি হবে।

বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর খলীফাগণের শর্তাবলী

বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর শর্তাবলী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত– এক, অতি উচ্চ স্তরের খলীফাগণের শর্তাবলী।

যেমন:-

১. মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌ হওয়া,
২. মুত্তাকী হওয়া,
৩. দুনিয়ামুখী নয় এবং আখেরাত মুখী হওয়া,
৪. নেক কাজের আদেশকারী হওয়া ও বদকাজ হতে নিষেধকারী হওয়া,
৫. ফানাহ্‌-ই-ক্বল্‌বীর অধিকারী হওয়া– সব সময় ক্বাল্‌ব আল্লাহ্‌র ধ্যান ও জিকিরে মশগুল থাকা এবং
৬. সুন্নী জামায়াতী হওয়া।

CamScanner

বর্তমান জামানায় মুরশিদ হওয়ার শর্তাবলী

বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর শর্তাবলী দুর্লভ। কাজেই শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেব (রঃ) বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুরশিদ হওয়ার জন্য নিম্নতম শর্তাবলী আরোপ করেছেন। বা'য়াতের উদ্দেশ্য হল মুরীদকে সৎকাজের আদেশ দেয়া ও বদ কাজ হতে নিষেধ করা, নূরে বাতেন লাভের পথ প্রশস্ত করা, বদ আমল ও বদভ্যাস পরিত্যাগ করা, নেক আমল ও নেক অভ্যাস গ্রহণ করা, মুরীদকে ঐ সমস্ত পালনের তাকিদ দেয়া কাজেই মুরশিদ আলেম না হলে মুরীদকে কি প্রকারে সে তালিম দেবে। তাই বার্তমান পরিস্থিতিতে বা'য়াত ও ইলমে বাতেনের প্রচলন জারী রাখবার জন্য ইল্মের নিম্নতম একটি মান স্থির করে দিয়েছেন এবং তা নিম্নরূপঃ-

* **প্রথম শর্তঃ** মুরশিদের মধ্যে কোরআন ও হাদীসের ইল্ম জরুরী। তবে এটা উচ্চতম পর্যায়ের ইল্ম নয়। কোরআনের বেলায় 'তাফসীরে মাদারেক' অথবা 'তাফসীরে জালালাইন' অথবা সমপর্যায়ের তাফসীরের কোন একটির সুষ্ঠু জ্ঞান থাকতে হবে। কোন মুহাক্কিক সুফাচ্ছিরের নিকট তাহ্কীক সহ তা অধ্যয়ন করতে হবে।

* **দ্বিতীয় শর্তঃ** হাদীস শরীফের বেলাই কোন একটি হাদীসের কিতাবের বিশেষ জ্ঞান রাখতে হবে; যেমন 'কিতাবুল মাসাবীহ' বা এর সমপর্যায়ের কোন একটি হাদীস গ্রন্থ বিজ্ঞ মুহাদ্দিসের নিকট অধ্যায়ন করতে হবে। হাদীসের উসুলের বিশেষ জ্ঞান রাখতে হবে।

* **তৃতীয় শর্তঃ** ফেকাহ্-এর মধ্যে 'শরহে বেকায়া' বা ঐ শ্রেণীর কোন একটি গ্রন্থের বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং তাহ্কীকসহ কোন যোগ্য আলেমের নিকট অধ্যয়ন করতে হবে।

* **চতুর্থ শর্তঃ** ন্যায় পরায়ণ ও তাক্ওয়ার অধিকারী হতে হবে। তাকে অবশই যাবতীয় কবিরা গুনাহ্ হতে এবং যাবতীয় গুনাহের উপর এস্রার করা হতে মুক্ত থাকতে হবে।

* **পঞ্চম শর্তঃ** তালেবে আখেরাত ও তারেকে দুনিয়া হতে হবে।

CamScanner

* **ষষ্ঠ শর্ত:** তাকে জিকির আজকারে অভ্যস্ত থাকতে হবে এবং যে কোন হক ও মকবুল তারীকতের অনুসারী হতে হবে।

* **সপ্তম শর্ত:** তাকে জিকির আজকারে তালিম দেয়ার যোগ্যতা ও শক্তি থাকতে হবে।

এসমস্ত শর্তের পরও পূর্ব শর্ত হল কোন হাক্কানি মুরশিদের নিকট হতে বায়া'তে রাসূল (দঃ) গ্রহণের অনুমতি নিতে হবে। উপরোক্ত শর্তাবলী যে মুরশিদের মধ্যে পাওয়া যাবে না, সে মুরশিদ হতে পারবে না। বর্তমান যুগে এ সকল শর্ত নিতান্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে। তাই আজকের যুগে অধিকাংশ পীরের মধ্যে উপরোক্ত শর্ত নেই বলেই বায়া'তে রাসূল (দঃ) হতে তাদের বিচ্যুতি ঘটেছে। এদের সাথে যুক্ত হয়েছে হিজরী দ্বাদশ শতকের নজ্‌দী ফেত্‌না, মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব ও ইসমাইল দেহলভীর মাধ্যমে। ইসমাইল দেহলভী নবীর আসনে আসীন করে দিল সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে। এর ফলে বায়া'তে রাসূল (দঃ) তলিয়ে গেল, তদস্থলে দ্বীন রূপে ভেসে উঠল নজ্‌দী ওহাবী ফেত্‌না। ফলে তরীকতের নামে চললো পীর-মুরীদির ব্যবসা, শাজ্‌রার হিড়িক, কেরামতের নামে জারিজুড়ি, ঈমানের ময়দানে কুফরের প্রলয় কান্ড, রাসূল (দঃ)-এর নামের পরিবর্তে পীরের নামে বা'য়াত, তাঁর (দঃ) হাতের পরিবর্তে পীরের হাতে বা'য়াত ও পাগড়ী ব্যবস্থা প্রভৃতি। তাঁর (দঃ) তাজীম ও মুহাব্বতের পরিবর্তে তাঁর তাওহীন ও হিংসা বিদ্বেষের আত্ম প্রকাশ।

শুধু তাই নয় শরীয়তের কোন তোয়াক্কা না করে হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকলেকেই মুরীদ করে থাকে। দেখা গেল মুরীদ হওয়ার পরও প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মের উপর ঠিকই আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে অধিকাংশ পীর-মুরীদি শরীয়তের একটি দাগাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা নিছক ব্যাবসা এবং দুনিয়া হাসিলের একটি ফন্দি মাত্র। আরো দেখা যায় যে, কোন কোন পীর নিজের ইচ্ছেমত মুরীদের বুকের উপর হাত রেখেই বলে দেয় যে, যাও তোমার আর কিছু লাগবে না, মুরীদ হয়ে গেছ। কেউবা একটি ফুঁ দিয়েই বলে মুরীদ হয়ে গেছ ইত্যাদি। আজ কোথাও দেখাযায় ঢোলের বাজার গরম, কোথাও বা কাওয়ালীর বাজার গরম, কোথাও বা গাঁজা ও আফিং-এর বাজার গরম,

CamScanner

কোথাওবা নাচ-গানের বাজার গরম, নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। উপরোক্ত কার্যকলাপ হতে শরীয়তে মুহাম্মদী (দঃ) বহুদূরে। এসমস্ত হল শরীয়তকে ধ্বংস করার প্রয়াস। তাদের নসীবে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই। একটু চিন্তা করে দেখুন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ, আউলিয়ায়ে কেরাম ও হাক্কানী বুজুর্গানে দ্বীন কিরূপ ছিলেন? তাঁরা কি সত্যি উপরোক্ত কাজগুলো সমর্থন করতেন? কখনো না। আজ এক শ্রেণীর ভন্ড পীরেরা মিথ্যা মিথ্যা অপবাদ তাঁদের উপর চাপিয়ে দেয়; তারা বলে থাকে অমুক ওলী আল্লাহ্ এ কাজ করতেন, অমুক সাহাবী এ কাজ করতেন অথবা স্বয়ং নবীও এ কাজের সমর্থন করতেন। এরূপ মিথ্যা কথা বলে বলে সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে পথ ভ্রষ্ট করা হচ্ছে। আল্লাহ্র লা'নত তাদের উপর। হে রাহমানুর রাহিম, তুমি সকল মুলমানদেরকে বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর পথে চলার তাওফীক ইনায়েত কর। -আমীন, সুম্মা আমীন।

বিদ্আত্ ও গুম্রাহ্

বিদ্আত্ অর্থ নতুন প্রবর্তিত বিধি–বিধান। বিদ্আত্ দুই প্রাকার- হাসানা ও সাইয়্যেয়াহ্। যে নতুন প্রবর্তিত বিধি বিধান আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাতের পরিপন্থী তা সাইয়্যেয়াহ্ বা মন্দ বিদ্আত্ এবং যা আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাতের নিয়ম কানুনানুযায়ী তা হাসানা বা উত্তম বিদ্আত্।

হযরত ইরবাস-বিন-সারিয়া (রাঃ) বলেন, "একদিন রাসূলে করমি (দঃ) আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন ও নামজ শেষে আমাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে এক মর্মস্পর্শী ওয়াজ করলেন। তাতে আমাদের নয়ন হতে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগলো ও অন্তর বিগলিত হয়ে গেল। এক ব্যাক্তি উঠে বলল এটা যেন তাঁর বিদায়ের ওয়াজ"।

আল্লাহ্র নবী (দঃ) বলেন, "আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহ্র তাক্ওয়া হসিল কর এবং ইমামের নির্দেশ শ্রবণ কর ও তা পালন কর যদিও তিনি একজন হাবসী গোলাম হন। আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা

CamScanner

বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই বহু ইখ্‌তিলাফ (মতানৈক্য) দেখতে পাবে। (ঐ ইখতিলাফ রাশি হতে বাঁচার একমাত্র উপায়) তোমাদের অবশ্য করণীয় হবে আমার সুন্নাতকে আর সার্বিক হেদায়েত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকাড়ে ধরা–ঐ সমস্তকে পেষন দন্ত সমূহ দ্বারা কামড়ে ধরে রাখা। সাবধান, তোমরা নিজেদের কে রক্ষা কর (দ্বীনি ব্যাপার) ঐ সমস্ত নতুন নতুন বিধি বিধানের প্রবর্তন হতে যা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী। কেননা কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী পবর্তিত বিধি বিধানই (মন্দ) বিদ্‌আত্‌ এবং প্রত্যেকটি (মন্দ) বিদ্‌আত্‌ই গুম্‌রাহী (যার পরিণাম জাহান্নাম)।"

—তিরমিজী, আবু দাউদ, আহমদ ইবনে মাজাহ্‌।

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ-

"লা ইউ'মেনু আহদুকুম হাত্‌তা ইয়াকুনু হাদাহু তাব্‌আন লাম্মা জি'তাবিহি।"

—"তোমাদের মধ্যে কেহই পূর্ণ ঈমানদার হবেনা যাবৎ যা আমি আনয়ন করেছি তার প্রবৃত্তি তার অনুগামী না হয়।"

মাহান আল্লাহ্‌ পাকের হাবীব (দঃ) আরো বলেনঃ-

"ওয়া মান ইব্‌তাদায়া বিদ্‌আতু দালালাতু লা ইরালাহাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু কানা আলাইহী মীন ইস্‌মি মিছলা আছাম মান আমিলা বিহা লা ইয়ানকুছু যালিকা মিন আওজারিহীম শাইয়া।"

—"এবং যে ব্যক্তি কোন গুম্‌রাহ্‌ বিদ্‌আত্‌ পবর্তন করবে যার উপর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (দঃ) রাজী নন, তার জন্য রয়েছে ঐ সকল লোকের পরিমাণ গুনাহ্‌ যারা এর আমল করেছে এবং এতে তাদের গুনাহের কোন অংশ হ্রাস করা হবে না।" – তিরমিজী ইবনে মাজাহ্‌।

এ হাদীস হতে প্রমাণিত হল যে, বিদ্‌আত্‌ দুই প্রকার, এক– গুম্‌রাহী বিদ্‌আত্‌, দুই হাসানা বিদ্‌আত্‌; যাতে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (দঃ)-এর সন্তুষ্টি বিদ্যমান।

CamScanner

তিনি আরো ইরশাদ করেনঃ-

"ইন্নাল্লাজিনা বাদায়া আজিবান ওয়া সায়াউদ কামা বাদায়া ফাতুবী লিল গুরাবায়ে ওয়া হুয়াল লাযিনা ইয়াফ্লিহুনা মা আফাদান্ নালু মিম্ বা'দী মিন সুন্নাতী।"

–"নিশ্চয়ই দ্বীন (ইসলাম) আরম্ভ হয়েছে গরীব অবস্থায় এবং শীঘ্রই তা সেরূপ হবে যেরূপ প্রথমে ছিল। কাজেই সুসুংবাদ (বেহেশ্ত) গরীবদের জন্যই। আর তারা হল ঐ সমস্ত লোক যারা আমার পরে লোকজন আমার যে সব সুন্নাতকে বিনষ্ট করে দিয়েছে উহাদের সংশোধন ও সংস্কার সাধন করে দিবে।"

বর্তমান বায়া'তের ক্ষেত্রে যে ফেতনার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিকার রায়েছে বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণের মাঝে।

শরীয়তের ইল্মকে র্নিবাসন দেয়ার কুফল

ইল্ম হল শরীয়তের মূল এবং তরীকতেরও মূল। এ ইল্মকে বর্তমানে র্নিবাসন দন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে, যার ফরে শরীয়তও ত্বরীকত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছ। গন্ডমূর্খ ভন্ডপীরের দল প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, পীর ও মুরীদের জন্য ইল্মের আবশ্যকতা নেই। ইল্ম তরীকতের পথে অন্তরায় স্বরূপ। যেখানে ইল্ম থাকে সেখানে তরীকত থাকে না। এটা মারাত্মক অপপ্রচার। এ ধারণা নিরসনের অস্ত্র হল বায়াতের রাসূল (দঃ) ও এর নিয়ামাবলী আর পূর্ব জামানার সুফিয়ায়ে কেরামের গ্রন্থাবলী। যেমন– "কুওয়াতুল কুলুব', 'আওয়ারেফ', 'এহ্ইয়া উল-উলুম', 'কিমিয়ায়ে সাআদাত', 'ফুতুহুল গায়েব', 'গুনিয়াতুত্ ত্বালেবীন', 'সাবয়া সানাবিল শরীফ', 'ইসলাহে মাশায়েখ' ইত্যাদি।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্তমানে অজ্ঞতার নাম হল মারেফাত ও তরীকত। ইত্যাকার ধরণা আল্লাহ্, রাসূল (দঃ) ও আউলিয়ায়ে কেরামের উপর এক বিরাট তোহমত।

CamScanner

'ত্বরীকতে মুহাম্মদী' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে- সূফীকুলের সর্দার ও ত্বরীকত পন্থীদের ইমাম হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রঃ)। তাঁর লকব হল 'সাইয়্যেদুত্ তায়েফা'– সূফীকুলের সর্দার। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি অভিজ্ঞ ওস্তাদের নিকট কোরআন অধ্যয়ন করেনি এবং অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসের নিকট হাদীসও অধ্যায়ন করেনি, তাসাওউফে তার কথা মেনে চলা যাবে না।" কেননা আমাদের এ ইল্ম (ইলম্-ই-মারেফত ও এর নিয়ম কানুন, বিধি-বিধান) কোরআন ও হাদীস দ্বারা বাঁধা। এ দু'য়ের বাইরে যা তা জানদেক (গুপ্ত কুফর)। তিনি আরো বলেছেন:-

"কুল্লা তারিকাতিন রাদ্দাত্তাহু শারিয়াতু ফাহুয়া জান্দিকাতা।"

–"যে তরিকত শরীয়তকে রদ করে দেয় তা জানদেক (গুপ্ত কুফর)।"

বর্তমানে দেখা যায় যে, যারা হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ্ উসুল, হিকমাত, বালাগাত, ফাসাহাত প্রভৃতি জরুরী ইলম্গুলি জানে না, এমনকি আরবী ভাষার আদৌ জ্ঞান রাখে না তারাই ইল্মে মারেফাতের কান্ডারী সেজে বসে আছে। কিন্তু শরীয়ত তা কবুল করে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে করীম (দঃ) বলেছেন:-

"মান কালা ফিল্ কুরআনে বেরায়েহী ফাল্ইয়াতা বাউয়াউ মাকায়াদাহু মিনান্নার।"

–যে ব্যক্তি নিজের রায় অনুসারে কোরআনের ব্যাখ্যা করবে, সে যেন দোযখে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" – তিরমিজী।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:-

"মান কালা ফিল্ কুরআনে বেরায়েহী ফায়াছাবা ফাকাদ আখতায়া।"

–"যে ব্যাক্তি নিজস্ব রায় অনুসারে কোরআনের ব্যাখ্যা করতে গেল, সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হলেও ভুল করেছে।" –তিরমিজী।

আর মিথ্যা হাদীস বর্ণনা কারীর পরিণতি কি হবে তা নিম্নের হাদীস খানি দ্বারা বুঝা যাবে:-

"ইত্তাকুল হাদিয়া আন্নী ইলা মা আলিমতুম ফামান কাজ্জাবা আলাইয়্যা মুতায়াম্মাদান ফাল্ইতা বাউয়াউ মাকাআদাহু মিনান্নার।"

CamScanner

–"আমার নিকট হতে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন কর। একমাত্র যা জান তাই বর্ণনা কর (বেশী কিছু বর্ণনা করো না)। যে স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, (হাদীস বানিয়ে বলবে) সে যেন নিজের (স্থায়ী) আবাস দোযখে বানিয়ে নেয়।"–তিরমিজী, ইবনে মাজাহ্।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে:-

"মান কালা ফিল কুরআনে বিগায়রী ইলমীন ফাল্ইতা বাউআউ মাকাআদাহু মিনান্নার।"

–"যে ব্যক্তি (তাফসীরের আবশ্যকীয়) ইলম্ ব্যতীত কোরআনের ব্যাখ্যা করবে তার কর্তব্য দোযখে যেন তার ঠিকানা বনিয়ে নেয়।"

কাজেই যারা কোরআন, হাদীস, ফেকাহ্, হিকমত, বালাগাত প্রভৃতি আবশ্যকীয় জ্ঞানে অধিকারী নয় তারা কোরআনের ব্যাখ্যায় লিপ্ত হওয়া ও লোকদেরকে রায় প্রদান করার অর্থ নিজেদের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নেয়া।

বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর খলীফাগণের শেষ আমল

খেলাফত সূত্রে যারা বায়া'তে রাসূল (দঃ) করে থাকেন, তাঁদের একটি বাঁধা আমল হল, মুরীদ ও মুরীদানকে বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এ শামিল করার পর তাঁরা সুন্নাতে মুতাওয়ারিসার চিরাচরিত নিয়মানুসারে আল্ কোরআনের এ দুইটি আয়াত পড়ে শুনিয়ে থাকেন:-

"ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াব্তাগু ইলাইহিল ওয়াসিলাতা ওয়া জাহেদু ফি সাবিলীহি লাআল্লাকুম তুফলিহুন।"

"ইন্নাল্লাজিনা ইউবায়েউনাকা ইন্নামা ইউবায়েউনাল্লাহা ইয়া দুল্লাহী ফাওকা আইদীহিম, ফামান নাকাসা ফাইন্নামা ইয়ান কুছু আলা নাফ্সী ওমান আওফা বিমা আহাদা আলাইহুল্লাহা ফাসাইউতিহী আজরান আজীমা।"

CamScanner

উপরোক্ত দুই আয়াত পাঠের উদ্দেশ্য হল– তালেবে খোদাকে স্মরন রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য ও রেজামন্দি লাভের শ্রেষ্ঠতম উসিলা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এবং তিনি যে উসিলা রূপে গৃহীত হবেন তার নিদর্শন হল বায়া'তে রাসূল (দঃ)।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সকল মুসলমানকে বায়া'তে রাসূল (দঃ) গ্রহণের তাওফীক ইনায়েত করুন। – আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন, বেহুরমাতে সাইয়্যিদিল মুরসালীন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমায়ীন বেরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

আউলিয়া আল্লাহ্র তাজীম ও তাকরীম সম্বন্ধে আল্লাহ্ তায়ালার ফরমান

বনি আদম প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত– কাফের ও মুসলমান। মুসলমানের মধ্যে মর্যাদায় সর্ব শ্রেষ্ঠ হলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, তারপর আওলিয়ায়ে কিরাম এবং তারপর সাধারণ মুসলমান। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং আউলিয়া কেরামের শান বর্ণনা করছেনঃ-

"আলা ইন্না আউলিয়াল্লাহি লা খাওফুন আলাইহীম ওয়া লাহুম ইয়াহ্জানুন। আল্লাজিনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। লাহুমুল বুশ্রা ফিল হায়াতিদ্দুনিয়া ওয়া ফিল আখেরাহ্, লা তাবদিলা লি কালিমাতিল্লাহ্ জালিকা হুয়াল ফাওজুল আজিম"

–"তোমরা স্মরণ রাখো এবং অবহিত হও– যাঁরা আল্লাহ্র বন্ধু তাঁদের কোন ভয় নেই। তাঁরা কোন শোকতাপও করবে না, ঐ সমস্ত লোক যাঁরা ঈমান আনয়ন করেছে এবং (ঈমান আনয়নের পর) সর্বপ্রকার পাপ ও নাফরমানী হতে নিজেদেরকে রক্ষা করেছে– তাঁদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ; পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে। আল্লাহ্র ওয়াদা সমূহ কোন পরিবর্তন নেই – এটাই মহান সফলতা।"

তাফসীর

তারাই আল্লাহ্‌র অলী যারা আল্লাহ্, রাসূল (দঃ) ও কোরআনের উপর ঈমান আনয়ন করেছে এবং পরে কুফর, শিরক ও যাবতীয় নাফরমানী কাজ হতে নিজদেরকে রক্ষা করেছে। কাজেই যে ব্যাক্তি পূর্ণরূপে মুত্তাকী হয়েছে সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র অলি হয়ে গেছে ফলে তাঁর কবর, হাশর, নশর, হিসাব, মীজান, সিরাত যত কিছু ভয়াবহ ঘটনা আছে সকল ক্ষেত্রেই ভয়াবহতা হতে নির্ভয় ও নিরাপদ থাকবে, কোন প্রকার ভয়াবহতা তাদেরকে স্পর্শ করবে না। এ দুনিয়াতে যে সম্পদ ও আত্মীয় স্বজন ফেলে এসেছে তাদের মঙ্গলামঙ্গলের কথা চিন্তা করেও তাঁকে শোক-তাপ করতে হবে না। কেননা আল্লাহ্‌র বন্ধুদের ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনের দেখাশোনার ভার স্বয়ং আল্লাহ্‌ই গ্রহণ করেছেন। এর বাস্তব নির্দশন হল– তাদের ধন-সম্পদের কোন অভাব হয় না বরং দিন দিন বাড়তে থাকে আর তাঁদের আওলাদ জাহেরী বাতেনী হেদায়েত দ্বারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের নাজাতের পথ দেখিয়ে চলতে থাকেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ এবং ইবনে আব্বাস সহ অনেক সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন–

"আউলিয়ায়ে আল্লাহিল্লাযিনা ইজা রুয়ুযা জুকিরাল্লাহ্।"

–"তাঁরাই ওলী আল্লাহ্ যাদেরকে দেখলে খোদার কথা স্মরণ হয়।"

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত:-

"কালা রাসূলাল্লাহী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামা ইন্না মিন ইবাদীল্লাহী ইবাদান ইয়াগবেতুহুমুল আম্বিয়ায়ু ওয়াশ্‌শুহাদায়ু ক্বীলা মান হুম ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌া লায়াল্লানা তুহিববুহুম কালা হুম কাওমা তাহাব্বু ফিল্লাহী মিনগাইরী আমওয়ালা ওয়া আন্‌সাবা ওয়াজ্‌হু হুম আলা মানাবেরে মিন নূরে লা খাফুনা ইযা খাফান নাসা ওয়ালা ইয়াহ্ জানুনা ইজা হাজিনান্নাসা ছুম্মা কারায়া (আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহ্ জানুন)।"

— "রাসূলে খোদা (দঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে এমন কিছু বান্দা আছে (তাদের উচ্চ মর্যাদা দর্শন) আম্বিয়া ও শহীদান তাদেরকে ইর্ষা করবেন। বলা হল- তারা কারা হে আল্লাহ্‌র রাসূল? সম্ভবতঃ আমরাও তাদেরকে মহব্বত করব। তিনি বললেন, তারা এমন একদল লোক যারা পরস্পর মহব্বত সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে; তাদের মধ্যে ছিলনা ধন–সম্পদের সম্পর্ক, না ছিল বংশের সম্পর্ক, তাদের মুখমন্ডলসমূহ দীপ্তমান এক বিশাল নূরের মিম্বরের উপর। লোকজন যখন আতংকিত থ াকবে তখন তারা আদৌ আতঙ্কগ্রস্থ হবে না এবং যাখন লোকজন শোক সনতপ্ত হবে তখন তারা সন্তপ্ত হবে না। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন আয়াতটি- তোমরা স্মরণ রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র অলিগণের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা শোকসন্তপ্ত হবেন না।"

আল্লাহ্‌র হাবীব (দঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ-

"মা ইয়াতাকাররাবু আবাদা ইলাইয়্যা বিমিছলী আদায়ি মাফ্‌তারাজাত আলাইহি ওয়া ইয়াজালু ইয়াতাকাররাবু ইলাইয়্যা বিন নাওয়াফিলি হাত্‌তা আহিব্‌বুহু ফা ইযা আহ্‌বাবতু কুন্‌তু লাহু সামআন ওয়া বাছারান ওয়া লিসানান ওয়া ক্বালবান ওয়া ইয়াদান ওয়া রিজ্‌লান বী ইয়াসমায়ূবিহি ওয়া ইয়াবছারুবিহি ইয়ান্‌তাকু ওয়া ইয়ামশী।"

— "আমার কোন বান্দা ফরজ সমূহ আদায় করার পর আমার নিকট নৈকট্য হাসিল করে অন্য কিছুই করে না; কিন্তু নফল আদায়ের মাধ্যমে আমি তাকে বন্ধু বানিয়ে নেই। যখন আমি তাকে বন্ধু বানিয়ে নেই তখন আমি তার কর্ণ, চোখ ও জিহ্বা, দীল, হাত ও পা হয়ে যাই। সে আমার শাক্তি দ্বারা শুনে, দেখে, কথা বলে ও চলতে পারে। অর্থাৎ তার সর্বাঙ্গে খোদার শক্তি সরাসরি কাজ করে, তখন সে বান্দা আর গাইরুল্লাহ্‌র পর্যায়ে থাকে না, ওলী আল্লাহ্‌ হয়ে যায়। যখন এ পর্যাযে পৌঁছে যায়, তখান আল্লাহ্‌ তায়ালা সাধারণ মানুষকে সাবধান করে দেন, যাতে তাঁর বন্ধুর সাথে কোন অবস্থায় কোন ব্যক্তি যেন খারাপ আচরণের মাধ্যমে

CamScanner

তাঁকে কষ্ট না দেয়।" যদি এরূপ করে তবে পরিণতি কি হবে তাও তিনি ও হাদীসে কুদসীর মাধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন:-

"মান আদালী ওয়ালীয়্যান ফাক্বদ আদান্‌তুহু বিল হর্‌ব।"

— "যে ব্যক্তি আমার জন্য আমার অলিকে কোন কারণে কোন বিষয়ে দুঃখ দেয়, সে যেন আমর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।"

পীর ও মুর্শিদের আদব

পীর দুই প্রকার— নাকেস ও কামেল। হযরত মোজাদ্দিদে আল্-ফেসানী (রাঃ) লিখেছেন, "নাকেস পীর ধরা নিষিদ্ধ। এতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই বরবাদ।" যারা বায়া'তে রাসূল (দঃ) সুত্রে খলীফতুর রাসূল (দঃ) হিসাবে পীর বলে মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁদের সঙ্গ ও সহচর্য এক অমূল্য সম্পদ। তাই মাওলানা রুমী বলেছেন–

"এক জামানা ছোহ্‌বতে বা আউলিয়া +
বেহ্‌তেরাস্ত ছাদ্ সালে তায়াতে বেরিয়া।"

— আওলিয়া-ই-কেরামের কিছু কালের সঙ্গ
একশত বৎসর খাঁটি ইবাদত অপেক্ষাও উত্তম।

হযরত মুজাদ্দিদে আল্-ফেসানী (রাঃ) মঙ্গলকোট নিবাসী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ (রাঃ)-এর নিকট পীরের দরবারের আদব স্মবন্ধে যে মাকতুব (চিঠি) লিখেছেন তার সারমর্ম এখানে লিপিবদ্ধ করা হল। পীরেরর দরবারে যাবতীয় আদব বজায় রাখা মুরীদানের উপর ওয়াজিব, অন্যথায় উরুজে রূহানী (রূহানী উন্নতি) সম্ভব নয়।

তিনি লিখেছেন— "কামেল পীর পরশমণি তুল্য।" মুরীদকে মনে করতে হবে যে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পন করতে হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, পীরের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উপরই নির্ভর করে মুরীদের

CamScanner

মঙ্গল ও অমঙ্গল। পীর যেমন আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত তেমনি তাঁর মুরীদকেও সে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নিজেকে আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর পথে চালিত করতে হলে পীরের অনুসরণ কারতে হবে, আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী জীবনকে চালিত করাই ইল্‌মে মারেফাতের লক্ষ্য। প্রথম হতে যদি এ নীতি অনুসরণ করা হয় তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর ইচ্ছা মোতাবেক আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর রঙ্গে রঞ্জিত করতে হলে এটাই একমাত্র পথ, অন্যথায় কোন ফল লাভ হবে না।

নিম্নে কয়েকটি আদবের কথা উল্লেখ করা হলঃ-

১) স্বীয় পীর ব্যতীত অন্য কারো প্রতি লক্ষ্য করবে না।

২) পীর উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ব্যাতীত নফল ইবাদত ও জিকির আজকারে লিপ্ত হবে না।

৩) পীরের সম্মুখে অন্য কারো প্রতি মনোযোগী হবে না, পূর্ণরূপে পীরের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, এমনকি জিকিরও করবে না; কিন্তু তিনি আদেশ দিলে তৎক্ষণাৎ সেদিকে মনোযোগী হবে।

৪) কখনো এরূপস্থানে দাঁড়ানো উচিত নয় যাতে পীরের ছায়া মুরীদের উপর বা মুরীদের ছায়া পীরের উপর পতিত হয়।

৫) পীরের জায়নামাযের উপর কখনো পা রাখবে না; এমনকি ঐ স্থানে কখনো দাঁড়াবে না।

৬) পীরের বিশিষ্ট কোন ভান্ড বা পাত্র ব্যবহার করবে না।

৭) পীরের সামনে তাঁর বিনা অনুমতিতে পানাহার করবে না।

৮) পীরের সামনে অন্য কারো সাথে কথা বার্তা বলবে না; এমনকি কারো প্রতি লক্ষ পর্যন্ত করবে না।

৯) পীরের অনুপস্থিতিতে তিনি যে দিকে আছেন সেদিকে পা প্রসারিত করবে না এবং সেদিকে কফ, থুতু ইত্যাদি নেক্ষেপ করবে না।

CamScanner

১০) পীর যে কাজ করবেন তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভুল বলে মনে হলেও তাঁর কার্যকে ঠিক বলে মানতে হবে। কারণ তিনি তা আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করে থাকেন, তাতে কারো কিছু বলার নেই।

১১) ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় বিষয়ে পীরের আদর্শের অনুকরণ করবে।

১২) তিনি যেভাবে নামাজ পড়েন এবং যেভাবে পড়তে বলেন ঠিক সেভাবেই নামাজ পড়া উচিৎ।

১৩) তাঁর কার্যকলাপ দেখে মাসয়ালা মাসায়েল শিখতে হবে।

১৪) তাঁর কার্যকলাপ বা গতিবিধির প্রতি কোনরূপ সন্দেহ বা সমালোচনা করবে না; যদিও তা অতিসামন্য বিষয়ে হয়।

১৫) কখনো পীরের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করবে না, যেহেতু সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বদ্‌বখত সে ব্যক্তি যে ওলী আল্লাহ্‌র ত্রুটি অন্বেষণ করে।

১৬) নিজের কারামত বা অলৌকিক ক্ষমতা থাকলেও স্বীয় পীরের সম্মুখে কখনো তা প্রদর্শন করবে না।

১৭) নিজের পীরের নিকট কখনো কোন কারামত দেখতে চাবে না; যেহেতু কোন মুমিন কখনো কোন পীরের নিকট কারামত দেখতে চায় নি।

১৮) পীরের প্রতি যদি কখনো কোন বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাবে অবিলম্বে তা তাঁর নিকট খুলে বলবে, তাহলে তিনি তার সমাধান করে মনের সন্দেহ দূর করবেন।

১৯) নিজের কাশ্‌ফ মুকাশাফার উপর কখনো নির্ভর করবে না; অন্যথায় বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।

২০) পীরের আদেশ ব্যাতীত তাঁর নিকট হতে অন্যত্র যাবে না।

২১) বিনা প্রয়োজনে পীরের নিকট হতে বিদায় চেয়ে নেবে না।

CamScanner

২২) পীরের কণ্ঠস্বরের উপর কখনো নিজের কণ্ঠস্বর উচ্চতর করা উচিত নয়।

২৩) পীরের সাথে উচ্চঃস্বরে কথা বলা উচিৎ নয়; এটা নিতান্তই বেআদবী।

২৪) পীর যে নির্দেশ দেন তাৎক্ষনিক তা পালন করবে।

উপরোক্ত নসিহতগুলো প্রত্যেক বায়া'তে রাসূল (দঃ) গ্রহণকারীর আমল করা একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় রূহানী ফয়েজ পাবে না।

জিকিরের ফজীলত

জিকির অর্থ স্মরণ করা। তা দুই প্রকার– মৌখিক ও আন্তরিক। আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য ও রেজামন্দি লাভের পথ হল তাঁর জিকির। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন:-

"ফাজকুরুনী আজকুরকুম ওয়াশ কুরুলী ওয়ালা তাকফুরুন।"

— "অতঃপর তোমরা আমার স্মরণ কর (ইবাদত দ্বারা) আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব (মাগফিরাত দ্বারা এবং আমার নিয়ামত রাশির) শোকর আদায় কর (আমার নির্দেশাবলী পালন দ্বারা) এবং তোমরা (পাপ কাজ দ্বারা) আমার নিয়ামত রাশির অকৃতজ্ঞতা করোনা।"

এখানে জিকিরের মর্ম নামাজ, তাস্বীহ, তাহ্লীল প্রভৃতি। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে স্মরণ করা অর্থ— তিনি আমাদেরকে স্মরণ করেন এবং জিকিরের প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

হযরত ইবনে উয়াইনিয়া বলেন, "আমার নিকট হাদীসে কুদসীর একটি বর্ণনা পৌঁছেছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন– আমি বান্দদেরকে এমন এক বস্তু দান করেছি যদি তা জিব্রাঈল ও মীকাঈলকে দিতাম তাহলে তাদের কে একটি পূর্ণ নিয়ামতই দান করতাম। আর তা হল (ফাজকুরুনী আজকুরকুম) আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব।"

CamScanner

"আন আবি হুরায়রাতা (রাঃ) ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লামা ইয়াকুলুল্লাহু তায়ালা আলা ইন্‌দা জান্না আবেদী বা ওয়াআনা মা'য়াহু ইযা যাকারানী ফাইন যাকারানী ফি নাফ্‌সী হী যাক্বারাতুহু ফি নাফ্‌সি ওয়াইন যাকারানী ফি মালায়ি যাকারাতা হু ফি মালায়ি খায়রা মিন্‌হুম।"

— "হযরত আবু হোরায়রা (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ করেন– আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, আমি আমার বান্দাদের নিকট বিরাজমান। সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গে থাকি, যখন সে নিজে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে একাই স্মরণ করি, আর যদি সে কোন মজলিসে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে স্মরণ করি তাদের চাইতে উত্তম মজলিসে (মুকার্‌রাবীন ফেরেস্তাগণের মজলিসে)।"

দিলের মণি কোঠা হল শান্তির জায়গা। যদি দিলে শান্তি থাকে সব কিছুই শান্তিতে থাকে আর দিল অশান্ত থাকলে সব কিছু অশান্ত বলে মনে হয়। দিলের শান্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ হল জিকিরে খোদা। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন– *"আলা বি যিক্‌রিল্লাহি তাত্বমাইন্নালকুলুব।"*

— "তোমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কর হৃদয় সমূহ প্রশান্তিতে থাকে আল্লাহ্‌র জিকির দ্বারা।"

আল্লাহ্‌র জিকির প্রশান্ত হয় বান্দার জাহের ও বাতেন, প্রশস্ত হয় দুনিয়া ও আখেরাত। আল্লাহ্ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন– "তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর যাতে সফলতা অর্জন করতে পার।"

'তাফসীরে রূহুল বয়ান'-এ বর্ণিত আছে যে হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আরজ করলেন যে, হে আল্লাহ্ আমি জানতে চাই আপনি কেন জিন ও ইনসান সৃষ্টি করলেন। তিনি ইরশাদ কররেন:-

"ইন্নী কুনতু কান্‌জান মাখ্‌ ফীয়ান ফায়াহ্‌বাবতু আন আরেফা ফাখালাক্‌তু খাল্‌কা লিআন উরাফা।"

CamScanner

— "আমি ছিলাম গুপ্ত কোষাগার (আমার নাম সমূহ ও সিফাতের মহিমা অপ্রকাশিত ছিল) কাজেই আমর মুহুব্বাতের অনুপ্রেরণা হল যে, আমি মাখ্লুক সৃষ্টি করি, অতঃপর (আমার নাম সমূহ ও সিফাতের মহিমা প্রকাশের জন্য) সৃষ্টি করলাম মাখ্লুক যেন পরিব্যপ্ত হয়ে পড়ে আমার মহিমা।"

আল্লাহ্ তায়ালার এ বাণীরই প্রতিধ্বনি:-

"ওয়ামা খালাক্তুল জিন্না ওয়াল ইন্সানা ইল্লা লিয়া'বুদুন।"

—"আমি জিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"

'তাফসীরে ইবনে কাছীর'-এ আছে:-

"ইন্নামা খালাক্তুহুম লি আমরাহুম লিইবাদাতী লা লিইহ্তে ইয়াজী ইলাইহিম"

— "আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এজন্য যে, তাদেরকে আমার ইবাদতের জন্য আদেশ দেব, তাদের সৃষ্টিতে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।"

আল্লাহ্ জিন ও ইনসানের সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন না, এখনও নন এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। অনুরূপভাবে তিনি তাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। ইবাদতের দ্বারা তারাই উপকৃত হবে। তারা সে ইবাদত দ্বারা নিজদেরকে চিনবে; আর চিনবে তাদের প্রতিপালককে। তারা তাঁর নাম ও গুণাবলীর মহিমা দ্বারা তাঁর জাতের পরিচয় লাভ করবে ও নিজেদের সৃষ্টিকে সার্থক করে জান্নাতের অধিকারী হবে। লাভ করবে রিদওয়ান ও দীদারে খোদা। এ উন্নত জীবন লাভের উপায় হল জিকির আজকারের পথ। তাই বায়া'তে (দঃ) গ্রহণকারীদের জন্য তরিকায়ে নক্সবন্দিয়া মোজাদ্দেদীয়ার নিয়ম অনুযায়ী কিছু অজিফা দেয়া হল:-

দুরুদে তাজ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ছাহিবিত্ তাজি ওয়াল্-মি'রাজি ওয়াল্-বুরাকি ওয়াল্-আ'লাম্; দাফিইল্-বালাই ওয়াল্ ওয়াবা-ই ওয়াল্-কাহ্তি ওয়াল-মারাদ্বি ওয়াল্-আলাম। ইস্মুহুমাক্তূবুম মার্ফুউম মাশ্ফূউন মান্কুশুন ফিল্-লাওহি ওয়াল্-কালাম; সায়্যিদিল-আ'রবি ওয়াল্-আযাম; জিসমুহু মাকাদ্দাসুম মুআ'ত্ত্বারুম মুত্বাহ্হারুম মুনাও্-ওয়ারুন ফিল্-বাইতি ওয়াল্ হারাম; শামসিদ্বদ্বুহা বাদ্রিদ-দুজা ছাদরিল-উলা নূরিল-হুদা কাহ্ফিল ওয়ারা মিছ্বাহিয্-যুলাম; জামীলিশ্শিয়ামি শাফীইল্-উমামি ছাহিবিল্-জুদি ওয়াল্ কারম্, ওয়াল্লাহু আ'ছিমুহু ওয়া জিবরীলু খাদিমুহু ওয়াল্-বুরাকু মারকাবুহু ওয়াল্-মি'রাজু সাফারুহু ওয়া সিদরাতুল্-মুন্তাহা মাকামুহু ওয়া কাবা কাওসাইনি মাত্বলুবুহু; ওয়াল্-মাত্বলুবু মাক্বছুদুহু ওয়াল্-মাক্বছুদু মাওজুদুহ। সায়্যিদিল মুরসালীন খাতামিন্-নাবিয়্যীনা শাফীউ'ল-মুযনাবীনা; আনীসিল্-গারীবীনা রাহ্মাতাল্ লিল্ আ'লামীন; রাহাতিল-আ'শিকীনা মুরাদিল-মুশ্তাকীনা শাম্সিল আ'রেফীনা সিরাজিস-সালিকীনা মিছবাহিল-মুকার্রাবীনা মুহিব্বিল্-ফুকারা-ই ওয়াল্-মাসাকীন; সায়্যিদিস-সাক্বলাইনি নাবিয়্যিল-হারামাইনি ইমামিল্-কিব্লাতাইনি ওয়াসীলাতিনা ফিদ্-দারাইনি ছাহিবি কাবা কাওসায়নি মাহবুবি রাব্বিল মাশরিকায়নি ওয়াল মাগরিবায়ইনি জাদ্দিল-হাসানি ওয়াল হুসাইনি মাওলানা ওয়া মাওলাস্-সাকালাইনি আবিল কাসিমি মুহাম্মাদিব্নি আব্দুল্লাহি নূরিম্ মিন নূরিল্লাহ্; ইয়া আয়্যুহাল্-মুশতাকূনা বিনূরি জামালিহী। ছাল্লু আ'লাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ ۔ دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحَطِ وَالْمَرَضِ وَالاَ لَمِ اِسْمُهُ مَكْتُوْبٌ مَرْفُوْعٌ مَشْفُوْعٌ مَنْقُوْشٌ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ جِسْمُهُ مُقَدَّسٌ مُعَطَّرٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ فِيالْبَيْتِ وَالْحَرَمِ شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ

CamScanner

الظُّلَمِ جَمِيْلِالشِّيَمِ شَفِيْعِ الْاُمَمِ صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاللهُ عَاصِمُهُ وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهُ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهُ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهُ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهُ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنَبِيْنَ اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ رَاحَةً الْعَاشِقِيْنَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلٰى الثَّقَلَيْنِ اَبِى الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ نُوْرٍ مِنْنُوْرِ اللهِ يَا اَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ـ

এই দুরূদের মর্যাদা ও মহত্ব অনেক বেশী, এই দুরূদ শরীফ প্রত্যহ ফজরের নামাজের পর সাতবার করে পড়লে আশাতীত প্রচুর রিজিক পাওয়া যাবে। ফজরের নামাযের পরে সাত বার, আসরের নামাযের পরে তিন বার ও এশার নামাযের পর তিন বার এই দুরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ্‌র দরবারে যে কোন প্রার্থনা করলে তিনি তা কবুল করবেন।

দুরুদে তুনাজ্জিনা

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়া আলা আলি ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ছালাতান্ তুনাজ্জিনা বিহা মিন্ জামীইল্-আহ্ওয়ালি ওয়াল আফাতি ওয়া তাক্দী লানা বিহা জামীইল্ হাজাত। ওয়া তুত্বাহ্ হিরুনা বিহা মিন্ জামীইস্-

সায়্যিআত। ওয়া তার্ফাউনা বিহা ইন্দাকা আ'লাদ্-দারাজত। ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আক্ছাল্-গায়াতি ফী জামীইল্ খায়্রাতি ফিল্-হায়াতি ওয়া বা'দাল্ মামাত। ইন্নাকা আলা কুল্লি শায়্ইন্ কাদীর। বিরাহ্মাতিকা ইয়া আর্হামার রাহিমীন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ فِىْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ - اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٍ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

কঠিন বালা মসিবত হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই দুরূদ শরীফ পড়া হয় বলে ইহাকে তুনাজ্জিনা বলা হয়।

দুরুদে ফুতুহাত

আল্লাহুম্মা ছাল্লি ওয়া সাল্লিম্ আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন বি'আদাদি আনওয়াই'র-রিয্কি ওয়াল ফুতূহাতি ইয়া বাসিতুল্লাযী ইয়াব্ সুতুর-রিয্কা লিমাঁইয়্যাশাউ বিগাইরি হিসাব। উব্সুত্ আলাইনা রিয্কা ওয়াসিয়াম্ মিন কুল্লি জিহাতিন্ মিন্ খাযায়িনি গাইবিকা বিগাইরি মান্নাতি মাখ্লুকিন্ বিমাহ্দি ফাদ্লিকা ওয়া কারামিকা বিগাইরি হিসাব।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اَنْوَاعِ الرِّزْقِ وَالْفُتُوْحَاتِ يَابَاسِطُ الَّذِيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ - اُبْسُطْ عَلَيْنَا رِزْقًاوَاسِعًا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِّنْ خَزَائِنِ غَيْبِكَ بِغَيْرِ مَنَّةٍ مَخْلُوْقٍ بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَكَرَمِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

ফযীলত: এই দুরূদ শরীফকে দুরূদে ফুতুহাত বলার কারণ এই যে, ইহার দ্বারা মানুষের বিভিন্ন রকম উন্নতি লাভ হয়। 'ফুতুহাত' শব্দের অর্থ হইল, একাধিক জয়, উন্নতি সমূহ, কল্যাণাদী ইত্যাদি।

ইহা নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ পাঠ করলে সাংসারিক জীবনে বিশেষ উন্নতি ঘটে। প্রত্যেহ এই দুরূদ একুশ বার করে একাধারে সাতদিন পাঠ করলে রুজী রোজগারে অভাবনীয় রূপে বরকত হতে থাকবে।

দুরুদে নারীয়াহ্

আল্লাহুম্মা ছাল্লি ছালাতান কা'মিলাতান্, ওয়া সাল্লিম সালামান তাম্মান আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদি-নিল্লাজী তান্হাল্লু বিহিল্-উ'ক্বাদু ওয়া তানফারিজু বিহিল-কুরাবু ওয়া তুক্দা বিহিল্-হাওয়া-ইজু ওয়া তুনালু বিহির-রাগা-ইবু ওয়া হুস্নুল-খাওয়াতিমি ওয়া ইয়ুস্তাস্কাল-গামামু বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া আলা আলিহী ওয়া ছাহ্বিহী ফী কুল্লি লাম্হাতীন ওয়া নাফসীন বিআদাদি কুল্লি মা'লু-মিল্লাক।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلٰوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِالْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَي الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ -

ফযীলত: এই দুরূদ কাজায়ে হাজাত, দফে বলিইয়াত, শেফায়ে আম্রাজ, মসিবত ও অভাব দূরিকরণ, রিযিক বৃদ্ধি, দোয়া কবুল ও সকল সমস্যা সমাধানের জন্য পরীক্ষিত। ইহার খতম- ৪৪৪৪ যা যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য খুবই পরীক্ষিত।

CamScanner

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর অজিফা

অজিফা ১: ফজরের নামাজ আদায় করে দুরূদ শরীফ—"*আল্লাহুম্মা সাল্লি ছালাতান কামিলাতান ও সালামান তা'ম্মান আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবীয়িনা ওয়া মুরশিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়ালিহী দায়িমান আবাদান ফি কুল্লী লাম হাতিন্ ও নাফাসিন বিআদাদে কুল্লী মায়ালু মিল্লাক।*"

– ১১ বার পড়বেন।

তারপর ইস্তিগফার এগার বার পড়বেন– "*আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি জামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি।*"

তারপর লতিফায়ে ক্বাল্বের দিকে খেয়াল করে জিকির করবেন – '*লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্*' (লতিফায়ে ক্বাল্বের জায়গা হল বাম দিকের স্তনের দুই ইঞ্চি নীচে) এ জিকির সূর্য উঠা পর্যন্ত পড়বেন। জিকিরের সময় বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখবেন যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন উদ্দেশ্য বা মকসুদ নেই। জিকিরের শেষে সম্পূর্ণ কলেমা তিন বার পড়ে তারপর উপরোক্ত দুরূদ শরীফ তিন বার পড়বেন এরপর তরীকতের শাজ্‌রা শরীফ এক বার তেলাওয়াত করে মুনাজাত করবেন। তারপর এশ্‌রাক নামাজ চার রাকাত পড়বেন।

অজিফা ২: সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখবেন। নিঃশ্বাস যখন বাইরে আসে 'আল্লাহ্' স্মরণ করবেন। নিঃশ্বাস যখন ভেতরে নেন তখন 'আল্লাহ্' স্মরণ করবেন। এ জিকিরকে ত্বরীকায়ে নক্সবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়ায় বলা হয় 'জিকিরে ইয়াদ্ দাসত্'। এ জিকির ত্বরিকতের মাকাম হাসিলের জন্য খুবই জরুরী। তাই জিকির যাতে সব সময় জারী থাকে তার জন্য সব সময় চেষ্টা করবেন।

অজিফা ৩: জোহরের নামাজের পর পড়বেন–"*লা ইলাহা ইল্লা-আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্‌তু মিনাজ্ জোয়ালেমীন*"– পাঁচশত বার। প্রত্যক অজিফা পড়ার আগে ও পরে কমপক্ষে তিন বার উপরোক্ত দুরূদ শরীফ পাঠ করবেন।

CamScanner

অজিফা ৪: আছরের নামাজের পর পড়বেন– *"হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'য়্‌মাল্ ওয়াকিল"*– পাঁচশত বার।

অজিফা ৫: মাগরিবের ফরজ ও সুন্নাত আদায়ের পর ছয় রাকাত অথবা বার রাকাত আওয়াবীন নামাজ আদায় করবেন। প্রত্যেক রাকাতে 'সুরা ফাতিহার' পর 'সূরা ইখ্‌লাস' কমপক্ষে তিন বার পড়বেন। দুই দুই রাকাতের নিয়ত করে এরূপে ছয় অথবা বার রাকাত আওয়াবীন নামাজ আদায় করবেন। তারপর *"ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহ্‌মাতিকা আস্‌তাগিছু"*– পাঁচশত বার পড়বেন।

অজিফা ৬: এশার নামাজের পর– *"ইয়া খফিয়াল লুৎফে আদরিকনী বিলুৎফেকাল্ খাফি"* পাঁচশত বার পড়বেন এবং রাত্রে শোয়ার সময় আল্লাহ্‌র জিকির করতে করতে ঘুমাবেন। তারপর রাত্রের তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদের নামাজ দুই দুই রাকাত করে আট রাকাত হতে বার রাকাত নামাজ আদায় করবেন। প্রতি রাকাতে 'সূরায়ে ফাতেহা'-র পর সূরায়ে এখলাছ' তিন বার অথবা অন্য যে কোন সূরা পাঠ করবেন।

অজিফা ৭: প্রতি বৃহস্পতিবার অথবা সপ্তাহের যে কোন একদিন নিজ নিজ এলাকায় বায়া'তে রাসূল (দঃ) ভুক্ত সকলে মিলে খান্‌কা শরীফে অথবা মসজিদে বসে ছয় লতিফার দিকে লক্ষ্য করে নফি ইস্‌বাতের জিকির ও ইস্‌মে জাতের জিকির করবেন কমপক্ষে দুইশত বার।

লতিফাগুলোর পরিচয়

১ম: লতিফায়ে ক্বালব:- এটা বাম দিকের স্তনের দুই ইঞ্চি নীচে। জিকিরের মাধ্যমে এর মধ্যে নূর আসবে হযরত আদম (আঃ)-এর উসিলায় আরশে আজীমের উপর হতে, সে নূরের রং হলুদ।

২য়: লতিফায়ে রূহ:- এটা ডান স্তনের দুই ইঞ্চি নীচে। জিকিরের মাধ্যমে এর মধ্যে নূর আসবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উসিলায় আরশে আজীমের উপর হতে, সে নূরের রং লাল।

CamScanner

৩য়: লতিফায়ে সির:- এটা বাম স্তনের দুই ইঞ্চি উপরে। জিকিরের মাধ্যমে এর মধ্যে নূর আসবে হযরত মুসা (আঃ)-এর উসিলায় আরশের আজীমের উপর হতে। এর রং সাদা।

৪র্থ: লতীফায়ে খফি:- এটা ডান স্তনের দুই ইঞ্চি উপরে অবস্থিত। জিকিরের মাধম্যে এতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উসিলায় নূর আসবে। এর রং কালো।

৫ম: লতিফায়ে আখফা:- এর স্থান বুকের মধ্যখানে। জিকিরের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর উসিলায় এর মধ্যে নূর আসবে আরশে আজিমের উপর হতে। সে নূরের রং সবুজ।

৬ষ্ঠ: লতিফায়ে নফ্স:- এর স্থান কপালের মধ্যখানে। এ নুরের রং উপরোক্ত পাঁচটি নূরের সাথ মিশ্রিত; এর নিজস্ব কোন রং নেই। লতিফায়ে নফ্সের দ্বারা আল্লাহ্‌র জিকির করে নফ্সে আম্মারাটা নফ্সে মুত্‌মাইন্না হয়। মুত্‌মাইন্নার অর্থ হল– আল্লাহ্‌র রাসূল (দঃ)–এর তাবেদার হওয়া।

ছয় লতিফায় জিকির করার নিয়ম

প্রথমে নফি ইস্‌বাতের জিকির: জিকির করার পূর্বে **দুরূদ শরীফ** তিন বার এবং **ইস্তিগ্‌ফার** তিন বার পড়ে তরপর লতিফায়ে ক্বাল্‌বের দিকে লক্ষ্য করে **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"** বলার পরে আবার **"লা-ইলহা ইল্লাল্লাহ্‌"** বলে লতিফায়ে রূহের দিকে লক্ষ্য করে নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। তারপর নতুন নিঃশ্বাস নিয়ে চার লতিফার দিকে লক্ষ্য করে এক নিঃশ্বাসে জিকির করবেন, প্রত্যেক লতিফার দিকে লক্ষ্য করে বলবেন **"ইল্লাল্লাহু"**। প্রথমে লতিফায়ে সিরের দিকে লক্ষ্য করে **"ইল্লাল্লাহু"** জিকির আরম্ভ করে লতিফায়ে খফির দিকে লক্ষ্য করে বলবেন **"ইল্লাল্লাহু"**। তারপর লতিফায়ে আখফার দিকে লক্ষ্য করে বলবেন **"ইল্লাল্লাহু"**। তারপর লতিফায়ে নফ্সের দিকে লক্ষ্য করে **"ইল্লাল্লাহ্‌"** বলে নিঃশ্বাস ফেলবেন।

CamScanner

এরূপ কমপক্ষে দু'শত বার জিকির করার পর পুরো কালেমা তিন বার পড়বেন। অর্থাৎ– **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।"**

এরপর ইস্‌মে জাতের জিকির: ইসমে জাতের জিকির করবেন উক্ত ছয় লতিফার দিকে লক্ষ্য করে, এক নিঃশ্বাসে অর্থাৎ লতিফায়ে ক্বাল্‌বের দিকে লক্ষ্য করে প্রথমে **"আল্লাহু"** জিকির আরম্ভ করবেন। তারপর ক্রমান্বয়ে লতিফায়ে রূহ, লতিফায়ে সির, লতিফায়ে খফি, লতিফায়ে আখফা এবং সর্বশেষ লতিফায়ে নফ্‌সের দিকে লক্ষ্য করে জিকিরের নিঃশ্বাস ফেলবেন **"আল্লাহ্"** বলে।

এ জিকিরও কমপক্ষে দুইশত বার করবেন। এরপর সকলে তিন বার বলবেন– **"আচ্ছালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্।"** অবশেষে সকলে দাঁড়িয়ে নামাজের মত হাত বেঁধে নবী করীম (দঃ)-এর প্রতি ছালাত ও সালাম প্রেরণ করবেন। মিলাদ শরীফ শেষ করে ত্বরীকতের **শাজ্‌রা শরীফ** এক বার তেলাওয়াত করে মুনাজাত করবেন।

তরিকতের কোর্স অনুযায়ী যিকির ও মোরাকাবা করবার নিয়ম

বেলায়েতে সুগ্‌রা হাসিলের জন্য তরীকতের ছবক: বেলায়েতে সুগ্‌রা অর্থাৎ আউলিয়া কেরামের বেলায়াত। বেলায়েতে সুগ্‌রা পর্যন্ত সুলুক বা পথ হাসিল করতে পারলে আল্লাহ্‌র ওলী হয়ে যায়। তরীকার বিশেষ শিক্ষা হল একটি একটি লতিফা ধারাবাহিকভাবে জিকির করতে হবে।

প্রথমতঃ লতিফায়ে ক্বালবে নফী–এস্‌বাতের জিকির অর্থাৎ — **"লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"** প্রত্যেক দিন পাঁচ হাজার বার পড়তে হবে। প্রত্যক বারই এ খেয়াল করবে যে, **"আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মকসুদ নেই"**। এস্‌মে জাতের জিকির অর্থাৎ **'আল্লাহু'** লতিফায়ে ক্বল্‌বের প্রতি খেয়াল করে প্রত্যেক দিন পঁচিশ হাজার বার পড়তে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত লতিফায়ে ক্বালব জারী হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এ জিকির জারী রাখতে হবে। যখন লতিফায়ে ক্বাল্‌ব

জারী হয়ে যাবে তখন এ উল্লেখিত জিকির লতিফায়ে রূহ্-এর সাথে করতে হবে। যখন এ লতিফা জারী হয়ে যাবে তখন লতিফায়ে সিরের সাথে এ জিকির করতে হবে। যখন এ লতিফা জারী হয়ে যাবে তখন লতিফায়ে খফীর সাথে এ জিকির করতে হবে। যখন এ লতিফা জারী হেয় যাবে তখন লতিফায়ে আখ্ফার সাথে এ জিকির করতে হবে। যখন এ লতিফা জারী হয়ে যাবে তখন লতিফায়ে নফ্সের সাথে এ জিকির করতে হবে। যখন এ লতিফা জারী হয়ে যাবে তখন মোরাকাবা আরম্ভ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত লতিফাগুলো জারী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মোরাকাবায় কোন উপকার হবে না।

আপনার লতিফাগুলো জারী হয়েছে কিনা অর্থাৎ এতে নূর আসছে কিনা এটা জানার জন্য দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি কাশ্ফে আয়ানী, দ্বিতীয়টি কাশ্ফে ওয়াজদানী বা বিজদানী। কাশ্ফে আয়ানী হল জিকিরকারী ঐ নূর লতিফার মধ্যে প্রবেশ হওয়ার অবস্থাটা স্বনজরে দেখবে যে, স্বীয় সত্তা আরশের উপর কিংবা আরশের নীচ হতে রওয়ানা হয়ে এ লতিফার মধ্যে প্রবেশ করেছে। তবে কাশ্ফে আয়ানী এ যুগে বিরল। হ্যাঁ কাশ্ফে ওয়াজ্দানী সবারই হয়। তা হল যখন জিকির অবস্থায় জিকিরকারীর এমন বেহুশী অবস্থা জারী হয়ে যায় দুনিয়া ও পার্থিব বিষয়ে তার কোন খবরও থাকে না। এমন কি নিজের অস্তিত্বের কোন খবর থাকে না। এটা এরই আলামত যে, এ লতিফার নূর এর মধ্যে প্রবেশ করেছে। সুতরাং, এ লতিফা জারী হয়ে গেল। অতঃপর পরবর্তী লতিফার সাথে জিকির করবে। যখন এ ধরনের বেহুশ অবস্থা জারী হয় তখন এ লতিফার নূর জারী হয়। অতঃপর এর পরবর্তী লতিফার সাথে জিকির করবে। এভাবে ছয়টি লতিফাই জারী করবে। যখন ছয়টি লতিফা জারী হয়ে যাবে তখন মুরাকাবা শুরু করবে। লতিফায়ে কালেবীয়ার কোন খাস্ নূর নেই। তা জারী হওয়ায় কাশ্ফে আয়ানী তার শরীরের প্রত্যেকটি লোম 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' ধ্বনি শুনবে। কাশ্ফে ওয়াজ্দানী হল বেহুশী অবস্থা। জেনে নেয়া উচিত যে, এখানে বেলায়েত দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করা।

CamScanner

মনে রাখবে, ছয়টি লতিফা যা বেলায়েতে সুগ্‌রার সাতটি মাকাম। এগুলো জারী করার পর দুটি মুরাকাবা করতে হবে। তখন বেলায়েতে সুগ্‌রার পর্যায় শেষ হবে। সালেকগণ আওলিয়া কেরামদের মধ্যে গন্য হয়।

বেলায়েতে সুগ্‌রার প্রথম মোরাকাবাঃ মোজাদ্দেদীয়া তরীকার অষ্টম মঞ্জিল (গম্যস্থান) হল দাওরায়ে আহদিয়ত। এটা হল এমন ধারণায় ডুবে যাওয়া, আমার লতিফায়ে ক্বাল্‌বের মধ্যে ফায়েজ আসছে ঐ পবিত্র স্বত্তা থেকে যিনি সম্যক পূর্ণগুনাবলীর আধার এবং সমস্ত দোষত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে প্রবিত্র। এ মুরাকাবা সম্পূর্ণ হওয়ার আলামত হল অন্তরের মধ্যে গাইরুল্লাহ্‌র খেয়াল অনেক্ষণ পর্যন্ত না আসা। এ ক্ষেত্রে গাইরুল্লাহ্‌র খেয়াল আসাকে খাত্‌রা তথা বিপদ বলা হয়।

কোন কোন সালেক যাদের পূর্ণ যোগ্যতা রয়েছে তাদের ক্বাল্‌বের মোরাকাবার মধ্যে ফানায়ে ক্বাল্‌বী হাসিল হয়ে যায়, মুরাকাবা অবস্থায় খোদায়ী নূর নজরে আসে। এটা মুরাকাবা শেষ হওয়ার বিশেষ আলামত। যাদের যোগ্যতার অপূর্ণতা রয়েছে তাদের এ নূর দৃষ্টিগোচর হয় না। এ মুরাকাবা শেষ হওয়ার আলামত এটাই, যার আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ অনেকক্ষণ পর্যন্ত গাইরুল্লাহ্‌র খেয়াল অন্তরের মধ্যে না আসা। যাদের পূর্ণ যোগ্যতা নেই তাদের নাফসী মুরাকাবার মধ্যে ফানায়ে ক্বাল্‌বী হাসিল হয় না। যার বর্ণনা সামনে আসবে। ফানায়ে ক্বাল্‌বীর অর্থ হল সার্বক্ষণিক ক্বাল্‌বের মধ্যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, যাকে এ তারীকার মাশায়েখ কেরাম "ইয়াদ্‌দাস্ত" (স্মরণ চিহ্ন) বলে থাকেন। অর্থাৎ সবসময় খোদার স্মরণ রাখা। এক সেকেন্ডের জন্য আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে ক্বাল্‌বকে গাফেল না করা।

বেলায়েতে সুগ্‌রার দ্বিতীয় মুরাকাবাঃ মোজাদ্দেদীয়া তরীকার নবম মঞ্জিল (গম্যস্থান) হল দায়েরায়ে মাঈয়্যাত। এর ইঙ্গিত হল কুরআন করীমের এ আয়াত " ওয়াহুয়া মায়াকুম আইনামা কুন্‌তুম" (আল্লাহ্‌ তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন)। এ মুরাকাবার নিয়ম হল এমন খেয়ালের মধ্যে ডুবে যাবে যে, আমার ক্বালবের মধ্যে সে পবিত্র সত্তা

CamScanner

থেকে ফয়েজ আসছে, যিনি আমার এমনকি বিশ্বজগতের প্রত্যেক বস্তুর সাথে আছেন। এ মুরাকাবার মধ্যে কর্মজাতীয় তাজাল্লীর ভ্রমণ নসীব হয়। তাওহীদের অস্তিত্বের পথ উম্মুক্ত হয়। এ মুরাকাবা পূর্ণ হওয়ার আলামত হল– খোদা প্রেমে ডুবে যাওয়া আত্মহারা হয়ে যাওয়া। সার্বক্ষণিক হাযির থাকা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সকলকে ভুলে যাওয়া। এ মাকাম সালেকের মজজুব বা আত্মহারা ভাবের জন্ম নেয়।

মুরাকাবায়ে আহ্দিয়্যত ও মুরাকাবায়ে মাঈয়্যাতের সময় নফী এস্বাতের জিকির 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' প্রতি দিন কম পক্ষে পাঁচ হাজার বার, ইস্মে জাতির জিকির 'আল্লাহু' পঁচিশ হাজার বার পড়া প্রয়োজন। এমন ভাবে জিকির করতে হবে যা খাত্রা থেকে পবিত্র। যদি খাত্রা আসে তাহলে তাসাব্বুরে শায়খ্ করতে হবে। তার তাসাব্বুরে শায়খ্কে রাবেতাও বলা হয়। তাসাব্বুরে শায়খ্ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাব্বাতে শায়খ্ পূর্ণ হয় না। তাঁর পূর্ণ মুহাব্বতের নামই হল 'ফানা ফিশ্শায়খ্'। ফানা ফিশ্শায়খ্ ছাড়া ফানা ফিল্লাহ্র দরজা হাসিল হয় না। তবে এ ধরনের পীরের মুহব্বাতে ফানা হওয়া উপকারী, যা ফানা ফিররাসূলের দরজা রাখে। যোগ্যতাহীন শায়খের তাসাব্বুর করা উপকারী নয় বরং ক্ষতিকর। মুরাকাবার সময় ওয়াকুফে ক্বল্বী তথা সচেতন ক্বাল্বি ব্যতীত জিকির উপকারী নয়। ওয়াকুফে ক্বাল্বীর জন্য জিকিরের আবশ্যকাতা শর্ত। ওয়াকুফে ক্বাল্বী হল জিকিরকারীর মনোযোগ ক্বাল্বের দিকে হওয়া আর ক্বাল্বের তাওয়াজ্জু বা মনোযোগ আল্লাহ্র দিকে হওয়া। জিকিরের মধ্যে তিনটি বিষয় খেয়াল রাখা উচিত। এক– ওয়াকুফে ক্বাল্বী, দুই– জিকিরে ক্বাল্বী, তিন– অভ্যাসগত কার্য থেকে হেফাজত থাকা। জিকিরের মধ্যে প্রতিধ্বনিও অনেক উপকারী। তা হল কিছুক্ষণ পর পর মনে মনে বলবে, 'হে আল্লাহ্ তুমিই আমার মকসুদ'। আমি তোমারই সন্তুষ্টির প্রত্যাশী। আপনার দয়া ও করুনা দ্বারা আমাকে আপনার পূর্ণ মুহাব্বাত ও পরিচয় দান করুন।

CamScanner

খত্‌মে খাজেগান

১)	ইস্তিগফার	১১বার
২)	সূরায়ে ফাতেহা	৭বার
৩)	দুরূদ শরীফ	১০০ বার
৪)	সূরা আলাম্ নাশ্‌রাহ্	৭৯ বার
৫)	সূরায়ে ইখ্‌লাস	৩০০ বার
৬)	দুরূদ শরীফ	৭ বার
৭)	ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহ্‌মাতিকা আছতাগিছু	৫০০ বার
৮)	সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া-বিহামদীহী সুব্‌হানাল্লাহিল আজিম	১০০ বার
৯)	লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ্	১০০ বার
১০)	নাছ্‌রুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাত্‌হুন কারিব	১০০ বার
১১)	ইয়া খাফিয়াল লুৎফি আদরিক্‌নী বি-লুৎফিকাল খাফি	১০০ বার
১২)	আল্লাহুম্মা কাফিনাহুম বিমাশিয়্‌তা	১০০ বার
১৩)	আল্লাহুম্মা ইয়া কাদ্বিয়াল হাজাত	১০০ বার
১৪)	আল্লাহুম্মা ইয়া কাফিয়াল মুহিম্মাত	১০০ বার
১৫)	আল্লাহুম্মা ইয়া দাফিআল্ বালিয়্যাত	১০০ বার
১৬)	আল্লাহুম্মা ইয়া মুজীবাদ্-দা'ওয়াত	১০০ বার
১৭)	আল্লাহুম্মা ইয়া রাফিআদ্-দারাজাত	১০০ বার

CamScanner

১৮) আল্লাহুম্মা ইয়া মুছাব্বিাল আছবাব ..... ১০০ বার

১৯) আল্লাহুম্মা ইয়া মুফাত্তিহাল আবওয়াব ..... ১০০ বার

২০) আল্লাহুম্মা ইয়া শাফিয়াল আম্‌রাদ ..... ১০০ বার

২১) ফাছাহ্যিল ইয়া ইলাহী কুল্লা-ছাআবিন বিহুরমাতি ছায়্যিদিল আব্‌রার ..... ১০০ বার

২২) ছাহ্যিল-বিফাদ্‌লিকা ইয়া আজীজ ..... ১০০ বার

২৩) রাব্বি আন্নি-মাগলুবুন ফান্‌তাছির ..... ১০০ বার

২৪) ইয়া গাওছু আগিছ্‌নী ওয়াম্‌দিদ্‌নী ..... ১০০ বার

২৫) লা-ইলাহা ইল্লা-আন্‌তা সুব্‌হানাকা ইন্নি কুন্‌তু মিনাজ্জুয়ালিমীন ..... ১০০ বার

২৬) ফাছ্‌তাজাব্‌নালাহু ওয়ানাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মি ওয়া কাজালিকা নুন্‌জিল মুমিনিন ..... ১০০ বার

২৭) ইয়া ফাত্তাহু ..... ১০০ বার

২৮) ইয়া ওয়াহ্‌হাবু ..... ১০০ বার

২৯) ইয়া রাজ্জাকু ..... ১০০ বার

৩০) ইয়া মুয়িজ্জু ..... ১০০ বার

৩১) ইয়া ছালামু ..... ১০০ বার

৩২) ইয়া আজিজু ..... ১০০ বার

৩৩) ইয়া বাছিতু ..... ১০০ বার

৩৪) ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ..... ১০০ বার

৩৫) ইয়া আর্‌হামার রাহিমীন ..... ১০০ বার

CamScanner

খত্‌মে গাউছিয়া

০১) দুরুদে তাজ ..... ১বার

দুরুদে তাজ: *আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ছাহিবিত্ তাজি ওয়াল্-মি'রাজি ওয়াল্-বুরাকি ওয়াল্-আ'লাম্; দাফিইল্-বালাই ওয়াল্ ওয়াবা-ই ওয়াল্-কাহ্তি ওয়াল-মারাদ্বি ওয়াল্-আলাম। ইস্‌মুহু মাক্‌তূবুম মার্‌ফুউম মাশ্‌ফূউন মান্‌কুশুন ফিল্-লাওহি ওয়াল্-কালাম; সায়্যিদিল-আ'রবি ওয়াল্-আযাম; জিসমুহু মাকাদ্দাসুম মুআ'ত্তারুম মুত্বাহ্হারুম মুনাও্-ওয়ারুন ফিল্-বাইতি ওয়াল্ হারাম; শামসিদ্বদ্বুহা বাদ্‌রিদ-দুজা ছাদরিল-উলা নূরিল-হুদা কাহ্‌ফিল ওয়ারা মিছ্‌বাহিয্-যুলাম; জামীলিশ্ শিয়ামি শাফীইল্-উমামি ছাহিবিল্-জুদি ওয়াল্ কারম্, ওয়াল্লাহু আ'ছিমুহু ওয়া জিবরীলু খাদিমুহু ওয়াল্-বুরাকু মারকাবুহু ওয়াল্-মি'রাজু সাফারুহু ওয়া সিদরাতুল্-মুন্‌তাহা মাকামুহু ওয়া কাবা কাওসাইনি মাত্বলুবুহু; ওয়াল্-মাত্বলুবু মাক্বছুদুহু ওয়াল্-মাক্বছুদু মাওজুদুহ। সায়্যিদিল মুরসালীন খাতামিন্-নাবিয়্যীনা শাফীউ'ল-মুযনাবীনা; আনীসিল্-গারীবীনা রাহ্‌মাতাল্ লিল্‌আ'লামীন;রাহাতিল-আ'শিকীনামুরাদিল-মুশ্‌তাকীনাশাম্‌সিলআ'রেফীনা সিরাজিস-সালিকীনা মিছবাহিল-মুকার্‌রাবীনা মুহিব্বিল্-ফুকারা-ই ওয়াল্-মাসাকীন;সায়্যিদিস-সাক্বলাইনিনাবিয়্যিল-হারামাইনিইমামিল্-কিব্‌লাতাইনি ওয়াসীলাতিনা ফিদ্-দারাইনি ছাহিবি কাবা কাওসায়নি মাহবুবি রাব্বিল মাশরিকায়নি ওয়াল মাগরিবায়ইনি জাদ্দিল-হাসানি ওয়াল হুসাইনি মাওলানা ওয়া মাওলাস্-সাকালাইনি আবিল কাসিমি মুহাম্মাদিব্‌নি আব্দুল্লাহি নূরিম্ মিন নূরিল্লাহ্; ইয়া আয়্যুহাল্-মুশতাকূনা বিনূরি জামালিহী। ছাল্লু আ'লাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা।*

০২) ইস্তিগফার ..... ১১১ বার

"আছতাগ্‌ফিরুল্লাহা রাব্বী মিনকুল্লি জামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি।"

০৩) তরীকতের দুরূদ শরীফ ..... ১১১ বার

তরীকতের দুরূদ শরীফ: "আল্লাহুম্মা ছাল্লি–ছালাতান কামিলাতান ও সালামান তা'ম্মান আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নবীয়্যিনা ওয়া মুর্শিদিনা মুহাম্মাদীও ওয়া আলিহী দায়িমান আবাদান ফি কুল্লী লাম হাতিন ও নাফাসিন বিআদাদি কুল্লী মায়ালু মিল্লাক।"

০৪) সূরা ফাতেহা ..... ১১ বার

০৫) সূরা আলামনাশরাহ্ ..... ১১১ বার

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

"আলাম নাশ্‌রাহ্ লাকা ছাদরাকা, ওয়া ওয়াদা'না আন্‌কা বিয্‌রাক। আল্লাযী আন্‌ক্বাদা যাহ্‌রাক। ওয়া রাফা'না লাকা যিক্‌রাক। ফাইন্না মা'আল উছ্‌রি ইউছ্‌রা। ইন্না মাআল্ উছ্‌রি ইউছ্‌রা। ফাইযা ফারাগতা ফানছাব। ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব।"

০৬) সূরা এখলাছ ..... ১১১ বার

০৭) কালেমা তামজীদ ..... ৫৫৫ বার

কালেমা তামজীদ : *"সুবাহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়া লা-হাওলা কুওয়াতা ইল্লা–বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।"*

০৮) হাছ্‌বুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল;
নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাছীর ..... ৫৫৫ বার

০৯) সূরা ফাতেহা ..... ১১ বার

১০) দুরূদ শরীফ ..... ১১১ বার

১১) দোয়া: ছাহ্‌হিল ইয়া ইলাহি আলাইনা কুল্লা
ছাআবিন বেহুরমাতে ছাইয়্যিদিল আবরার ..... ১১১বার

১২) ইয়া এলাহী বিহুরমাতে হযরত খাজা ছুলতান ছৈয়দ শেখ
আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু .... ১১১ বার

১৩) বিরাহমাতীকা ইয়া আরহামার রাহিমীন ..... ১১১ বার

১৪) আল্লাহুম্মা আমীন ..... ১১১ বার

১৫) ইয়া রাব্বাল আলামীন ..... ১ বার

CamScanner

কাছিদায়ে গাউছিয়া শরীফ

(বিসমিল্লাহির রাহমনির রাহীম)

আচ্ছালাম আয় নূরে চশ্‌মে আম্বিয়া,
আচ্ছালাম আয় বাদশাহে আউলিয়া।

* ছাক্কানিল হুব্বু কা'ছাতিল বিছালী,
ফাকুলতু লিখামরাতী নাহ্‌ভী তা আলী। আচ্ছালাম....

* ছা-আত ওয়া মাশাত লি নাহ্‌ভী ফি কুউছিন,
ফাহিমতু বি ছুকরাতি বাইনাল মাওয়ালী। আচ্ছালাম....

* ফাকুলতু লিছায়েরিল আকতাবে লুম্মু,
বিহালী ওয়াদখুলু আনতুম রিজালী। আচ্ছালাম....

* ওয়া হাম্মু ওয়াশ রাবু আনতুম জুনুদী,
ফাছাকীল কাওমে বিল ওয়াফিল মালালী। আচ্ছালাম....

* শারিবতুম ফুদলাতী মিম বা'দি ছুক্‌রী,
ওয়ালা নিল তুম উলুব্বী ওয়াত্তিছালী। আচ্ছালাম....

* মাকামুকুমুল উলা জামআঁও ওয়ালা কিন,
মাকামি ফাউকাকুম মা ঝাঁ-লা আলী। আচ্ছালাম....

* আনা ফি হায্‌রাতিত্‌ তাবরীবে ওয়াহ্‌দী,
ইউছাররিফুনী ওয়া হাছবী যুল জালালী। আচ্ছালাম....

* আনাল বা ঝিউ আশহাবু কুল্লা শাইখিন,
ওয়া মান্‌জা ফির রিজালি উ'তা মিছালি। আচ্ছালাম....

* কাছানী খিল আতান বিতারাজি আজমিন,
ওয়া তাওয়াজ্জানী বিতীজানিল কামালী। আচ্ছালাম....

CamScanner

* ওয়া আতলাআনী আলা ছির্‌রিন ক্বাদী মিন,
ওয়া ক্বাল্লাদানী ওয়া আতানী ছুয়ালী। আচ্ছালাম....

* ওয়া ওয়াল্লা নী আলাল আকতবে জামআন,
ফা হুকমী না ফিজুন ফী কুল্লি হালী। আচ্ছালাম....

* ওয়ালাউ আল্ কাইতু ছিররী ফি বিহারীন,
লাছা-রাল্ কুল্লু গাওরান ফী জাওয়ালী। আচ্ছালাম....

* ওয়ালাউ আলকাইতু ছিররী ফি জিবালীন,
লাদুক্কাত ওয়াখ তাফাত আইনার রিমালী। আচ্ছালাম....

* ওয়ালাউ আলকাইতু ছিররী ফাউকা নারিন,
লাখামাদাত ওয়ান তাফাত মিন সিররি হালি। আচ্ছালাম....

* ওয়ালাউ আলকাইতু ছিররী কাউকা মাইতিন,
লাকামা বিকুদরাতিল মাওলা তা'য়ালি। আচ্ছালাম....

* ওয়ামা মিনহা শুহুরুন আও দুহুরুন,
তামুররু ওয়াতানক্কাদী ইল্লা আতালী। আচ্ছালাম....

* ওয়াতুখ বিরুনী বিমা এয়া'তী ওয়া ইয়াজরী,
ওয়া তু' লিমুনী ফা আকছির আনজিদালী। আচ্ছালাম....

* মুরীদী হিম ওয়াতিব ওয়াশতাহ ওয়া গান্নিন,
ওয়া ইফআল মা তাশাউ, ফালি ইছমু আলী। আচ্ছালাম....

* মুরিদী লা তাখাফ আল্লাহু রাব্বী,
আতানী রিফ আতান নিলতুল মানালী। আচ্ছালাম....

* তুবুলী ফিচ্ছামায়ে ওয়াল আরদে দুক্কাত,
ওয়া শাউছুচ ছায়াদাত ক্বাদ বাদলী। আচ্ছালাম....

* বিলাদুল্লাহে মুলকী তাহতা হুমকী,
ওয়া ওয়াকতি কাবলা কাবলী কাদ ছফালী। আচ্ছালাম....

CamScanner

* নাজারতু ইলা বিলাদিল্লাহে জামআন,
কা খারদালাতিন আলা হুকমিত্তিছালী। আচ্ছালাম....

* ওয়া কুল্লু ওলিয়্যিন আলা কাদামিন ওয়া ইন্নী,
আলা কাদামিন নাবী-বাদরিল কামালী। আচ্ছালাম....

* মুরিদী লা তাখাফ ওয়াশিন ফাইন্নি,
আজুমুন কাতিলুন ইনদাল ক্বিতালী। আচ্ছালাম....

* দারাছতুল ইলমা হাত্তা ছিরতু কুতুবান,
ওয়া নিলতুচ্ছাদা মিন্ মওলাল মাওয়ালী। আচ্ছালাম....

* ফামান ফিআউলিয়া ইল্লাহি মিছলী,
ওয়া মান ফিল ইল্‌মে ওয়াত্ তাছরীফে হালী। আচ্ছালাম,....

* কাজা ইবনুল রিফায়ী কা-না মিন্নী,
ফাইয়াছ লুকু ফী তরীকী ওয়াশ্ তিগালী। আচ্ছালাম....

* রিজালু ফি হাওয়া জিরি হিম ছিয়ামুন,
ওয়া ফি যুলামিল লায়লী কাল লা আলী। আচ্ছালাম....

* আনাল হাছানী ওয়াল মাখদা' মাকামী,
ওয়া আকাদা-মী আলা উনুকির রিজালী। আচছালাম....

* ওয়া আবদুল কাদিরিল মাশহুরু ইছমী,
ওয়া জাদ্দী ছাহেবুল আইনিল কামালী। আচ্ছালাম....

* আনাল জীলি মুহিউদ্দীন ইছমী,
ওয়া আ'লামী আলা রা'ছিল জিবালী। আচ্ছালাম....

* তাকাব্বালনী ওয়ালা তারদুদ ছুয়ালী,
আগিছনী ছাইয়্যিদি উনজুর বিহালী। আচ্ছালাম....

ফাহাল্লিল ইয়া ইলাহী কুল্লা ছা'য়াবিন। বেহাক্কিল মোস্তফা বাদ্‌রিল কামালী।

"শাজ্‌রায়ে তরীকায়ে নক্‌শাবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া"

ছিলছিলায়ে বা'য়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

১) ইয়া ইলাহী আপনে জাতে কিবরিয়ায়ি কে ওয়াস্তে
+ খুলদে দরওয়াজায়ে রহমত গাদাকে ওয়াস্তে

২) রাহ্‌মাতুল্লিল আলামিন খত্‌মে রাসূল (দঃ) জানে জাহাঁ
+ আহ্‌মাদ ও হামেদ মুহাম্মাদ মুস্তফাকি ওয়াস্তে।

৩) ইয়া ইলাহী রহম ফরমা মোস্তফা কে ওয়াস্তে
+ আয়োর দরূদে বেকেরার কার দে মোস্তফা কে ওয়াস্তে।

৪) ইয়া ইলাহী আব্‌রে রহমতমে ছোপালে হাম ছিয়াহ কারো কুবিহি
+ হযরতে ছিদ্দিকে আকবর আতকিয়া কে ওয়াস্তে।

৫) ইয়া ইলাহী ইজ্‌জতে দারাইন দে আয়োর কুল্লু খাতায়ে মায়াফ কারদে
+ হযরতে সালমান ফারসী পেশওয়া কে ওয়াস্তে।

৬) ইয়া ইলাহী দোজাহাঁ কি বরকতী আয়োর মারেফাত ছে শাদ কার
+ হযরতে কাছেম ইমাম আছফিয়া কে ওয়াস্তে।

৭) ইয়া ইলাহী চারো যানেবছে তেরে রহ্‌মতে কামেলাহ্‌ ঘেরলে হামে
+ হযরতে জাফর সাদেক আছ্‌ফিয়া কে ওয়াস্তে।

৮) ইয়া ইলাহী হযরতে আবু ইয়াজিদ বোস্তামী আরেফীন ও কামেলীন
+ দে ছায়ায়ে আরশ্‌ ব-রীমে সাইয়্যেদ আওলিয়া কে ওয়াস্তে।

৯) ইয়া ইলাহী মাল ও দৌলত, জাহের ও বাতেন আতা কার গায়েবছে
+ হযরতে বোস্তাম আবুল হাছান আউলিয়া কে ওয়াস্তে।

১০) ইয়া ইলাহী রিযক্‌ ওয়াফের কার আতা মোহ্‌তাজ গায়রুনা কার আয়
মুজে মেরে মাওলা, দে রুজিয়ে আজিম +
হযরতে আবু আলী মাশ্‌হুদী খাজা কে ওয়াস্তে।

১১) ইয়া ইলাহী জিছ্‌ তরফ উঠতে হ্যায় নজ্‌র তো দেখ্‌তে হ্যায় তেরা
জামাল, কার মুজাম্মাল কার মুনাওয়্যার মুস্তাফিজ মুকাম্মাল+ হযরত
ইউসুফ হামদানী ফারেসী কে ওয়াস্তে।

CamScanner

১২) ইয়া ইলাহী মায়াফ কারদে আয় খোদা হামারে ছারে কুসুর + হযরত আব্দুল খালেক গাজদাওয়ানী কিব্‌লা কা'বা কে ওয়াস্তে।

১৩) ইয়া ইলাহী মাগ্‌ফেরাত ফরমাদে মেরে গুনাহ্ আওর মেরে মা-বাপকো বিহি + হযরতে খাজা আরেফ বেরিয়া কে ওয়াস্তে।

১৪) ইয়া ইলাহী উম্মতে খায়রুল বাশারকি আকিবাতছে মাহ্‌মুদ কার + হযরতে খাজা আন্‌জির বোখারী কে ওয়াস্তে।

১৫) ইয়া ইলাহী বাহ্ মাকছুদ তুজছে গাফেল নাহো কাভি + হযরতে খাজা আজীজা আলী মক্‌তাদা কে ওয়াস্তে।

১৬) ইয়া ইলাহী মুন্‌জিলে দেস্‌ওয়ারকো আছান কারদে সিরাতে মুস্তাকিম + হযরত বাবা শাম্মাছি রাহ্‌নুমা কে ওয়াস্তে।

১৭) ইয়া ইলাহী খোদ্‌-নোমায়িছে বাঁচা আওর এস্তেকামাত ভিখ্ দে + হযরত বাবা খাজা আমির কুল্লাল বে-রিয়া কে ওয়াস্তে।

১৮) ইয়া ইলাহী নক্‌শবন্দী সিলসিলা আওর মোজাদ্দেদীয়াছে রাখ হরদাম হামে + হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দী বোখারী কে ওয়াস্তে।

১৯) ইয়া ইলাহী হারজাগা তেরী আতাকা ছাত্‌হু + পীরে কামেল হযরতে খাজা আলাউদ্দীন আত্তার মাওলা কে ওয়াস্তে।

২০) ইয়া ইলাহী ছিরাতুল্ মুস্তাকিম পর ছাবেত কদম রাখ আওর বানাদে কামেল মু'মিন + হযরত খাজা মোহাম্মদ ইয়াকুব চারখী কিব্‌লা কে ওয়াস্তে।

২১) ইয়া ইলাহী এল্‌মে মা'রেফাতছে মা'মুর কার দেল মেরে আয় খোদায়ে দো-জাহাঁ + হযরত খাজা ওবায়েদ উল্লাহ্ ছমর্‌কান্দী কে ওয়াস্তে।

২২) ইয়া ইলাহী খাজা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ জায়েদী নক্‌শবন্দী জুলকরম + হযরত খাজা ইছ ফারাজী বাহায়া কে ওয়াস্তে।

২৩) ইয়া ইলাহী আসান কারদে তরিখে রাহে পুলসিরত + হযরতে খাজা উমকাঙ্গী বোখারী কে ওয়াস্তে।

২৪) ইয়া ইলাহী তেরে মাহবুবকি দামানমে রাখ হারদম হামে + হযরতে খাজা বাকিবিল্লাহ্ ফানিফিল্লাহ্ দহলভী কে ওয়াস্তে।

২৫) ইয়া ইলাহী ইনসানে কামেল মোমিনে কামেল ওলীয়ে কামেল বানাদে মুজে + কুতুবুল আলম শায়েখ আহম্মদ সিরহিন্দী মোজাদ্দিদে আল্-ফেসানী কে ওয়াস্তে।

CamScanner

২৬) ইয়া ইলাহী বেনিয়াজোঁমে মুজ্‌হে কার ছরফরাজ ও বেনিয়াজ আয় মাওলায়ে মেরী + হযরতে খাজা সাইয়্যেদ মাছুম মোজাদ্দেদী কে ওয়াস্তে।

২৭) ইয়া ইলাহী মুজ্‌কো আওর আওলাদকো বিহি কারদে তু মাফ + কুতুবুল এরশাদ হযরত খাজা সাইফুদ্দীন মোজাদ্দেদীকে ওয়াস্তে।

২৮) ইয়া ইলাহী মুশকিল আসান ফরমা রঞ্জ ও গাম ছব দূর কার + কুতুবুল আলম, গাউছে জামান, হযরতে নূর মোহম্মদ বদায়ূনী কে ওয়াস্তে।

২৯) ইয়া ইলাহী আশেকে মোস্তফা বানা আওর জিন্দিগী উচ পর হো কুরবাঁ + মোজ্‌হারে জানে জাহা শহীদে দেহ্‌লভী কে ওয়াস্তে।

৩০) ইয়া ইলাহী কবরকে তারিকোমে চম্‌কে হুসনে মোস্তফা + হযরত গোলাম আলী মোজাদ্দেদী দেহলভী কে ওয়াস্তে।

৩১) ইয়া ইলাহী মুজে বিহী জামে শাহাদাত কার আতা + হযরত শাহ্‌ আবুসাঈদ দেহলবী কে ওয়াস্তে।

৩২) ইয়া ইলাহী ওমরমে বরকত আতা কার্‌ আওর মাগফেরাত ফরমা দে মুজ্‌হে + কুতুবুল এরশাদ হাজী দোস্ত মোহাম্মাদ আওলিয়া কে ওয়াস্তে।

৩৩) ইয়া ইলাহী মা'য়াফ কারদে মেরে গুনাহ্‌ আয় মালিকে দোজাহান + কুতুবুল এরশাদ হযরত ওছমান কান্দাহারী কে ওয়াস্তে।

৩৪) ইয়া ইলাহী আহ্‌লে বায়া'তে মোস্তাফাকা এশ্‌ক দে মোকাম্মাল + সিরাজ উদ্দন কুতুবুল আলম আউলিয়া কে ওয়াস্তে।

৩৫) ইয়া ইলাহী নাজাকে ওয়াক্ত সালামত মেরী ঈমান রাহে + হযরত আবু সায়াদ আহম্মদ কুন্দীআনী কে ওয়াস্তে।

৩৬) ইয়া ইলাহী আহ্‌লে সুন্নাতমে মুজ্‌হে রাখ্‌ আয়োর বায়া'তে রাসূলকি নূর ছে কার্‌ মামুর, ইনসানে কামেল, মুমিনে কামেল ওলীয়ে কামেল বানাদে + আওলাদে রাসূল মোজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত সৈয়দ আবেদ শাহ মোজাদ্দেদী আল-মাদানী কে ওয়াস্তে।

৩৭) ইয়া ইলাহী দ্বীন ও দুনিয়ামে খায়ের ও বরকত আতা কার্‌ বেশুমার্‌ আয় মুজে মেরে মাওলা দে সিরাতে মুস্তাকিম + মুর্শিদে বরহক হযরত কিব্‌লা সৈয়দ বাহাদুর শাহ্‌ মোজাদ্দেদী কে ওয়াস্তে।

CamScanner

"শাজ্‌রায়ে তরিকায়ে কাদেরিয়া রেজভীয়া"

ছিলছিলায়ে বা'য়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

১) ইয়া ইলাহী হাম্‌দে বেহদ্ আপনে খোদায়ি কে ওয়াস্তে,
রহম ফরমা রহমতে আলম্ মুহাম্মদ মুস্তফা কে ওয়াস্তে।

২) ইয়া ইলাহী আব্‌রে রহমতমে ছোপালে হাম্‌কো বিহি,
মুশ্‌কেল কোশা শাহে বেলায়েত আলী মুরতুজা কে ওয়াস্তে।

৩) ইয়া ইলাহী সাথ ইজ্জাতকে, মুজে রাখ্‌তা আবাদ,
সাইয়্যিদুশ্ শোহাদা ইমাম হুসাইন আহ্‌লে জান্নাত কে ওয়াস্তে।

৪) ইয়া ইলাহী রা'ফে কার ছব হাজতী ইয়া রা'ফেউ,
কুতুবুল আক্‌তাব ইমাম জয়নুল আবেদীন কে ওয়াস্তে।

৫) ইয়া ইলাহী মাল ও দৌলত কার আতা গায়েবছে,
কুতুবুল আলম ইমাম বাকের মাদানি কে ওয়াস্তে।

৬) ইয়া ইলাহী বেনেয়াজুঁমে মুজে কার বেনেয়াজ ও ছের ফরাজ,
কুতুবুল আলম ইমাম জফর ছাদেক্‌কে ওয়াস্তে।

৭) ইয়া ইলাহী রেজিক ওয়াপের কর আতা আয় মেরে মওলা,
ছাইয়্যেদূল আউলিয়া ইমাম মুছা কাজেম কে ওয়াস্তে।

৮) ইয়া ইলাহী হার তরফছে রান্‌জ ও গম্‌নে আকে গেরা হায় মুজে,
দে ফানা ইয়া রব কুতুবুল আলম ইমাম মুছা আলী রেজা কে ওয়াস্তে।

৯) ইয়া ইলাহী তেরে রহমতমে হাম্ ছবকো গেরলে,
কুতুবুল আলম খাজা মা'য়ারুফ কার্‌খী বাগ্‌দাদী কে ওয়াস্তে।

১০) ইয়া ইলাহী ইল্‌মে মা'য়ারেফত্ আতা কার হাম ছবকো,
কুতুবুল আলম খাজা ছের্‌রী সুক্‌তী বাগ্‌দাদী কে ওয়াস্তে।

১১) ইয়া ইলাহী হার তরফ্‌কি দুশ্‌মনোছে মুজে বাছালে,
সাইয়্যেদুত্ তায়েফা হযরত জুনায়েদ বাগ্‌দাদী কে ওয়াস্তে।

১২) ইয়া ইলাহী তেরী ইয়াদছে কাভি গাফেল না রাহু,
হযরত শায়েখ আবু বকর মোহাম্মদ শিবলী বাগ্‌দাদী কে ওয়াস্তে।

১৩) ইয়া ইলাহী আহ্‌লে সুন্নাতমে মুজে রাখতা আবাদ,
হযরত শায়েখ আব্দুল আজিজ তামিমি ইয়ামনী কে ওয়াস্তে।

CamScanner

১৪) ইয়া ইলাহী মুশ্‌কিলি আছান ফরমা রান্‌জ ও গম্‌ ছব্‌ দূর কর,
হযরতে শায়েখ আব্দুল ওয়াহেদ তামিমি বাগ্‌দাদী কে ওয়াস্তে।

১৫) ইয়া ইলাহী কর মুজে তো, আপ্‌নে মা'য়ারেফত্‌ছে ছের ফরাজ,
হযরতে শায়েখ আবুল ফারাহ মোহাম্মদ তুশী কে ওয়াস্তে।

১৬) ইয়া ইলাহী গাফ্‌লত্‌কে নিন্দ্‌ছে মুজে বেদার কর.
হযরতে শায়েখ আবুল হাসান হাক্‌কারী বাগ্‌দাদী কে ওয়াস্তে।

১৭) ইয়া ইলাহী নফ্‌সে বদ্‌ছে হাম ছ্‌বকো বাছালে,
হযরতে কুতুবুল আলম শায়েখ আবু সাইদ মাখজুমী কে ওয়াস্তে।

১৮) ইয়া ইলাহী খায়ের ও বরকতছে মুজে কর ছের ফরাজ,
মাহ্‌বুবে ছোব্‌হানী গওছুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী কে ওয়াস্তে।

১৯) ইয়া ইলাহী রহমতে দারাইন ফরমা, কর আতা তেরী রেজা,
হযরতে কুতুবুল আলম আব্দুল রাজ্জাক বাগ্‌দাদী কে ওয়াস্তে।

২০) ইয়া ইলাহী মাফ্‌ কারদে মেরী ছারে কছুর,
হযরমে পীরে কামেল সাইয়্যেদ আবু ছালেহ কে ওয়াস্তে।

২১) ইয়া ইলাহী দোহাজানকে নেয়ামত ও আজমতছে ফরমা ছের ফরাজ,
হযরতে পীরে কামেল সাইয়্যেদ আবু নছর মহীউদ্দীন কে ওয়াস্তে।

২২) ইয়া ইলাহী জামে মারেফাতছে কর মুজে ছের ফরাজ,
হযরতে পীরে কামেল সায়্যেদ ওলইয়া কে ওয়াস্তে।

২৩) ইয়া ইলাহী কর খায়ের তু মেরা আউয়াল ও আখের,
হযরতে পীরে কামেল সাইয়্যেদ মুসা কে ওয়াস্তে।

২৪) ইয়া ইলাহী দোজাহাঁকি খায়ের ও বরকত হাসানাত ভিখ্‌ দে মুজে,
হযরতে পীরে কামেল সাইয়্যেদ আসান আওলিয়া কে ওয়াস্তে।

২৫) ইয়া ইলাহী কিজিয়ে হামকু উল্‌ফতে জাম,
হযরতে পীরে কামেল সাইয়্যেদ আহ্‌মাদ জিলানী কে ওয়াস্তে।

২৬) ইয়া ইলাহী হার্‌ মরজ্‌ছে দে মুজে শেফা,
হযরতে পীরে কামেল শায়েখ বাহাউদ্দন কে ওয়াস্তে।

২৭) ইয়া ইলাহী হার বালাছে দিজিয়ে আম্‌ন ও আমান,
হযরত পীরে কামেল সাইয়্যেদ ইব্রাহিম ইর্‌জী কে ওয়াস্তে।

CamScanner

২৮) ইয়া ইলাহী আপুহো হাম ছবকি তফছিরি তামাম,
হযরতে পীরে কামেল শায়েখ মোহম্মদ বোহ্কারি কে ওয়াস্তে।

২৯) ইয়া ইলাহী হাজতীহো কুল রাওয়া মেরী আবহি,
হযরতে পীরে কামেল শায়েখ জিয়াউদ্দন কে ওয়াস্তে।

৩০) ইয়া ইলাহী আপনে নূরকা হাম ছবকে দেলমে কর জহু'র,
হযরতে পীরে কামেল শায়েখ জামাল আউলিয়া কে ওয়াস্তে।

৩১) ইয়া ইলাহী হাম ছবপর কিজিয়ে লুত্ফ ও আতা,
হযরতে পীরে কামেল শাহ্ সাইয়্যেদ মোহাম্মাদ মারেহারুবী কে ওয়াস্তে।

৩২) ইয়া ইলাহী ওয়াদীয়ে জুলমতছে হামকো বাছা,
হযরতে পীরে কামেল সাইয়্যেদ আহ্মদ মারেহারুবী কে ওয়াস্তে।

৩৩) ইয়া ইলাহী দে মুজে রেজ্কে আওর রোজী আজিম,
হযরতে পীরে কামেল শাহ্ ফাদ্লুল্লাহ্ মারেহারুবী কে ওয়াস্তে।

৩৪) ইয়া ইলাহী জলদি করদে তো মেরা রোতবা রাফি,
হযরতে পীরে কামেল শাহ্ বরকত উল্লাহ্ মারেহারুবী কে ওয়াস্তে।

৩৫) ইয়া ইলাহী রহম্ কর আব হাল মেরা আয় আজিজ,
হযরতে পীরে কামেল শাহ্ আলে আহ্মদ আচ্ছি মিয়া কে ওয়াস্তে।

৩৬) ইয়া ইলাহী নেক হো যায়ে মেরী আমালে বদ,
হযরতে পীরে কামেল শাহ্ আলে রাসূল মারেহারুবী কে ওয়াস্তে।

৩৭) ইয়া ইলাহী আহ্লে সুন্নাত্মে মুজে রাখ্ সুন্নীয়োছে কর শামেল,
হযরতে ইমামে আহ্লে সুন্নাত, কুতুবুল ইরশাদ, আহ্মদ রেজা কে ওয়াস্তে।

৩৮) ইয়া ইলাহী নাজাকে ওয়াক্ত ছালামত মেরা ঈমান রাহে,
হযরতে কুতুবুল ইরশাদ জাফর উদ্দীন বিহারী কে ওয়াস্তে।

৩৯) ইয়া ইলাহী আশেকে রাসূল বানাদে, আওর বা'য়াতে রাসূলমে রাখ হারদম,
গাউছে জামান, কুতুবে জামান, ইমামে রাব্বানী
সৈয়দ আবেদ শাহ্ মুজাদ্দেদী কে ওয়াস্তে।

৪০) ইয়া ইলাহী ফুয়ুজাতে বা'য়াতে রাসূলছে কর মুজে ছের ফরাজ,
পীরে কামেল মুর্শিদে বরহক
সৈয়দ বাহাদুর শাহ্ মুজাদ্দেদী কে ওয়াস্তে।

CamScanner

তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার নিয়ম

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন – "ফরজ নামাজের পরে রাতের নামাজ সর্বাপেক্ষ উত্তম।"

অর্থাৎ – তাহাজ্জুদের নামাজ।

রাত্রের তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদের নামাজ দুই দুই রাকাত করে ৮ রাকাত হতে ১২ রাকাত আদায় করবে। প্রতি রাকাতে 'সূরায়ে ফাতেহার" পর 'সুরায়ে এখালাছ' তিন বার অথবা অন্য য কোন সূরা পাঠ করবে।

ইশ্‌রাকের নামাজ

এই নামাজ সূর্য্যোদয়ের বিশ মিনিট পরে পড়তে হয়। এই নামাজের সময় সূর্য্যোদয় হতে দুই ঘন্টা পর্যন্ত থাকে। ইহা দুই রাকাত করে চার রাকাত পড়তে হয়।

প্রথম রাকাতে 'সূরা ফাতেহা'-র পর 'আয়াতুল কুর্‌ছি' তিন বার ও 'সূরা ইখ্‌লাস' সাত বার পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'সুরা শাম্‌ছ' একবার পড়বে। পরের দুই রাকাতের প্রথম রাকাতে 'সূরা ফাতেহা'-র পর 'সূরা ত্বারিক' এক বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'আয়াতুল কুরছী' এক বার ও 'সূরা ইখলাছ' তিন বর পড়বে।

ইশ্‌রাকের নামাজের ফযিলত: ইহাতে এক হজ্ব ও এক ওমরার সওয়াব পাবে এবং আল্লাহ্‌ তায়ালা তাহার ঐ দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত যত আশা আছে, তাহা সবই পূর্ণ করে দিবেন এবং তাহার জন্য বেহেশ্‌তের মধ্যে সত্তরটি বালাখানা তৈয়ার করতে আদেশ দিবেন।

CamScanner

চাশ্‌তের নামাজ

এই নামাজ সূর্য্যোদয়ের আড়াই ঘন্টা পর হতে সূর্য্যস্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায়। ইহাকে ফার্‌সী ভাষায় চাশ্‌তের নামাজ বলে। এই নামাজে প্রথম দুই রাকাতের প্রথম রাকাতে 'সূরা শাম্‌ছ' এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরা দোহা' এক বার পড়বে। পরের দুই রাকাতও এই নিয়মে পড়বে।

চাশ্‌ত নামাজের ফযিলত: এই নামাজ পড়লে বেহেশ্‌তে তাহার জন্য সোনার মহল তৈয়ার হবে এবং দারিদ্রতা দূর হবে ও সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য গুনাহ্‌ মাফ হবে।

ছালাতুল আওয়াবীন

বর্ণিত আছে যে, মাগরিবের নামাযের পরে ছয় অথবা বার রাকাত নামায আদায় করলে আল্লাহ্‌ পাক তাহাকে ১২ বৎসরের নফল এবাদতের ছাওয়াব দান করবেন।

নামাযের নিয়ম: ছালাতুল আওয়াবীনের নিয়তে দুই দুই রাকাত করে ৬ অথবা ১২ রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে 'সূরায়ে ফাতেহা' পড়ার পর 'সূরায়ে এখলাছ' ৩ বার করে পড়বে।

ছালাতুল হাজাত

কোন সংকটে পতিত হলে অথবা মনো বাঞ্চনা পূর্ণ হবার জন্য নিম্নোক্ত নিয়মে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলে যে কোন আশা আল্লাহ্‌ পাক পূর্ণ করেন।

নামাজ পড়ার নিয়ম: প্রথম রাকাতে 'সূরা ফাতেহা' পড়ার পর ১০ বার 'সূরায়ে কাফেরুন' এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরায়ে ফাতেহা' পড়ার পর 'সুরায়ে এখলাস' ১১ বার পাঠ করবে। নামায শেষ করে সিজদায় গিয়ে

CamScanner

১০ বার দুরূদ পাঠ করবে। তারপর ১০ বার এই দোয়া পড়বে–

"ছোবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।"

ইস্তিখারার নামায

কোন কাজ করার পূর্বে উহার ভাল-মন্দ জানার জন্য রাত্রে শয়ন করার পূর্বে যে বিশেষ নিয়মে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া, দুরূদ ইত্যাদি পাঠ করা হয় তাহাকে ইস্তেখারা বলা হয়।

ইস্তেখারা করবার নিয়মঃ রাসূলে খোদা (দঃ) এরশাদ করনে যে, "তোমাদের মধ্যে যদি কেহ কোন কাজ করিতে চাও তাহলে ইস্তেখারার নিয়তে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে শয়ন করবে।"

দুই রাকাত নামাযের নিয়মঃ প্রথম রাকাতে 'সূরায়ে ফাতেহা' পড়ার পর 'সূরায়ে আশ্‌শামছ' ৭ বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে 'সূরায়ে ফাতেহা' পড়ার পর 'সূরায়ে ওয়াল্লাইল' ৭ বার পাঠ করবে। নামায শেষ করে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করে অজু সহ পবিত্র অবস্থায় শয়ন করবে।

ইস্তেখারা দোয়াঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিই'লমিকা ওয়াস্তাক্বদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়াস্‌য়ালুকা মিন্ ফাদ্বলিকাল্ আ'যীম। ফা ইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়া লা আক্বদিরু ওয়া তা'লামু ওয়া লা আ'লামু ওয়া আন্‌তা আল্লামুল্ গুয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হাযাল্ আম্‌রা খাইরুল্লী ফী দ্বীনি ওয়া মাআ'শী ওয়া আ'ক্বিবাতে আম্‌রী; ফাক্বাদ্দিরহু লী ওয়া ইয়াচ্ছিরহু লী, ছুম্মা বারিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুন্‌তা তা'লামু আন্না হাযাল আম্‌রা শাররুল্‌লী ফী দ্বীনি ওয়া মাআ'শী ওয়া আ'ক্বিবাতে আম্‌রী; ফাস্‌রিফহু আন্নী ওয়াস্‌রিফ্‌নী আ'নহু, ওয়াক্বদির লিল্ খাইরা হাইছু কানা ছুম্মা রাদ্দিননী বিহী।

ছালাতুত্ তাস্‌বীহ্ নামায

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে ফরমাইয়াছেন:

"হে চাচাজান! আমি কি আপনাকে এমন নামাযের কথা বলব না, যে নামায আদায় করলে সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। চাচাজান আপনি এই নামায এই নিয়মে চার রাকয়া'ত আদায় করবেন। উহার প্রথম রাকায়া'তে সানা 'সুবহানাকা' পাঠ করবার পরে নিম্নের দোয়াটি ১৫ বার পাঠ করবেন। অতঃপর রুকুর পূর্বে ১০বার, রুকুর তাস্‌বীহ্ পরে ১০ বার, রুকু হইতে দাঁড়িয়ে ১০ বার, প্রথম সিজদার তাস্‌বীহ্‌র পরে ১০ বার, দুই সেজদার মাঝে বসা অবস্থায় ১০ বার এবং দ্বিতীয় সেজদার তাস্‌বীহ্ শেষ করে ১০বার, এইভাবে এক রাকয়া'তে মোট ৭৫ বার হইল। এই রূপে চার রাকয়া'তে মোট ৭৫X৪= ৩০০ বার তাস্‌বীহ্ পাঠ করতে হবে। হে চাচাজান! সম্ভব হলে এই নামায প্রত্যহ একবার আদায় করবেন, ইহা সম্ভব না হলে সপ্তাহে শুক্রবার দিনে একবার, ইয়া সম্ভব না হলে প্রতি মাসে একবার, ইহা সম্ভব না হলে বৎসরে একবার, হইহাও সম্ভব না হলে জীবনে একবার আদায় করবেন।" – বায়হাকী, ইবনে মাযাহ্ ও আবু দাউদ।

দোয়া

সুব্‌হানাল্লাহি ওয়ালহামদুল্লিহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

ছালাতুত্ তাস্‌বীহ্-এর নিয়ত:

নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা আরবাআ' রাকআ'তি ছালাতিত্ তাসবীহি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআ'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলায় নিয়ত: আমি কিব্‌লামুখী হইয়া আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে চার রাকাআ'ত তাস্‌বীহের সুন্নাত নামায আদায়ের নিয়ত করিলাম, আল্লাহু আকবার।

CamScanner

কাদরিয়া তরীকার অজিফা

গাউছুল আয'ম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) প্রবর্তিত এবং কাদেরিয়া তরীকার বুযুর্গগণ কর্তৃক বর্ণিত আশ্‌গাল বা পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে:-

প্রথম শোগল- কাদেরীয়া তরীকার বুযর্গগণ ইহা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। উহা হল– চেঁচিয়ে নহে অথচ উচ্চঃস্বরে 'আল্লাহু' শব্দের যিকির করা। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলে পাক (দঃ) এরশাদ করেছেন- তোমরা মধ্য পন্থা অবলম্বন এবং কোমল শব্দ ব্যবহার কর। তিনি আরও এরশাদ করেন তোমরা 'সামী' এবং 'বাছীর' (সর্বশ্রোতা এবং সর্বদর্শী)–কে ডাকতেছ। আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা নিকটতম সম্বন্ধে নিজেই এরশাদ করেছেন– "আমি তোমাদের ঘাড়ের রগ হইতেও নিকটে আছি।"

এই পদ্ধতিগুলো খুবই উপকারী। তাই প্রথমে গভীর মনযোগের সহিত পড়ুন; আর তার প্রয়োগ বাস্তবে বাস্তবায়ন করুন।

যিকির ও মোরাকাবার ফযীলত

রাসূলে করীম ছাহেবে লাউলাক হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে:

"লিকুল্লী শাইয়্যিন সাকালাতুন ওয়া সাকালাতুল কুলুবে জিক্‌রুল্লাহ্।"

অর্থাৎ– প্রত্যেক বস্তু পরিস্কার কারার যন্ত্র আছে, কিন্তু অন্তর পরিস্কার করার যন্ত্র হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ পাকের জিকির (স্মরণ)।

জিকির দুই প্রকার। যথা:

১) জিকিরে জলি বা প্রকাশ্য জিকির।

২) জিকিরে খফি বা গোপনীয় জিকির।

CamScanner

কিন্তু প্রকাশ্য জিকির হতে গোপনীয় জিকিরের মর্যাদা সত্তর গুণ বেশী। তাই জিকির–আজকার ও মোরাকাবা গোপনীয় ভাবে করা প্রয়োজন। হাদীস শরীফ ও ত্বরীকত পন্থী বুজর্গানে দ্বীনের নিয়ম অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিধান অনুসারে পালন করতে হবে, দেহের ভিতরের মৃত লতিফাগুলি জিন্দা (চালু) করার চেষ্টা করতে হবে।

কাদেরীয়া ত্বরীকার মোরাকাবার নিয়ম

নির্জনে বসে এক ধ্যানে এক মনে চোখ বন্ধ করে মনে মনে এ বলে নিয়্যত করে বলবেন যে, আমি মোতায়াজ্জা হলাম আমার লতিফায়ে ক্বাল্বের দিকে আমার লতিফায়ে ক্বাল্ব মোতায়াজ্জা হল জাতে বারী তায়ালার দিকে; জাতে বারী তায়ালার তরফ হতে আল্লাহ্‌র মোহাব্বাতের ফায়েজ আমার মুর্শিদ কিব্‌লার উছিলায় আমার লতিফায়ে ক্বাল্বে আসুক। অতঃপর যতক্ষণ সম্ভব হয় লতিফা সমুহের জিকির ও মোরাকাবা করতে থাকবেন।

১) আল্লাহু হাজেরী, আল্লাহু নাজেরী - ৯ বার।
২) ইয়া আল্লাহু - ১০০ বর।
৩) লা–ইলাহা- ৮০ বার।
৪) ইল্লাল্লাহু- ৬০ বার।
৫) হু- ২০ বার।

এক যরবী যিকির

নামাযে বসার ন্যায় বসিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করবে। তারপর মৃদু শব্দে 'আল্লাহ্' শব্দ একবার মুখে একবার হলকুম ও ক্বাল্ব উভয়ের সংযোগ স্থলে মোট দুইবার উচ্চারণ করে ক্বাল্বে আঘাত হানতে থাকবে। আল্লাহ্‌কে হাযির ও নাযির জেনে 'আল্লাহ্' শব্দের দিকে খেয়াল করতঃ যিকির করতে থাকবে। স্বীয় খেয়াল ক্বাল্বের দিকে এবং ক্বল্ব আল্লাহ্‌র দিকে রুজু রাখবে। এই তরীকায় যিকির দিনে অন্তত এক ঘন্টা কাল করবে।

CamScanner

দুই যরবী যিকির

নামাযে বসার ন্যায় বসে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ এক যরবী যিকিরের মত প্রথমে 'আল্লাহ্' শব্দ একবার মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বাল্‌ব উভয়ের সংযোগে উচ্চারণ করতঃ ডাইন জানুতে যরব দিবে। দ্বিতীয় বার 'আল্লাহু' শব্দ মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বাল্‌ব উভয়ের সংযোগে উচ্চারণ করতঃ ক্বাল্‌বে যরব বা আঘাত করবে। এভাবে বারবার ক্ষিপ্রতার সাথে যরব দিতে থাকবে। দুই যরবী যিজিরের প্রত্যক বার 'আল্লাহ্' শব্দ মোট চারবারে উচ্চারণ করবে। শেষ যিকিরে পূর্বের চেয়ে জোরে যরব দিতে হবে।

তিন যরবী যিকির

আসন গেড়ে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে বসবে। পূর্বের ন্যায় 'আল্লাহ্' শব্দ একবার মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বাল্‌ব সংযোগে ডাইন জানুতে, তৃতীয়বার 'আল্লাহ্' শব্দ একবার মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বাল্‌ব সংযোগে উচ্চারণ করে ক্বাল্‌বে যরব দিবে। এভাবে মনের ইচ্ছামত যরব দিতে থাকবে্ তিন যরবী যিকিরের প্রত্যেক বারে 'আল্লাহ্' শব্দ মোট ছয়বার উচ্চারণ হবে। শেষবারের যিকিরে পূর্বাপেক্ষা জোরে যরব দিবে।

চার যরবী যিকির

চারি জানুর উপর চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে বসবে। প্রথম 'আল্লাহ্' শব্দ একবার মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বাল্‌ব সংযোগে ডাইন জানুতে দ্বিতীয়বার 'আল্লাহ্' শব্দ একবার মুখে আর একবার হলকুম ও ক্বাল্‌ব সংযোগে বাম জানুতে তৃতিয়বার 'আল্লাহ্' শব্দ একবার মুখে আর একবার হলকুমে ও ক্বাল্‌ব সংযোগে ক্বাল্‌বে, চতুর্থবার 'আল্লাহ্' শব্দ মুখে আর একবার হলকুম ও কাল্‌ব সংযোগে উচ্চারণ করতঃ সম্মুখে যরব দিবে। চার যরবী যিকির মোট আটবার 'আল্লাহ্' শব্দ উচ্চারণ হবে। শেষ বারের যিকির পূর্বাপেক্ষা বেশী জোরে যরব দিতে হবে।

CamScanner

নফী ইস্‌বাতের যিকির

নামাযে বসার ন্যায় বসে কিব্‌লাহ্‌মুখী হয়ে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-র যিকির অল্প আওয়াজের সাথে ক্বাল্‌বের দিকে খেয়াল করে মুখে 'লা-ইলাহা' এবং হল্‌কুম হতে 'ইল্লাল্লাহ্' শব্দ নিম্নমতে উচ্চারণ করবে।

প্রথম–'লা' শব্দকে নফ্‌সে লতীফা নাভী মুল হতে সজোরে টেনে রুহের উপর দিয়া ডান কাঁধ পর্যন্ত সরল ভাবে নিয়ে যাবে। তারপর 'ইলাহা' শব্দ মাথার তালু হতে বের করে কপালের উপর দিয়ে সের লতীফা বা বুকের কড়ার উপর পর্যন্ত পৌঁছাবে। সেখানে হতে 'ইল্লাল্লাহ্' শব্দ ক্বালবের উপর সজোরে যরব দিবে। এই ভাবে বারংবার করতে থাকবে এবং সালেক, মাহবুবিয়াত, মাকসুদিয়াত, মাওজুদিয়াত আল্লাহ্ ব্যতীত কিছু ধ্যান করবে না।

অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর সালেক খেয়াল করবে যে, আল্লাহ্ ব্যাতীত আর কোন বন্ধু নেই। মধ্যম শ্রেণীর সালেক ধারণা করবে যে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন চাওয়ার জন্য নেই। শেষ পর্যায়ের সালেক ধারণা করবে যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এই যিকিরের সময় খেয়াল করবে যে– আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় কিছুই ধ্বংশ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ ব্যতীত স্বীয় দেহও যেন ফানা হয়ে গেছে।

ফজর ও আসরের পর হাল্‌কা যিকির করা তরীকত পন্থীদের কর্তব্য। একা একা বসা এবং দলবদ্ধ ভাবে বসার মধ্যে অনেক পার্থক্য। জামাআত বা দলবদ্ধ ভাবে বসার মধ্যে বেশ উপকার নিহিত রয়েছে।

সালেকের উপর যখন যিকিরে জলীর চিহ্ন দেখা যাবে এবং তার মধ্যে যিকির জলীর নূর সমুহ প্রকাশিত হবে তখন তাকে যিকির খফীর আদেশ দিবে। যিকির জলীর প্রতিক্রিয়ার অর্থ সালেকের উৎসাহ বৃদ্ধি হওয়া এবং একমাত্র আল্লাহ্ পাকের নাম দ্বারা অন্তরে শান্তি আনা, নফ্‌সের ওয়াস্‌ওয়াসা দূর করা এবং অন্যান্য সব কিছু হতে খোদা প্রেমকে অগ্রাধিকার দেয়া।

CamScanner

পূর্বোক্ত শর্তাবলী পূর্ণ করে যে ব্যাক্তি প্রতিদিন চার হাযার বার "আল্লাহ্" শব্দকে দুইমাস যিকির করতে থাকবে সেই সালেক মেধাবী হউক বা ভোতা হউক ইহার ফলাফল প্রত্যক্ষ ভাবে দেখতে সক্ষম হবে।

পাস্ আনফাস্ যিকির

কাদেরিয়া তরীকার সালেকগণ প্রথমতঃ ফজর ও এশার নামাযের পর তরীকার দুরূদ শরীফ আমল করার সাথে সাথে পাস্ আনফাস্ যিকির আরম্ভ করবেন। শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে পাস্ আনফাস্ যিকির করতে হয়। শ্বাস ছাড়বার সময় 'লা-ইলাহা' এবং নেবার সময় 'ইল্লাল্লাহ্' ধ্যান করবেন। এই যিকির করবার সময় জোর যবরদস্তী করবেন না। উঠা-বসা, চলা-ফেরা, শয়ন-বসন – এক কথায় সব সময় উহার প্রতি খেয়াল করবেন। একটি মুহুর্তও যেন আল্লাহ্র যিকির ছাড়া না কাটে। জাগ্রতাবস্থায় এই অভ্যাস হয়ে গেলে নিদ্রাতাবস্থায়ও ইনশাআল্লাহ্ এই যিকির হতে থাকবে। ফলে সালেকের অন্তর হতে পার্থিব প্রেম বিলীন হয়ে ধীরে ধীরে আল্লাহ্র প্রেম বাসা বাঁধবে।

যিকিরের পূর্বে সাওয়াব রেসানী করে নিবে। এই তরীকত পন্থী বুযুর্গগণ বলেন– মনের ওয়াস্ওয়াসা, অমূলক কল্পনা দূর করার জন্য এই যিকির খুবই ফলপ্রসূ। এই সম্বন্ধে একজন খোদা প্রেমিক আরেফ বলেছেন– পাস্ আন্ফাস্ যিকির তোমাকে আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছিয়ে দিবে।

যিকিরে খফীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হলে এবং তাতে নূর প্রকাশি হলে মুরীদকে মোরাকাবার আদেশ করতে হবে। যিকিরে খফীর প্রতিক্রিয়ার অর্থ – হৃদয়ে আল্লাহ্র মুহাব্বাত ও আগ্রহ প্রবল হওয়া, দৃঢ় সংকল্প, একাগ্রতা ও চিন্তা ধারাকে একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি আকর্ষণ করা। ইহা ব্যতীত পার্থিব কাজকর্মের প্রতি মনে ঘৃণার সৃষ্টি করা। চুপচাপ থাকার স্বাদ গ্রহণ করাও ইহার অন্যমত উদ্দেশ্য।

CamScanner

কাদেরিয়া তরীকার যিকিরে খফী

সালেক চক্ষু ও ঠোঁটদ্বয় বন্ধ করে মনে মনে খেয়াল করবেন 'আল্লাহু সামীউন', 'আল্লাহু বাসীরুন', 'আল্লাহু আ'লীমুন'। তিনি মনে করবেন– এই পবিত্র নাম সমূহ তাহার নাভী হতে বের হয়ে বুক পর্যন্ত এবং সেখানে হতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত এবং সেখান হতে উপরের দিকে আরশ পর্যন্ত ধাবিত হচ্ছে।

তারপর সে মনে মনে ধারণা করবে উপরোক্ত নাম সমূহ আরশ হতে ক্রমশ নাভী পর্যন্ত নেমে আসছে। এই পর্যন্ত এক স্তর বা দাওরা হবে। অতঃপর বারংবার এরূপ করতে থাকবে। আবার কেহ কেহ উপরোক্ত নাম সমূহের সাথে 'আল্লাহু কাদিরুন' এ নামও সংযোগ করে থাকেন। সালেক যিকির করার সময় উপরোক্ত নাম সমূহের অর্থের প্রতিও খেয়াল করবেন।

মাওলানা শাহ্ আব্দুল আযীয দেহলভী (রঃ) বলেন– 'আল্লাহু সামীউন' (আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন) মনে মনে ধ্যান করতে করতে সিনা পর্যন্ত উঠবে। অতঃপর 'আল্লাহু বাসীরুন' (আল্লাহ্ সব কিছু দেখেন) সিনা হইতে মস্তিস্ক পর্যন্ত এবং অতঃপর সেখান হতে 'আল্লাহু আলীমুন' (আল্লাহ্ আমার সব কিছু জানেন) আরশ পর্যন্ত উঠে সেখান হতে আবার নীচের দিকে নামবে। অর্থাৎ 'আল্লাহু আলীমুন' দ্বারা আরম্ভ করে আরশ হতে অবতরণ আরম্ভ করবে। এভাবে পুণঃপুণঃ করতে থাকবে। আর যারা "আল্লাহু কাদীরুন" (আল্লাহ্ সর্বক্তিমান) যোগ করবেন তাহারা তৃতীয়বারের পর আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া চতুর্থবার আরশ পর্যন্ত পৌঁছবেন।

মোরাকাবা

কাদেরীয়া তরীকায় সালেকদের মতে মোরাকাবা বহু প্রকার। কিন্তু সকলের সারবস্তু এক। উহা হল কুরআনের কোন একটি আয়াত মুখে উচ্চারণ করা অথবা উহার গবেষণা করা। অর্থটি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করে উহার গবেষণা এবং তৎ সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, ইহা কিরূপে হল এবং ইহার অনুসন্ধান

CamScanner

এবং প্রমাণ সংগ্রহ করবে। অতঃপর উহার প্রতি এইভাবে মনোনিবেশ করবে যেন উহা ব্যতীত অন্য কিছু আর অন্তরে স্থান না পায়। এমন কি অন্য কিছু অন্তর হতে দূর করে দিবে।

মোটকথা শব্দের অর্থের প্রতি এমন ভাবে একাগ্র হবে যেন অন্তরে কোন কিছুর খেয়াল না থাকে। মোরাকাবা সম্বন্ধে হুযুর (দঃ) এরশাদ করেছেন– "এহসান অর্থ এই যে তুমি এমন ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিমগ্ন থাক যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখতেছ। আর যদিই বা তুমি তাঁকে না দেখ তবে অবশ্য এই ধারণা করবে যে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখতেছেন।"

আল্লাহ্‌র উপস্থিতির মোরাকাবা

তরীকত পন্থী মুখে বলবেন আল্লাহু হাযেরী (আল্লাহ্ আমর নিকট উপস্থিত আছেন), আল্লাহু নাযেরী (আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন), আল্লাহু মায়ায়ী (আল্লাহ্ আমার সাথে আছেন) অথবা, বর্ণিত নাম সমূহ মনে মনে খেয়াল করবেন। অতঃপর যদিও আল্লাহ্ দিক-স্থান হইতে পবিত্র তথাপি মনে মনে আল্লাহ্‌র দর্শন, উপস্থিতি এবং সঙ্গে থাকাকে খুব একাগ্রতার সাথে মনে করতে থাকবেন।

অথবা,

"ওয়াহুয়া মায়াকুম আইনামা কুনতুম।"

– "যেখানে যে অবস্থায়ই তোমরা থাক না কেন আল্লাহ্ সর্বক্ষণ তোমাদের সাথে আছেন" এই আয়াতের ধ্যান করবেন। চলা–ফেরা, উঠা-বসা, নির্জন বা লোক সমাজে – মোট কাথা যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন মনে করবেন আল্লাহ্ সাথে আছেন।

CamScanner

কুরআনী মোরাকাবা

নিম্নলিখিত আয়াত সমূহের মোরাকাবা এবং মধ্যে মধ্যে পাঠ করবেন:

* *আইনামা তুয়াল্লু ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ্।*

  – তোমরা যেদিকই মুখ করনা কেন সেদিকেই আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রতাপ বিদ্যমান।

* *আলাম ইয়া'লাম বিআন্নাল্লাহা ইয়ারা।*

  – মানুষ কি অবগত নহে যে আল্লাহ্ তাহাকে দেখছেন?

* *নাহ্নু আকরাবু ইলাইহে মিন হাবলিল ওয়ারিদ।*

  – আমি মানুষের গর্দানের শিরা অপেক্ষাও অধিক নিকটবর্তী।

* *ওয়াল্লাহু বি কুল্লী শাইয়্যিম মুহিত।*

  – আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তু পরিবেষ্টন করে আছেন।

* *ইন্না মায়িয়া রাব্বি সাইয়াহ্দিন"*

  – নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমার সাথে আছেন এবং শীঘ্রই আমাকে সুপথ দেখাবেন।

* *হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখেরু ওয়ায্ যাহিরু ওয়াল বাতেনু।*

  – তিনি প্রথম তিনিই শেষ তিনি প্রকাশ্য তিনি গুপ্ত।

এই সমস্ত আয়াতের মোরাকাবার ফলে সহজেই আল্লাহ্‌র সাথে নিজের সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হবে।

CamScanner

ফানা ফিল্লাহ্‌র মোরাকাবা

এই মোরাকাবা পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র প্রেমে ধ্বংশ হওয়ার জন্য উপযোগী। নিম্নোক্ত আয়াত ফানা ফিল্লাহ্‌ মোরাকাবার আয়াত:-

"কুল্লু মান আ'লাইহা ফান; ওয়া ইয়াবক্বা ওয়াজহু রাব্বিকা জুল জালালে ওয়াল ইকরাম"

– বিশ্বের সব কিছুই ধ্বংশীল। শুধুমাত্র তোমার মহান প্রতিপালকই অবশিষ্ট থাকবেন।

মোরাকাবর নিয়ম: সালেক মনে মনে ধারণা করবেন আমি পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছি, সে ভস্ম বাতাসে উড়ছে, আকাশ খন্ড বিখন্ড হয়ে গেছে, প্রত্যেকটি বস্তু চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেছে। একমাত্র আল্লাহ্‌ পাকের অস্তিত্বই বিদ্যমান। বহুক্ষণ পর্যন্ত সালেক এই ধ্যানে মগ্ন থাকবেন। স্বীয় সত্ত্বা বিলীন হওয়ার জন্য এ মোরাকাবা খুবই উপকারী। এই মোরাকাবার সনদ ছহীহ্‌ হাদীস দ্বারা প্রামানিত।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হুযুর পাক (দঃ) আমাকে এরশাদ করেছেন, হে আলী বল–

"আল্লাহুম্মা ইহ্‌দিনি ওয়াসাদ্‌দীদ্‌নী ওয়াজকুর বিলহুদা হিদায়াতা– কাত্বরীকা বিস্‌সিদাদে সাদাদাস্‌ সাহাম"

– হে আল্লাহ্‌ আমাকে হেদায়াত কর এবং সরল পথ প্রদর্শন কর।

এই দোয়া করবার সময় তাসদিদ্‌ শব্দ দ্বারা তোমরা হেদায়েতের পথ এবং হেদায়াত শব্দ দ্বারা তীরের সরলতাকে ধ্যান ও স্মরণ করতে থাকবে।

CamScanner

মানুষ যাতে উহার সাহায্যে ধীরে ধীরে মনস্কাম সিদ্ধির পথে পৌঁছতে পারে তজ্জন্য হুযুর পাক (দঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে উহা শিক্ষা দিয়েছেন।

বর্ণিত নিয়ম মোতাবেক নিম্ন আয়াতদ্বয়ও মোরাকাবায়ে ফানার জন্য বিশেষ উপকারী:-

১) *ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফির্‌রুনা মিনহু ফাইন্নাহু মুলাকিকুম।*

২) *আইনামা তাকুনু ইয়ুদ্‌রিক্‌কুমল মাউতু ওয়া লাও কুন্‌তুম ফি বুরুজিম মুশাইয়্যাদাহ্‌।*

অর্থাৎ–

১) তোমরা মৃত্যু হতে পলায়ন করছ অথচ একদিন অবশ্য মৃত্যু তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে।

২) তোমরা দৃঢ় ও মযবুত চুড়া সমূহের মধ্যে থাকলেও মৃত্যু তোমাদের সন্ধান পাইবে।

অতঃপর যখন সালেকের মধ্যে মোরাকাবার আলামত প্রকাশ পাবে এবং উপর নূর দেখা যাবে তখন তাহাকে তাওহীদে আফআলীর জন্য আদেশ দেওয়া যাবে। (জগতের সব কিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হচ্ছে এই বিশ্বাসকে তাওহীদে আফআলী বলে) স্মরণ রাখবে হুযুর পাক (দঃ) দুইটি বিষয়ে খুব উৎসাহ দিয়েছেন (১) যাবানী যিকির (২) মোরাকাবা।

CamScanner

মুনাজাতে ইমামে রাব্বানী (রঃ)– ১

১) এহি এলতেজা তুজছে খোদায়ে দোজাঁহা মেরী
কেহু–কুরবা তেরে মাহবুব কে কদমোঁ ফে জাঁ মেরী।

২) তেরী চৌকাট মেরা কিবলা তেরা কুচাহ্ জানাঁ মেরী
মেরা ঈমান তেরা এশ্ক, তেরা যিক্র জাঁ মেরী।

৩) না-ছম্জে আহলে জাহের দূর মুজকু মেরে মাওলা ছে
পড়া হু বাংলামে লেকিন মদীনে মে হ্যায় জাঁ মেরী।

৪) উলুয়ে শানমে তেরী, মেরা এদরাক আজেজ হ্যায়
তেরে আওছাফ মে আয় শাহ্ কা-ছের হ্যায় জবাঁ মেরী।

৫) কিয়া হ্যায় তেরী চশ্মে মাস্ত নে মাদহুস আলম কু
এদহার বিহি এক নজর ছদ্কে তেরে কদমোঁ পে জাঁ মেরী।

৬) কবহি তু রহম আ-জায়ে খোদাকে লাড লে কু বিহি
আছর ইত্না তো দেখলাদে মুজ্হে আহ্ ওফ্গাহ মেরী।

৭) ফানা হ্যায় চারইয়ারে পাকমে হার লেহেজা রেহেতাহু
এহি তেগ ও ছফর মেরী, এহি তীর ও কামাঁ মেরী।

৮) কালিজা শাক্ হু জাতা হায় নায়া'তে মোস্তফা (দঃ) ছোন্কার
মেরে আশ্য়া'র হ্যায় মুনকের কে হক মে বরছীয়া মেরী।

৯) গরজ মুজকু না রেজওয়া ছে না খোলদে পাক ছে মুতলাব
তেরে কদমোঁ মে জান্নাত হ্যায় ইহাঁ মেরী ওহাঁ মেরী।

১০) নবীকা মাদাহ্ খাওয়াহু, মেরী বখশিস মে তামিল কিয়া
মেরী হুরি মেরা গেলমা মেরা কাউছার জাঁনা মেরী।

১১) তেরে রওজাহ্ পে হারদম দেল মেরা কুরবান রাহ্তা হ্যায়
তেরে কুচে কা কারতি হ্যায় তাওয়াফ আয় দোস্ত জাঁ মেরী।

১২) খোদারা হক নোমা জালোয়া দেখা দিজিয়ে শাহে খোবাঁ
বহুত মুদ্দাত ছে হ্যায় বেতাব চশ্মে খোঁ ফাসাঁ মেরী।

১৩) আবেদ কয়েদ মে হ্যায় দুশমানে দ্বীন কি তু গম হ্যায়
আব্হি কাটতি হ্যায় শাহে দিঁ জু চাহে বেড়িয়া মেরী।

CamScanner

মুনাজাতে ইমামে রাব্বানী (রাঃ)–২

১) ইয়া ইলাহী হারজাগা তেরী আকাকা ছাতহু
জব পড়ে মুশ্‌কিল শাহে মুশ্‌কিল কুশাকা ছাতহু।

২) ইয়া ইলাহী ভুলজাও নাজাকে তাকলিফ কো
শাদিয়ে দীদারে হুস্‌নে মোস্তফা কা ছাতহু।

৩) ইয়া ইলাহী জব গরমীয়ে মাহ্‌শার ছে ভড়কে বদন
দামানে মাহবুব কি ঠান্ডা হাওয়া কা ছাতহু।

৪) ইয়া ইলাহী জব চলো তারিকে রাহে পুলসিরাত
আবতাবে হাসেমী নুরুল হুদা কা ছাতহু।

৫) ইয়া ইলাহী জব ম্যায় গেরাছে কোয়াবে ছের উঠাউ
দওলাতে দিদারে এশ্‌কে মোস্তফা কা ছাতহু।

৬) ইয়া ইলাহী জব নামায়ে আ'মাল খুলনে লাগে
আয়পুশে খাল্‌কে ছাত্তারে খাতাকা ছাতহু।

৭) ইয়া ইলাহী জোঁ দোয়ায়ে নেক ম্যায় তুঝছে কারোঁ
কুদসী উকে লব্‌জে আমীন রাব্বানাকা ছাতহু।

৮) ইয়া ইলাহী জবতক মেরী জান রাহে
তুঝকে ছদ্‌কে তেরে মাহাবুব পর কোরবান রাহে।

৯) কোছরাহে ইয়া না রাহে ফের ইয়েকে দোয়া এহি
নাজাকে ওয়াক্ত সালামত মেরা ঈমান রাহে।

১০) এহি ইলতেজা তুজছে খোদায়ে দো-জাহাঁ মেরী
কেহু কুরবাঁ তেরে মাহবুবকি কদমুঁ পে জাঁ মেরী।

CamScanner

ইমামে রাব্বানী (রাঃ)-র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামান, মুফতিয়ে আজম, খলীফাতুর রাসূল, হযরতুল আল্লামা সৈয়দ আবু নসর মোহাম্মদ **আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্ মাদানী (রাঃ)** হলেন আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খান্দানের লোক।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর জন্ম হয় মক্কা মুয়াজ্জামায়। তিন হিজরত করে মদিনা শরীফ যান এবং সেখানে বসতি করেন। সে হতে ওয়ায়েজ-ই-আসগর শেখ আবদুল্লাহ্ (রাঃ) পর্যন্ত তাঁরা হেজাজেই ছিলেন। তাঁর পুত্র শেখ মাসউদ আব্বাসীয় খলীফাগণের পীড়াপীড়িতে বাগদাদে আগমন করেন। তার পর ফাররুখ শাহ্ কাবুলী (মূল নাম শেহাবুদ্দীন) আফগানিস্তানের দারুস সুলতান কাবুলে আসে। অতঃপর তাঁরই বংশের লোক ইমাম রফিউদ্দীন (রাঃ) হিন্দুস্তানের মুলতানে আগমন করেন এবং উচ্চ নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। তিনিই ছিলেন সিরহিন্দ কিল্লার প্রতিষ্ঠাতা। ইমামে রাব্বানী, কাইউমে জামান, খাজিনাতুর রাহ্মাত, হযরত সাইয়্যেদ শায়খ আহ্মাদ মোজাদ্দিদে আল্-ফেছানী (রাঃ) তাঁরই বংশধর।

বাদশাহ্ শাহ্জাহান মোজাদ্দিদে আল্-ফেসানী (রাঃ) এবং তাঁর আওলাদের পরম ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন। তিনি সেখানে ১০৪৪ হিজরীতে এক আলীশান মহল ও বাগান তৈরী করেদেন। ১৭০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত এ শহর শ্রী বৃদ্ধি ও উন্নতির পথে ছিল। অতঃপর যখন সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য বিজয়ের প্রতি মনোনিবেশ করলেন তখন সুযোগ বুঝে শিখের দল সিরহিন্দের উপর চড়াও হয় এবং লুটপাট করে শহরটিকে বিধ্বস্ত করে দেয়।

শিখদের উৎপীড়ন হতে রক্ষা পাবার জন্য তাঁর আওলাদের মধ্যে যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁরা হিজরত করে আদিভূমি মদীনায় চলে যান। ভারতের রামপুর স্টেটের নবাব কলবে আলী খাঁ পবিত্র হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন এবং তথা হতে মদীনা শরীফ গিয়ে তিনি ইমামে রাব্বানী সাহেবের চাচা মোঃ ইব্রাহীমের (তিনি তখন মসজিদে নববীর ইমাম ছিলেন) কাছে বরকতের জন্য মোজাদ্দিদে আল্-ফেসানী (রাঃ)-এর খান্দান হতে কিছু লোক তাঁর সাথে নেয়ার প্রস্তাব করেন। এতে ইমামে রাব্বানী

CamScanner

সাহেবের চাচা রাজী হলেন। নবাব ইমামে রাব্বানী সাহেবের ওয়ালেদাইগণ সহ ও তাঁর আরেক চাচা মাওলানা এরশাদ হোসাইন মোজাদ্দেদী সাহেবকে সঙ্গে করে ভারতের রামপুরে নিয়ে আসেন এবং তথায় নবাব তাঁদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার জন্য বহু জায়গা সম্পত্তি দেন। হযরত মোজাদ্দিদে আল্-ফেসানী (রাঃ)–র সুযোগ্য বংশধর হলেন হযরত সৈয়দ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্ মাদানী (রাঃ)। তিনি ১২৮৪ হিঃ সাবান মাসে পবিত্র শবে বরাতের সুবেহ সাদেকের শুভক্ষণে মদীনা শরীফের জান্নাতুল বাকী মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সেখানে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন ও পরে হিন্দুস্থানের সিরহিন্দে আগমন করেন।

হিন্দুস্থানে তিনি সাতান্ন বছর ইলমে হাদীস ও ইলমে তাফসীর এবং ইল্‌মে ফিকাহ্‌র খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলামের ভিতর অনৈক্য সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ফেরকা বিশেষ করে ওহাবী জামাত, লা-মাযহাব, দেওবন্দী, কাদিয়ানী, তাবলিগী, বাহাইয়া, জামাতে ইসলামী, আওর মোহাম্মাদীয়া প্রভৃতি ফেরকা এবং ইসলামের বাইরের শত্রু ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য দলের বাতিল আকিদা সমূহের বিরুদ্ধে বাহাছ ও মুনাজেরার অবিরাম জিহাদে নিয়োজিত ছিলেন। হিন্দুস্তানে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন 'গজনফর আহ্‌লে সুন্নাত' ও 'গজনফর হিন্দ'– হিন্দের সিংহ উপাধিত।

তিনি বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করেন। এর ফলে সকল বিদ্‌আতী বায়া'তের মূলোচ্ছেদ ঘটলো। তাঁর ভূমিকা হলো দ্বীনের তাজদীদের ভূমিকা, তাই তিনি হলেন মোজাদ্দেদ। তাঁর তাজদীদের কাজ শুরু হল হিজরীর চৌদ্দশতকের শেষ ভাগে ও পঞ্চদশ হিজরীর প্রথম ভাগে। তাজদীদের ক্ষেত্রে তিনি একক, সুন্নী জামাতকে জিন্দা করবার ক্ষেত্রেও তিনি একক; তাই তিনি ছিলেন ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত। তরীকতের ক্ষেত্রে বায়া'তে রাসূল (দঃ)-এর সন্ধানকারী, তাই তিনি ইমামে রাব্বানী।

বাতিলের বিরুদ্ধে এ জিহাদে তাঁকে দু'বার কারাবরণ করতে হয়। একবার হিন্দুস্থানে, একবার বাংলাদেশে। তিনবার দুশমনে রাসূলেরা তাঁকে খাদ্যের সাথে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে উক্ত বিপদে বহু কষ্টের পর মুক্তি পান।

এরপরেও তিনি সত্যের পথে মানুষকে আহ্বানের মাঝে অসংখ্য বাঁধার সম্মুখীন হন। এত বাঁধার পরও তিনি ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী মুজাহিদ ও রাসূল (দঃ) প্রেমিক সৈনিক।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট যখন অখন্ড ভারত ও পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যায়, তখন তিনি রাসূলে করীম (দঃ)-এর গায়েবী নির্দেশে ১৯৪৮ইং সনে হিজরত করে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) চলে আসেন এবং চাঁদপুর জেলাধীন হাজীগঞ্জ উপজেলার মোজাদ্দেদ নগর (ধেররা) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সেখান থেকেই তিনি এদেশের সকল ইসলাম বিকৃতিকারীদের বিরুদ্ধে দুর্বার সুন্নী ইসলামী আন্দোলন শুরু করেন। বহু বাহাসের মাধ্যমে ইসলাম বিকৃতিকারীদেরকে বিভিন্ন জায়গায় নাস্তানাবুদ করেছেন এবং সুন্নাতে মুতাওয়ারিসা বায়া'তে রাসূলে (দঃ)-কে এদেশে পুনরায় পুনরুজ্জীবিত করে লাখ লাখ মুসলমানগণকে বায়া'তে রাসূলে অন্তর্ভূক্ত করেন।

অবশেষে তিনি একশত ছাব্বিশ বছর বয়েসে পঁচিশে সফর চৌদ্দশত নয় হিজরী রোজ শনিবার ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তাঁর মাজার শরীফ তার নিজ গ্রামের বাড়ী হাজীগঞ্জে স্থাপিত। প্রতি বৎসর ২৩ শে আশ্বিন ৮ই অক্টোবর তারিখে তাঁর মাজার শরীফ প্রাঙ্গণে তাঁরই নামে 'উরুসে ইমামে রাব্বানী' উদ্‌যাপিত হয়।

ইমামে রাব্বানী (রাঃ)-এর সংগ্রামী জীবন

হযরত ইমাম-এ-রাব্বানী, কুতুবুল ইরশাদ, মোজাদ্দিদ-এ-জামান শাইখুল ইসলাম, মুফতি-এ-আযম, সুলতানুল মুনাযেরীন, সভাপতি বাংলাদেশ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আল্লামা সৈয়দ আবু নসর আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্-মাদানী (রাঃ) মদীনা মনোয়ারায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩১২ হিজিরীতে আপন চাচা রামপুরের মুহাদ্দিস হযরত কুতুবুল ইরশাদ

CamScanner

আল্লামা সৈয়দ এরশাদ হোসাইন মোজাদ্দেদী আল্ মাদানী এবং আপন পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ শাহ্ বিন মাওলানা সৈয়দ মাহবুব শাহ্ মোজাদ্দেদীর সহিত ভারতের ইউ.পি রিয়াসত-ই-রামপুরে আগমন করেন। হযরত ইমামে রাব্বানী দ্বীনি এলেম হাসিল করেন মদীনার ওস্তাদ মুফ্তিয়ে আহনাফ আল্লামা সিরাজউদ্দিন আল্ মাদানীর নিকট। মান্তেক, ফাল্ছাফা, ইল্মে হাইয়াত, ইতিহাস, ভূগোল, অংক, তাসাউফ প্রভৃতি ইল্ম হাসিল করেন আল্লামা ফজলে হক রামপুরীর (ভরত) নিকট। অতঃপর মিসরের 'আল্-আযহার দারুল-উলুম মাদ্রাসা'-র নিয়মানুসারে পরিচালিত হায়দ্রাবাদের 'নিজামিয়া আলীয়া মদ্রাসা' থেকে আল্লামা ডিগ্রী লাভ করেন। অধ্যাপক মন্ডলীর মধ্যেও আল্-আযহারের লোক ছিলেন। তিনি সেখানে 'আল্লামা' নেসাব সমাপ্ত করেন (সেখান হতে ফারেগ হন)। তারপর তিনি হিন্দুস্তানে সত্তর বছর অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন। তম্মধ্যে জামাত নিয়মে পরিচালিত মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন দশ বছর ও বাকি ষাট বছর বিভিন্ন মাদ্রাসার সিহা-সিত্তা হাদীস ও তাফসিরের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন। মাদ্রাসাগুলির নাম নিম্নে দেয়া হলো:

১) ইসলামিয়া মাদ্রাস- ঢাবিল, জেলা- বারোদা, কাঠিহার।
২) ইসলামিয়া মাদ্রাসা- বোম্বে।
৩) বাহরুল উলুম মাদ্রাসা- শাহাজাহানপুর ইউ.পি।
৪) মাদ্রাসায়ে আঞ্জুমানে নোমানিয়া- লাহোর।
৫) মাদ্রাসায়ে রেজভিয়া- বেরেলী ইউ.পি।
৬) মাদ্রাসায়ে নোমানিয়া- দিল্লী।
৭) মাদ্রাসা-ই-মানযা-উল-উলুম- রামপুর।
৮) জামেয়া আহম্মদীয়া সুন্নীয়া আলীয়া- চট্টগ্রাম।
৯) মাদ্রাসাতুস্ সাকালাইন- হাজীগঞ্জ।

ঐ সমস্ত মাদ্রাসায় তিনি মুহাদ্দিস, মুফ্তী এবং ফাত্ওয়ার দায়িত্ব পালন করতেন। বাংলাদেশ ও হিন্দুস্থানের কমপক্ষে বিশ হাজার আলেম তাঁর নিকট সিহাহ্-সিত্তা ও বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ পাঠ করেন।

CamScanner

বাহাস মুবাহিসায় তাঁর ভূমিকা

১৩৩০ হিজরীতে পাঞ্জাবে খৃস্টান পাদ্রীদের সহিত তাঁর প্রথম বাহাস হয়। ঐ বাহাসে পাদ্রীগণ মুশরিক সাব্যস্ত হন এবং পরাজয় বরণ করেন। তিনি আম জলসায় শিয়াদিগকে বাহাসের চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। উক্ত জলসায় তিনি শিয়াদিগকে ঈমাম হোসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকারী ও বে-দ্বীন সাবেত করেন এবং তাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত বাহাসের চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। তিনি আম জলসায় (পূর্ব পাঞ্জাব) লা-মাযহাবীদের সাথে বাহাস করেন। তাদের পক্ষে ছিল মাওলানা সানাউল্লাহ্ আমরাস্সারী। তিনি আম জলসায় তাহাদীগেকে কোরআন ও হাদীস দ্বারা বে-দ্বীন সাবেত করতে থাকেন। কিন্তু আজ অবধি কোন প্রত্যুত্তর আসেনি। ১৩৪৬ হিজরীতে ইউ.পি শাহ্জাহানপুরে দেওবন্দীদের প্রধান মুনাযির মৌলভী আবুল ওফাকে মুনাযেরের খোলা ময়দানে পরাস্ত করেন। অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে মৌলভী সাহেব প্রশ্রাবের বাহানা দিয়ে মুনাযিরার ময়দান হতে পলায়ন করেন। ১৩৪৭ হিজরীতে বাঁশ বিরেলীতে তিনি দেওবন্দী আলেমগণকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। মুনাযিরায় উপস্থিত ছিলেন মৌলভী আবুল ওফা শাহ্জাহানপুরী, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান মৌলভী আবদুল হোসাইন আহাম্মদ, মৌলভী তৈয়্যব, দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহ্তামিম মৌলভী আবদুস শুকুর কাকুরভী। ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেব সেখানে উপস্থিত হলে দেওবন্দী ওহাবী গোষ্ঠীর হাজার হাজার আলেম পুলিশের সহায়তায় সেখান হতে পলায়ন করে। এ পরাজয়ের আঘাত নিদারুনভাবে লাগল ঈমারাতুল ওলুমের প্রধান মুদার্‌রিস মৌলভী ইয়াসিনের অন্তরে। এটা ছিল সুন্নীদের জন্য এক বিরাট সাফল্য। তারা এক বিরাট জলসার আয়োজন করে জামিয়া-ই-রেজভীয়াতে। তাতে অংশগ্রহণ করেন জামিয়া-ই-রেজভীয়ার সদরুল আফাজেল, ওস্তাদুল ওলামা সৈয়দ মুহাম্মদ কাসুয়াসুরী, মালেখুল ওলামা, শাইখুল হাদীস আল্লামা জাফরুদ্দীন বিহারী সহ আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বহু প্রখ্যাত আলেম গণ। ইমাম-ই-আহ্লুস্ সুন্নাত আলা হযরত বেরলভীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও খলীফা হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাদের রেজা খান সাহেব বেরলভী ইমামে রাব্বানীকে সম্মানার্থে 'আবু নসর' (সাহায্যের জনক) খেতাব ভূষিত করেন।

CamScanner

১৩৪৮ হিজরীতে দিল্লীর ফতেহপুর জামে মসজিদে তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস মেওয়াতী মিলাদ কিয়াম বাহাস অনূন্য দশ হাজার লোকের জলসায় ইমামে রাব্বানী (রাঃ)-এর নিকট পরাজয় বরণ করে। ইলিয়াস মিলাদ ও কিয়ামকে হারাম ও শিরক বলে দাবি করে। অথচ, তাকে তওবা করতে বললে সে কর্ণপাত করে না। ফলে চতুর্দিক হতে জুতা বৃষ্টির মত তার উপর পড়তে থাকে এবং সে পলায়ন করে। অতঃপর ইলিয়াস ইমামে রাব্বানী (রাঃ)-কে দিল্লীতে তাবলীগ জামাতে শামিল হবার দাওয়াত দেয়। ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেব তাঁর সামনে ছয় ওছুল কোরআন ও হাদীস দ্বারা সাবেত করতে বলেন। ইলিয়াস তাতে অক্ষম হয়। ইমামে রাব্বানী (রাঃ) বলেন, "ইলিয়াস তুমি ছয় উসুলের একটি দ্বীন বানিয়েছ। এটা করে তুমি যে ইসলাম হতে খারিজ হয়ে গিয়েছ তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুসলমানগণ কখনও আল্লাহ্‌র পাঁচ উছুল বিশিষ্ট দ্বীন ছাড়বে না এবং তোমার ছয় উছুল-এর দ্বীন গ্রহণ করবে না। হ্যাঁ, তবে মুনাফেক বেঈমানের দল তোমার দ্বীনে দাখেল হতে পারে। আমি তোমাকে কেয়ামত পর্যন্ত সময় দিলাম। তুমি যখন এবং যেখানে চাও পাঁচ উছুলের হক দ্বীনের মোকাবেলায় ছয় উছুলের দ্বীন সাবেত কর, তোমার বিদ্‌আত চিল্লা সাবেত কর। তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ছয় শত বছর পরে প্রবর্তিত মিলাদ ও কেয়ামকে বিদ্‌আত, হারাম ও শিরক বলে থাক, তাহলে প্রায় সাড়ে তেরশ বছর পর তুমি যে চিল্লা জারী করেছ তা কেন বিদ্‌আত ও হারাম হবে না? তাছাড়া মনগড়া সওয়াবের মাসয়ালা বলে কেন জাহান্নামের হকদার হবে না? উত্তর দাও। তোমার কি নবী পাক (দঃ)-এর এ হাদীস ইয়াদ নেই, বিদ্‌আতী চিল্লার রীতিচালু করে যে দলিলহীন মনগড়া মাসয়ালাহ্ বলবে তার পরিণাম জাহান্নাম। প্রত্যেকটি বিদ্‌আতই গুম্‌রহী এবং প্রত্যেক গুম্‌রাহীর পথই দোযখে নিয়া পৌঁছায়। এ হাদীস অনুসারে তুমি কেন জাহান্নামী হবে না?" মৃত্যু পর্যন্ত কোন উত্তর দিতে পারেনি। শুধু তাই নয়, তাবলিগী জামাতের আমীর গোষ্ঠরি কোন আমীরই আজ পর্যন্ত ঐ চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে পারেনি। ইন্‌শাল্লাহ্ কেয়ামত পর্যন্ত এর উত্তর কেউ দিতে পারবে না।

CamScanner

১৩৪৯ হিজরীতে ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেব দিল্লীর আমিনিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুদার্‌রিস কিফায়েতুল্লাহ্‌কে বাহাসের চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। তিনি তার বাড়ীর পাশেই জলসা করে তাকে চ্যালেঞ্জে আবতরণ করতে আহবান জানান এবং তার গুরুজনদের ঈমান সাবেত করার জন্য বলেন। তিনি অপমাননা ও লাঞ্ছনারভয়ে ঘরহতে বেরহননি।

যখন হিন্দুস্তান দুইভাগ হয়ে গেল তখন ভারতের মুসলমানদের ওপর হিন্দুদের নিপীড়ন ও নির্যাতনের কোন সীমা–পরিসীমা রইল না। তারা মসজিদসমুহ ভাঙতে শুরু করল। মুসলমান রমণীগণকে নির্যাতন করতে লাগল। মুসলমানদের হত্যা করা ও তাদের ধন-সম্পদ লুট-তরাজ করা হিন্দু শিখদের পেশায় পরিণত হল। রামপুরে এ সমস্ত জুলুম ও অত্যাচার ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করল। যত আলেম ও পীর ছিলেন সকলেই ভয়ে আতংকগ্রস্থ। ঐ চরম মুহুর্তে ইমামে রাব্বানী (রাঃ) হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদের ফতওয়া দেন। তিনশত তেরজন মুজাহিদের একটি বাহিনী গঠন করে তিনি জেহাদের ময়দানে নামিয়ে দেন। মাগরেব হতে ফজর পর্যন্ত হিন্দুদের বিরুদ্ধে ভীষণ জেহাদ চলে। রামপুর স্টেটের সরকার সংবাদ পেয়ে ইমামে রব্বানী (রাঃ)-কে গ্রেফতার ও জেলে প্রেরণ করেন। তাঁকে ছয় মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়। ইমামে রাব্বানী (রাঃ) হাইকোর্টে আপিল করেন এবং দুইমাস পর তিনি কারাগার হতে মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি রামপুর সরকার স্টেটের নওয়াব রেজা আলী খানের বিরুদ্ধে জেহাদের হুকুম দেন; ফলে তিনদিন পর্যন্ত রামপুরে কোন সরকারই ছিল না। বাধ্য হয়ে সরকার দিল্লী হতে শিখ সৈন্য আনয়ন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌র নবী (দঃ)-এর গায়েবী নির্দেশে সে সময় তিনি হিজরত করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। (বর্তমান বাংলাদেশ)। ১৯৪৯ ইং সনে তিনি কুমিল্লার এস.ডি.ও'র সভাপতিত্বে মিলাদ ও কেয়ামের এক বাহাস করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ছিল বাঙালী ওহাবী দল। তারা কেয়ামকে হারাম ও শিরক বলত। তিনি কোরআন, হাদীস, ফেকাহ্‌, উছুল দ্বারা ওয়াজিব সাবেত করেন। ওহাবী আলেমগণ কোন উত্তর দিতে সক্ষম হননি। ১৯৫৩ সালে কুমিল্লা জেলাধীন কচুয়া থানার ক্বারী ইবরাহীমের পুত্র কুমিল্লা মেজিস্ট্রেটের কোর্টে ইমামে

CamScanner

রাব্বানী (রাঃ) সাহেবের নামে পাঁচশত ধারায় মোকদ্দমা করে; কারণ তিনি দেওবন্দী আলেমদেরকে বেঈমান বলেন। অতঃপর মেজিস্ট্রেট সাহেব তার সামনে উভয় পক্ষ হতে ওলামাগণকে কোরআন-হাদীস দ্বারা বাহাস করে উভয়ের সত্যতা প্রমাণের সুযোগ দেন। কথা থাকে, ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেব দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে সাজা দেয়া হবে। প্রায় দশ হাজার লোকের সমাবেশে সাত দিন বাহাস হয় বাইশটি মাস্য়ালার উপর। উক্ত বাহাসে কয়েকশত ওহাবী ওলামা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে তারা প্রতি দিন প্রতিটি মাস্য়ালার উপর তাদের সত্যতা প্রমাণে অপারগ হয় এবং চরমভাবে অপমানিত হয়। ওহাবীদের পক্ষে আলেম ছিলেন মাওলানা তাজুল ইসলাম ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, মাওলানা আঃ ওহাব- মোহ্‌তামিম বড় কাটারা মাদ্রাসা, ঢাকা, মাওলানা কোরবান আলী। তারা প্রত্যেকে তাদের বুজুর্গদের উপর যে কুফরী ফতোয়া দেয়া হয়েছে তা খন্ডাতে পারেনি। তাদের বুজুর্গদের মধ্যে মৌঃ কাশেম নানুতুবী, মৌঃ রশিদ আহমেদ গাঙ্গুহী, মৌঃ খলিল আহাম্মদ আমাবেটবী, মৌঃ আশরাফ আলী থান্‌ভী প্রমুখ। ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেব তাদের লিখিত বই-পুস্তকের দ্বারা তাদেরকেই কোরআন-হাদীছ, ইজ্‌মা-কিয়াস-এর ভিত্তিতে কাফের সাব্যস্ত করেছেন।

ওহাবীদের দাবী ছিল আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) গায়েব জানে না যদি কেহ বিশ্বস রাখেযে নাবী পাক (দঃ) গায়েব জানেন তবে সে মুশরিক।

ইমাবে রাব্বানী (রাঃ) সাহেব ইসলামের প্রতিটি দলিল দ্বারা শক্তভাবে প্রমাণ করেছেন যে, নবী করীম (দঃ)-এর ইল্‌মে গায়েব ছিল এবং তা আল্লাহ্ পাক তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন।

পরিশেষে মেজিস্ট্রেট সাহেব ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেবের পক্ষে রায় দিয়ে তাদের দেয়া মামলা ডিস্‌মিস্ করে দেন। বাংলাদেশের ওহাবীরা বিভিন্ন সময় বাইশ নাম্বর মোকাদ্দমা করে ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেবের বিরুদ্ধে। সমস্ত মোকাদ্দামা তিনি জয়লাভ করেন। ১৯৭০ সালে যখন ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেব হজ্বের জন্য মক্কা শরীফে গমন করেন, তখন বাংলাদেশী ওহাবীরা সৌদি ওহাবী হুকুমুতের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করে। হজ্বের পরে ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেব যখন মাকামে ইব্রাহীমের নিকট বসেছিলেন তখনই সৌদি ওহাবী প্রায় দশ বারোজন আলেম তাঁর

সম্মুখে উপস্থিত হয়। তারা বলতে থাকে নবী ও অলির উছিল ধরা শিরক, নবীকে হায়াতুন্নবী মানা শিরক, নবীর ইল্‌মে গায়েব আছে এটা যে মানে সে মুশরিক। ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেব প্রতিউত্তরে বলেন যে, এ সমস্ত আকিদা যে পোষন করে সে মুশরিক এবং নবী ও ওলীর উছিলা ধরা জায়েজ। অতঃপর বাহাস শুরু হয় আরবী ভাষায়। প্রায় এক ঘন্টা বাহস হয় এবং আলেমগণ সম্পুর্ণভাবে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হয়। সে সময় সৌদি পুলিশ অফিসার তাঁকে বলে, "হে শেখ হেরেম শরীফে ঝগড়া করবেন না।" জবাবে ইমামে রাব্বানী (রঃ) বলেন, "আমি হেরেম শরীফে ঝগড়া করিনি বরং সত্য প্রকাশ করছি। এটা ইবাদতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।"

অতঃপর ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেব মদীনা শরীফে যান এবং নবী পাক (দঃ)-এর রওজা শরীফ জিয়ারত করেন। জিয়ারত শেষে চাচাত ভাইয়ের ছেলের সন্ধানে, মদিনা শরীফের দারুল হাদীস মাদ্রাসায় বহু আলেমগণকে দেখতে পান। তদের সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে তর্কের সৃষ্টি হয়। ওহাবীদের আকিদা বাইনাছ ছালাতাইন (দুই ওয়াক্তের নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া) জায়েজ। কিন্তু ইমামে রাব্বানী (রাঃ) কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেন যে এটা কোন ভাবেই জায়েজ নয়।

১৯৭৫ ইং ২৩শে এপ্রিল ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেব সিলেটের হবিগঞ্জে এক সুন্নী সম্মেলনে যান। সে সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন তিনি নিজেই। সেখানে প্রায় একশত ওহাবী মৌলভী উপস্থিত হয়। মাওলানা আবদুল লতিফ ফুলতলী ওয়াজ আরম্ভ করলে কতিপয় ওহাবী মৌলভী তাকে তাবলীগ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করতে বলেন। ফুলতলী পীর সাহেব তাবলীগ জামাত সম্বন্ধে কোন বক্তব্য না রেখে বলেন, "আমি তাবলীগ জামাতকে পছন্দ করি না, আমি কাহাকেও কাফের-টাফের বলিনা।" তারপর ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেব মাইক হাতে নিয়ে সমস্ত ওহাবীদেরকের কাফের সাব্যস্ত করেন তাদেরই লিখিত বই দ্বারা। তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী ইলিয়াসকে তারই লিখিত কিতাব 'মালফুজাত' দ্বারা প্রমাণ করেন যে, সে মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার এবং ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের পরিবর্তে মনগড়া ছয় স্তম্ভ বানিয়ে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়েগেছে।

CamScanner

এভাবে তিনি বাঙলার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ইসলাম বিকৃতিকারীদের বিরূদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যান জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত।

বিশেষ করে তিনি তাঁর যুগে একমাত্র ব্যক্তি যিনি গোটা মুসলিম জাতিকে নজ্‌দী ওহাবীর সর্বগ্রাসী বিদ্‌আতের খপ্পর হতে মুক্ত করে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উপর এনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোরআন ও সুন্নাহ্‌ বর্ণিত বায়া'তে রাসূল (দঃ) জারী করেছেন।

তিনি দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর খান্দানের লোক। হযরত ওমর (রাঃ)–এর দ্বারা ইসলাম শক্তিশালী হয়। তারই খান্দানের হলেন ইমামে রাব্বানী সৈয়দ আবেদ শাহ্‌ মোজাদ্দেদী আল্‌ মাদানী (রাঃ)। তাঁর তেজস্বীয়তা ছিল হযরত ওমর ফরুক (রাঃ)-এর মতই।

তিনি ২৩শে আশ্বিন, ১৩৯৫ বাংলা, ২৫শে সফর ১৪০৯ হিজরী মোতাবেক ৮ই অক্টোবর ১৯৮৮ইং সকালে ঢাকার গেন্ডারিয়াস্থ তাঁর জামাতার বাসভবনে ১২৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে .... রাজেউন)।

কারামতে ইমামে রাব্বানী (রাঃ)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

"আলা-ইন্না আউলিয়া আল্লাহে লাখাওফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহ্‌ জানুন"

(কালামে কাদিম) খোদা ওয়ান্দে কারীম কালামে পাক-এ ফরমান "আউলিয়ায়ে কেরামদের কোন ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তান্বিতও হবে না (দুনিয়াতে, মওতে, কবরে, হাশরে, মিজানে ও পুলসিরাতে)।" কেননা আল্লাহ্‌র অলিদের অন্তরে আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারো কোন প্রকার ভয়–ভীতি নেই। আল্লাহ্‌র অলিরা একমাত্র সর্বগুনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কেই ভয় করেন।

CamScanner

হাদীসে কুদ্‌সীতে আছে- "*আল্ আউলিয়াও তাহ্ তা কাবাই লা ইয়ারিফু হুম গাইরি*" (আল্লাহ্‌র অলিগণ আল্লাহ্ পাকের জুব্বার নিচে থাকেন)। তাঁদের একমাত্র আল্লাহ্ চিনেন। অন্য আর কেউ চিনেন না। তাঁদের বাহ্যিক কার্যের দ্বারা কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁরা আল্লাহ্‌র অলি এবং কারামাতের দ্বারা আল্লাহ্‌র অলিদের সঠিক প্ররিচয় পাওয়া যায়। এর জন্য হাদীস শরীফে উজ্জল প্রমান রয়েছে– "কারামাতুল আউলিয়া হাক্কুন।" অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের অলিদের কারামত সত্য।

অন্য হাদিসে আছে আল্লাহ্‌র অলিগণ হজ্বের মওসুমে যার যার কবর থেকে বের হয় সুপ্ত দেহ নিয়ে হজ্বে অংশ গ্রহণ করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন মতে (যোগ্য) কিতাবে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ্‌র অলিগণ জিন্দা তারা সুপ্ত দেহ নিয়ে কবর শরীফ থেকে বের হয়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতে ভ্রমন করেন।

আওলাদে রাসূল (দঃ), খলীফাতুর রাসূল, মোজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, কাইয়ূমে জামান, পীরে মোকাম্মেল হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ আবু নছর্ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্ মাদানী (রাঃ)-এর পবিত্র হায়াতে তায়্যেবায়ে অসংখ্য কারামাত বা অলৌকিক ঘটনাবলী সংগঠিত হয়েছে। সমস্ত কারামাতগুলো ধারাবাহিক ভাবে লিখতে শুরু করলে বিশাল বিশাল কয়েকখানা গ্রন্থ হয়ে যাবে। আমি এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় শুধুমাত্র হুজুর কিব্‌লার জীবদ্দশায় ও বর্তমানে আলমে বরযখী জীবনে যা ঘটেছে তার উপর কয়েকখানা কারামাত তুলে ধরছি মাত্র:

* ১৯৮৬ ইংরেজীতে হুজুর কিব্‌লা আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ আবু নছর আবেদশাহ্ মোজাদ্দেদী আল্ মাদানী (রাঃ) কুষ্টিয়া জেলায় একটি সুন্নী সম্মেলনে যোগদান করার জন্য রাওয়ানা হয়ে পোড়াদহ স্টেশনে পৌঁছলে দেখা গেল, ছাত্র শিবিরের কিছু ছেলেরা হুজুর কিব্‌লার বিরুদ্ধে আপত্তিকর স্লোগান দিতে থাকে। তাঁর সফর সাথী হিসাবে আমি এবং চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া ছুন্নিয়া আলিয়ার প্রধান মুফ্‌তী সৈয়দ অছিউর রহমান সাহেব ছিলেন। আমরা উভয়ে হুজুর কিব্‌লাকে পোড়াদহ স্টেশনে নামতে বারণ

CamScanner

করি। কারণ, সেখানে সবাই হুজুর কিব্‌লা তথা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দুশমন, তাই কোন অঘটন তারা ঘটাতে পারে। অথচ হুজুর কিব্‌লা কারো কোন কথা না শুনে সবার পূর্বে পোড়াদহ স্টেশনে নেমে নবীয়ে পাকের দুশমনদের ডেকে বলেন, "হে নবীর দুশমনেরা! এসো, আজ পুনরায় কারবালার ঘটনাকে তাজা করব।" হুজুর কিব্‌লার নূরানী চেহারা ও হালতে জজ্‌বী দেখে বাতিল পন্থীরা সবাই পালাতে থাকে। ঠিক এমনি মুহূর্তে হুজুর কিব্‌লার ভক্ত মুরীদানগণ সেখানে এসে জামায়েত হতে লাগলেন। অপরদিকে বাতিল পন্থিরা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৪৪ ধারা দিয়ে মাহ্‌ফিল বন্ধ করার ঘোষণা দেয়। হুজুর কিব্‌লা একটি হোটেলে অবস্থান করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই কালীনাথপুর প্রাইমারী স্কুল মায়দানে মাহ্‌ফিল করার অনুমতি দেন। আমরা সকলে মাহ্‌ফিলে উপস্থিত হলে দেখা গেল অপর দিকে আমাদের মাহ্‌ফিলের পার্শবর্তী স্থানে বাতিল পন্থীরাও মাহ্‌ফিলের ব্যাবস্থা করেছে। মাহ্‌ফিলে হুজুর কিব্‌লা বাতিল পন্থিদেরকে বাহাছ-মোনাযেরা করার জন্য ডাকলে তারা আমাদের মাহ্‌ফিলে বাহাস–মোনাযেরা করার জন্য উপস্থিত হয়। বাতিল পন্থিরা প্রায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৩২ টি প্রশ্ন করে। উল্লেখ্য যে, হুজুর কিবলা উর্দ্দূ ও আরবী ভাষাভাষী ছিলেন বলে বাংলা ভালভাবে বলতে পারতেন না। তাই ভাংগা ভাংগা বলতে গেলে লোকজনের বুঝতে অসুবিধা হবে মনে করে এক পর্যায়ে আমার ডান হাতের কনিষ্ট আঙ্গুল ধরে প্রশ্নের জবাব দিতে নির্দেশ দেন। আর হুজুর কিব্‌লা আমার কনিষ্ট আঙ্গুল ধরার সাথে সাথে যেন বিদ্যুতের ন্যায় আমার শরীরে মধ্যে ফায়েজ আসতে থাকে আর আমি অনর্গল একটার পর একটা প্রশ্নের জবাব দিতে থাকি। পরিশেষে তারা পরাজয় বরণ করে হুজুর কিব্‌লার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

তথ্য দিয়েছেন: মাওলানা আইয়্যুব আলী আযমী সাহেব মোহাদ্দিছ ছিপাতলী আলিয়া মাদ্রাসা চট্টগ্রাম ও শেখ মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, কুন্টিয়ার চর, কুষ্টিয়া।

CamScanner

* হুজুর কিব্‌লা মুর্শিদে বরহক, আওলাদে রাসূল (দঃ), মোজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত হযরতুল আল্লামা আল্‌হাজ্ব মাওলানা সৈয়দ আবু নছর আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্ মাদানী (রাঃ) ১৯৮৮ ইংরেজীতে ইন্তেকাল করেন। হুজুর কিব্‌লার ইন্তেকালের ১ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৯ ইংরেজীতে আমি হজ্জে বাইতুল্লাহ্ ও যেয়ারতে মদিনা পালন করতে যাই। আমার সাথে চট্টগ্রাম ছিপাতলী আলিয়া মাদ্রাসার মোহাদ্দিছ হযরতুল আল্লামা মুফ্‌তী আব্দুল মালেক শাহ্ সাহেব ছিলেন, আমরা উভয়ে মিনাতে অবস্থিত একটি মসজিদে নামজ পড়ার জন্য গেলে আমাদের হুজুর কিব্‌লাকে দেখতে পাই। অথচ তিনি এক বৎসর পুর্বে ইন্তেকাল করেছেন। আমি আশ্চর্য হয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকি আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, হুজুর কিব্‌লাতো গত বৎসর ইন্তেকাল করেছেন আজ এ জায়গায় কেমন করে হুজুর কিব্‌লাকে দেখতে পাচ্ছি? হঠাৎ করে স্মরণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌র অলিগণ জিন্দা। আর এটা হুজুর কিব্‌লার বিশেষ কারামাত মনে করে আমার সাথী মুফ্‌তী আব্দুল মালেক শাহ্ সাহেবকে অবহিত করে হুজুর কেব্‌লাকে দেখলাম। আমরা উভয়ে একধরনের উন্মাদের মত হয়ে হুজুর কিবলার দর্শনের জন্য অগ্রসর হতে থাকি। আর দেখতে লাগলাম যে, হুজুর কিব্‌লা মাথা মোবারক হতে পাগড়ী মোবারক নামাচ্ছেন এবং ডান হাতের আস্তিন মোবারক তুলে একটি তাবিজ উপরের দিকে তুলছেন। যে তাবিজটি হুজুরে জীবদ্দশায় ডান হাতের মধ্যে ছিল। প্রচন্ড লোকের ভিড়ের কারণে সামনে অগ্রসর হতে আমাদের বিলম্ব হয়ে যায়; আর মুহুর্তের মধ্যে হুজুর কিব্‌লা আমাদের দৃষ্টি শক্তি হতে হারিয়ে যান। অনেক খোজা খুঁজির পরও হুজুর কিব্‌লার দর্শন পেলামনা।

তথ্য দিয়েছেন: আল্‌হাজ্ব মাওলানা হাফেজ ক্বারী আব্দুর রহমান আল্ কাদেরী, চট্টগ্রাম।

* ১৯৭৯ ইংরেজিতে বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার মাধবদী নামক স্থানে এক বিশাল সুন্নী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত মাহ্‌ফিলে দেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামগণ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ করে শয়খুল হাদীস হযরতুল

CamScanner

আল্লামা আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল করীম নক্শবন্দী (রাঃ) ও হযরতুল আল্লামা মুফতি ওবাইদুল মোস্তফা সাহেব উপস্থিত ছিলেন। হাজার হাজার জনসাধারণের সমাবেশে উক্ত মাহ্ফিলে সভাপতিত্ব করেন, আওলাদে রাসূল আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ কিব্লা সৈয়দ আবু নছর আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্ মাদানী (রাঃ), মাহ্ফিল চলাকালীন সময়ে হঠাৎ করে দেখা গেল আকাশে প্রচন্ড মেঘ, ঝড় তুফানের ভীষণ আলামত পাওয়া যাচ্ছে। এমতাবস্থায় হুজুর কিব্লাকে বৃষ্টির কথা অবহিত করলে হুজুর কিব্লা যথা নিয়মে মাহ্ফিল পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু মাহ্ফিলের প্যান্ডেলের ভিতর একফোঁটা বৃষ্টির পানিও পড়েনি। এ অবস্থা দেখে সেদিন হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান হুজুর কিবলার কাছে বায়া'তে রাসূল (দঃ) হন।

তথ্য দিয়েছেন: মুফতি ওবাইদুল মোস্তফা, ব্রাহ্মনবাড়িয়া।

* ১৯৮৫ ইংরেজীতে হুজুর কেব্লা সহ বরিশালের টরকী নামক স্থানে এক বিশাল সুন্নী সমাবেশে নদী পথে যাওয়ার প্রাক্কালে ঝড়-তুফান হয়। এক পর্যায়ে প্রচন্ড ঝড়-তুফানের আক্রমনে লঞ্চ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে হুজুর কিব্লা পানিতে অবস্থানকারী হযরত খিজির (আঃ)-কে আহ্বান করে কি যেন বললেন, আর মুহূর্তের মধ্যে ঝড়-তুফান বন্ধ হয়ে যায়, আর নির্দিষ্ট সময়ে আমরা হুজুর কিব্লা সহ মাহ্ফিলে উপস্থিত হই।

তথ্য দিয়েছেন: মৌঃ রমজন আলী দরবেশ, হাজীগঞ্জ।

* ১৯৮৮ ইংরেজীতে হুজুর কিব্লার ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে হযরতুল আল্লামা আল্হাজ্ব মাওলানা খাজা তৈয়্যবুল ইসলাম সহ অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম ও ভক্ত মুরীদান অধৈর্যের মধ্যে অপেক্ষা করছে যে, না জানি কখন হুজুর কিব্লা আমাদেরকে ছেড়ে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলে যান। দেখতে দেখতে হঠাৎ করে হুজুর কিবলা উপস্থিত সকলের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন– "তোমরা সকলে আদব সহকারে সালাত ও সালাম পাঠ কর, আল্লাহ্র হাবীব (দঃ) তাশরীফ মোবারক এনেছেন।" ঠিক এমনি মুহূর্তে আমরা সকলে অনুভব করলাম মেশ্কে আম্বরের খুশবু বের হচ্ছে, সমস্ত ঘর নূরে আলোকিত হয়েছে আর

CamScanner

মুহূর্তের মধ্যেই হুজুর কিব্‌লা আমাদেরকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে যান (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)।

তথ্য দিয়াছেন: বর্তমান মুর্শিদ কিব্‌লা, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।

* ১৯৬২ ইংরেজীতে ১৬ই মার্চ মুর্শিদ কিব্‌লা (রাঃ) একটি জরুরী চিঠি দিয়ে আমাকে লাকসাম গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব মাওলান আব্দুল মজিদ সাহেবের নিকট পাঠালেন। চিঠি খানি পৌঁছিয়ে দিয়ে ফেরার পথে লাকসাম স্টেশনে পৌঁছে ভুল বশতঃ চট্টগ্রামের একখানা ট্রেনে উঠেপড়ি। ট্রেনটি ছাড়ার কিছুক্ষণ পর আমি বুঝতে পারলাম এটা চট্রগ্রামগ্রামী ট্রেন; তাই আমি ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগলাম, এক পর্যায়ে ট্রেন থেকে লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলে একজন লোক আমোকে ধরে ফেলে আমি কোন উপায় না দেখে মুর্শিদ কিব্‌লাকে চিৎকার দিয়ে ডাকতে শুরু করি। কিছুক্ষণ পরেই দেখি ট্রেনখানি ক্রমেই থেমে গেল; আর আমি এ সুযোগে ট্রেন হতে নেমে পুনরায় লাকসাম ষ্টেশনে ফিরে আসি। অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই চাঁদপুরের ট্রেন আসলে আমি সে ট্রেনযোগে সরাসরি দরবার শরীফে আসি। তখন রাত হয়ে গেছে। দরজায় আওয়াজ দিতেই মুর্শিদ কিব্‌লা বলে উঠলেন, "কোন্ হ্যায়?" আমি বললাম, "হুজুর হাম মমতাজ।" হুজুর কিব্‌লা বললেন, "কিউ ইত্‌না দের কিয়া?" জাবাবে আমি বললাম, "আবতো ছব্ কুচ্ জানতে হ্যায়।" হুজুর কিব্‌লা বললেন, "আরে বেয়াকুব! তুমনে কিঁও দের্ কিয়া, ম্যায় কেয়ছে জানতে হ্যায়?" আমি একই জবাব দিলাম। হুজুর কিবলা বলেন, "নাবালেগ বাচ্চা! তুম আকায়েদমে পড়হা নেহী কারামাতুল আওলিয়া হাক্কুন। বাচ্চা চিটাগাংকী ট্রেন মে ভুলছে উঠগেয়া তো কেয়া হুয়া? মুঝ্‌কো ছোড়দো।" বলেই তিনি দ্রুত চলে গেলেন। আমার শরীর কেঁপে উঠল ও উপলব্ধি করলাম মুর্শিদ কিব্‌লা বেলায়েতের এক উজ্জল প্রদীপ।

তথ্য দিয়েছেন: মাওলানা মুহাম্মদ মমতাজ উদ্দীন আবেদী, শাহরাস্তি, চাঁদপুর।

CamScanner

পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন, 'যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়েছেন তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না; বরং তারা জিন্দা অথচ তা তোমরা অনুধাবন করতে পারছ না।"

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে শহীদ প্রধানতঃ দুই প্রকার (১) শহীদে আকবর, (২) শহীদে আসগর।

নিজের নফ্সের সহিত জেহাদ করে রাসূল পাক (দাঃ)-এর আদর্শের উপর থেকে যারা জীবনকে অতিবাহিত করেছে তারাই জিহাদে আকবর বা বড় জেহদ করছে। আর ধর্ম যুদ্ধে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন তারা জেহাদে আজগর বা ছোট জেহাদ করেছেন। উল্লেখ্য যে, আমাদের হুজুর কিবলা ইমামে রাব্বানী (রাঃ)-এর ইন্তেকালের ১১মাস ১৩দিন পর রওজা শরীফের কাজ করার জন্য যখন কবর শরীফ খোলা হয়, সেখানে দেখা গেল দীর্ঘ ১১মাস ১৩দিন পরেও হুজুর কিব্লার কাফন মোবারকে মাটির কোনরূপ দাগ পড়েনি এবং হুজুর কিবলার চুল ও দাড়ি মোবারকসহ সম্পূর্ণ অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে এবং রওজা শরীফ হতে নূরের জ্যোতী ও মেশ্ক আম্বরের খুশবো বের হচ্ছিল।

* ১৯৭১ সালে যখন বাংলদেশে চরম সংঘর্ষ বাঁধে পাঞ্জাবী সৈন্যদের কাছে শত্রুপক্ষ ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সম্বন্ধে মিথ্যা রিপোর্ট লেখায়। তারা ইমামে রাব্বানী (রাঃ) ও তাঁর মসজিদের নয়জন মুসল্লিকে বন্দী করে। ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সহ নয়জনকে গুলি করার জন্য নদীর পাড়ে লাইনে দাঁড় করায়। লাইনের প্রথমে রাখা হয় ইমামে রাব্বানী (রঃ) সাহেবকে। আল্লাহ্ ও রাসূল (দঃ)-এর অশেষ মেহেরবানীতে যে রাইফেল দিয়েই গুলি করার জন্য উঠানো হয় সে রাইফেলই অকেঁজো হয়ে যায়। এভাবে বেশ কয়েকটি রাইফেল দিয়ে চেষ্টা করার পরও ব্যার্থ হয়। কোন রাইফেল দিয়েই গুলি বের হয় না। তখন পাঞ্জাবী কামান্ডর ইমামে রাব্বানী (রাঃ) সাহেবকে যাদুকর বলে (নাউজুবিল্লাহ্) এবং লাইন হতে সরাবার নির্দেশ দেয়। তাঁকে লাইন হতে সরাবার পর বাকি নয় জনকে গুলি করে শহীদ করে।

তথ্য দিয়েছেন: মোহাম্মাদ শাহ্জাহান, মনিনাগ, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।

* ১৯৮৫ ইংরেজীর কথা। ভৈরবের হাজী সিরাজ মিয়ার শত্রুপক্ষ হিংসার বশীভূত হয়ে তার নামে মাডার কেইস করে। এমাতাবস্থায় সে পর পর ২টি মাডার কেইসের আসামী। উকিল মোক্তারের কাছে গিয়ে হাজার-হাজার টাকা-পয়সা খরচ করে, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। অবশেষে তার প্রায় ফাঁসীর অর্ডার হয়ে যাবে, এমনি সময় আর কোন রাস্তা না দেখে হুজুর কিব্‌লার দরবারে পাকে আসে। মুর্শিদ কিব্‌লা তাকে ভরসা দিয়ে চলে যেতে বলেন। তার পর পরই সে বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

* কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর থানায় এক বিশাল সুন্নী সমাবেশে আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ কিব্‌লাকে প্রধান অতিথি করে দাওয়াত করা হয়। হুজুর কিব্‌লা যাথাসময়ে মাহফিলে উপস্থিত হলে স্থানীয় বাজার কমিটির সেক্রেটারী মাহ্‌ফিলে ডিস্টার্ব করে। যার কারণে পরে তার মাথা বিকৃতি হয়ে পাগল হয়ে যায় এবং পথের ভিখারী হয়ে পথে পথে ঘুরে।

তথ্য দিয়েছেন: মোহাম্মদ জজ মিয়া, ভৈরব।

* একদা মুর্শিদ কিব্‌লার জনৈক খাদেম আঃ ছোহবান তাঁর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, "হুজুর, আমি নিঃসন্তান। আমার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে সন্তান দান করেন।" উক্ত খাদেমের বক্তব্য শ্রবণে হুজুর বলেলেন, "তুমি কয়টি সন্তান চাও?" খাদেম জাবাব দিলেন, "আপনার দয়া।" অতঃপর মুর্শিদ কিব্‌লা কিছুক্ষণ মোরাকাবা হালতে থেকে খাদেমকে বললেন, "যাও তোমার চারটি সন্তান হবে।" পরে প্রমাণিত হলো হুজুরের দোয়ার বরকতে উক্ত খাদেম চার সন্তানের পিতা হলেন।

তথ্য দিয়েছেন: মোঃ ছোবহান মজুমদার, কচুয়া, চাঁদপুর।

* ১৯৭৪ ইং সনে আমি যখন কামেল সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র ছিলাম। ঢাকা কালীগঞ্জের সোম বাজারে সুন্নী সম্মেলনে তিনি আমাকে নিয় গেলেন। সঙ্গে রমজান আলী দরবেশ ছিলেন। সম্মেলন থেকে ট্রেনে ফেরার পথে আমি মুর্শিদ কিব্‌লাকে অনুরোধ করলাম আমার দেশের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য।

CamScanner

তিনি আমাকে বললেন, "তোমার বাড়ী যেতে হলে কোন্ ষ্টেশনে নামতে হবে আমাকে স্মরণ করে দিও।" আমরা মেইল ট্রেনে ছিলাম, যে ট্রেনের নাম 'গ্রিনারো'। আখাউড়া থেকে ছাড়ার পরে কুমিল্লা পর্যন্ত আর কোন ষ্টোপিজ নেই, হঠাৎ করে শালদা নদীর কাছে ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদ কিব্‌লা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাড়ীতে যেতে হলে কোথায় নামতে হবে?" আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম; কেননা মেইল ট্রেন, শালদা নদীর কাছে কোন ষ্টোপিজ নেই। মুর্শিদ কিব্‌লা আমার চেহারার দিকে চেয়ে বললেন, "ব্যাগ নেও, উঠ, আমাদের নামতে হবে।" এ কথা বলে উনি শাহাদাত আঙ্গুল মোবারক দিয়ে ট্রেনের সিটে টিপ দেন। ট্রেন তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। আমরা ট্রেন হতে নেমে পায়ে হেঁটে কুল্লা পাথর গ্রামে যাই। রাত্রে কাল যাপন করার পর, পরদিন মুর্শিদ কিব্‌লা হাজীগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

* আমি হুজুর কিব্‌লার কাছে মনের আবেগ প্রকাশ করলাম, "বাবা! গ্রামে রাস্তা-ঘাট নেই, ট্রেনে আসা-যওয়া অসুবিধা। আমার জন্য একটু দোয়া করুন। আমি যেন শহরে চলে যেতে পারি।" হুজুর কিবলা কিছুক্ষণ চোখ মোবারক করে বন্ধ করে বললেন, "ওয়াহিদুর রহমান! তোমার গ্রামই শহর হয়ে যাবে। তোমার পায়ের নীচে কোটি কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। এ মাটির নীচে গ্যাস আছে, তৈল আছে, স্বর্ণ আছে; এখানেই থাক।" আমি তখন বললাম, "বাবা আমাকে বাড়ী করার জন্য যে জায়গা দিয়েছেন তার চতুর্দিকে খোলা, আপনার মেয়েকে নিয়ে কি করে থাকব?" মুর্শিদ কিবলা পকেটে হাত দিয়ে আমাকে বললেন, "ধর সব ঘর বিল্ডিং করে ফেলবে।" মুর্শিদ কিবলার কথা আজ বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। আজ থেকে বাইশ বছর আগে আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ কিবলা যে স্থানে নির্দেশ করে আমাকে বলেছিলেন, "এখানে গ্যাস ও তৈলের খনি আছে।" ঠিক সে স্থানেই গ্যাস ও তৈলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। (সুবহানাল্লাহ্) আল্লাহ্‌র ওলীদের শান কত মহান।

CamScanner

* ১৯৭৭ ইং সনে গাউসে জামান ইমামে রাব্বানী সৈয়দ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্ মাদানী (রাঃ)-এর সঙ্গে কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ফকির বাজার হাই স্কুলের সামনে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) মাহ্ফিলে যাই। উক্ত মাহ্ফিলে বহু সুন্নী উলামায়ে কেরাম হাজির ছিল। প্রায় সন্ধ্যা ৭ টায় ঝর-তুফান আরম্ভ হয়। মাহ্ফিল কমিটির সভাপতি হাসান আলী এসে বললেন, "হুজুর, আমরা বহু আশা–ভরসা করে আপনাকে দাওয়াত করেছি। আপনার মূল্যবান ওয়াজ শুনার জন্য বহু দূর-দূরান্ত থেকেও লোক এসেছে। লোকজন কোথায় যাবে? এ কথা শুনার পর মুর্শিদ কিব্লা কিছুক্ষণ চোখ মোবারক বন্ধ করে বল্লেন, "ওহিদুর রহমান যাও? ওয়াজের কাজ চালু কর।" অর্থৎ ওয়াজ করতে যাও। আমি নির্দেশ পেয়ে ওয়াজের মঞ্চে ওয়াজ করতে যাই; কিন্তু ঘর হতে বের হয়ে দেখলাম কোন ঝড়-বৃষ্টি নেই। সারা রাত ওয়াজ মাহ্ফিল চল্ল। এক আশ্চর্য বিষয় সকাল বেলা দেখা গেল ফকির বাজার গ্রাম ব্যতিত চতুর্দিকের গ্রামগুলোতে ঝড় বৃষ্টিতে অসংখ্য ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা নষ্ট হেয় গেছে। ফকির বাজারে কোন ঝড়-বৃষ্টি হয়নি; বরং আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন (সুবাহানাল্লাহ্)। আল্লাহ্র অলির কি কারামত। এতে প্রমাণিত হয়, আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ কিব্লা আল্লাহ্র বন্ধু ছিলেন।

* কালীগঞ্জ উপজেলার সোম বাজার আবেদীয়া মোজাদ্দেদীয়া খান্কা শরীফে আমি উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় বান্দাখোলার বাসিন্দা মাওলান হাবিবুর রহমান আখন্দ চেহারা বিষন্ন অবস্থায় হাজির হলেন। মাওলানা সাহেব কিছু বলার আগেই মুর্শিদ কিব্লা বললেন, "কি মাওলানা? কি চিন্তা করছ? আগামী এক বৎসরের মধ্যেই তোমার স্ত্রীর দু'টি ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে।" আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় পরের বৎসর ১৯৮২ ইং আবার ঐ সোমবাজার সুন্নী সম্মেলনে গিয়ে দেখি, বান্দাখোলার ঐ মাওলানা সাহেব তার দু'টি জমজ ছেলে সন্তান নিয়ে মুর্শিদ কিবলার সম্মুখে বসা।

তথ্য দিয়েছেন: *মাওলানা অহিদুর রহমান আবেদী, কসবা, কুমিল্লা।*

CamScanner

মুর্শিদ কিব্‌লার বংশ পরিচয়

১) হযরত নূরে মোজাচ্ছম, রহমতে আলম, রাসূলে খোদা আহ্‌মদ মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

২) হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ্জোহ্‌রা (রাঃ)
জাওজাহে হযরত আলী (রাঃ)

৩) হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)
ইবনে হযরত আলী (রাঃ)

৪) হযরত ফতেমা (রাঃ)
বিন্‌তে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)

৫) হযরত ফাতেমা (রাঃ)
জাওজাহে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)

৬) হযরত সৈয়দ শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ)
ইবনে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)

৭) হযরত সৈয়দ শাইখ নাছের (রাঃ)
ইবনে হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ)

৮) হযরত সৈয়দ শাইখ ইব্রাহিম (রাঃ)
ইবনে হযরত নাছের (রাঃ)

৯) হযরত সৈয়দ শাইখ ইছ্‌হাক (রাঃ)
ইবনে হযরত ইব্রাহিম (রাঃ)

১০) হযরত সৈয়দ শাইখ আবুল ফাতাহ্‌ (রাঃ)
ইবনে হযরত ইছহাক (রাঃ)

১১) হযরত সৈয়দ শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) (ওয়ায়েজ-ই-আকবার)
ইবনে হযরত আবুল ফাতাহ্‌ (রাঃ)

১২) হযরত সৈয়দ শাইখ আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) (ওয়ায়েজ-ই-আজ্‌গর)
ইবনে হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ)

১৩) হযরত সৈয়দ শাইখ সৈয়দ মাসউদ (রাঃ)
ইবনে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ)

১৪) হযরত সৈয়দ শাইখ সালমান (রাঃ)
ইবনে হযরত মাসউদ (রাঃ)

CamScanner

১৫) হযরত সৈয়দ শাইখ মাহ্মুদ (রাঃ)
ইবনে হযরত সালমান (রাঃ)

১৬) হযরত সৈয়দ শাইখ নাসিরুদ্দিন (রাঃ)
ইবনে হযরত মাহ্মুদ (রাঃ)

১৭) হযরত সৈয়দ শাইখ শেহাবুদ্দীন (রাঃ)
ইবনে হযরত নাসির উদ্দীন (রাঃ)

১৮) হযরত সৈয়দ শাইখ ইউসুফ (রাঃ)
ইবনে হযরত শেহাবুদ্দীন (রাঃ)

১৯) হযরত সৈয়দ শাইখ আহ্মাদ (রাঃ)
ইবনে হযরত ইউসুফ (রাঃ)

২০) হযরত সৈয়দ শাইখ শোয়াইব (রাঃ)
ইবনে হযরত আহ্মাদ (রাঃ)

২১) হযরত সৈয়দ শাইখ আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)
ইবনে হযরত শোয়াইব (রাঃ)

২২) হযরত সৈয়দ শাইখ ইসহাক (রাঃ)
ইবনে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)

২৩) হযরত সৈয়দ শাইখ ইউসুফ (রাঃ)
ইবনে হযরত ইসহাক (রাঃ)

২৪) হযরত সৈয়দ শাইখ সোলেমান (রাঃ)
ইবনে হযরত ইউসুফ (রাঃ)

২৫) হযরত সৈয়দ শাইখ নাসির উদ্দিন (রাঃ)
ইবনে হযরত সোলেমান (রাঃ)

২৬) হযরত সৈয়দ শাইখ রফীউদ্দীন (রাঃ)
ইবনে হযরত নাসির উদ্দীন (রাঃ)

২৭) হযরত সৈয়দ শাইখ হাবীবুল্লাহ্ (রাঃ)
ইবনে হযরত রফীউদ্দীন (রাঃ)

২৮) হযরত সৈয়দ শাইখ আব্দুল হাই (রাঃ)
ইবনে হযরত হাবিবুল্লাহ্ (রাঃ)

২৯) হযরত সৈয়দ শাইখ জয়নুল আবেদীন (রাঃ)
ইবনে হযরত আব্দুল হাই (রাঃ)

CamScanner

৩০) হযরত সৈয়দ শাইখ আব্দুল আহাদ (রাঃ)
ইবনে হযরত জয়নুল আবিদীন (রাঃ)

৩১) হযরত সৈয়দ শাইখ আহ্মদ মোজাদ্দিদে আল্-ফেসানি (রাঃ)
ইবনে হযরত আব্দুল আহাদ (রাঃ)

৩২) হযরত সৈয়দ শাইখ আবু সাঈদ আহমদ (রাঃ)
ইবনে হযরত মোজাদ্দিদে আল্-ফেসানি (রাঃ)

৩৩) হযরত সৈয়দ শাইখ আব্দুল আহাদ (রাঃ)
ইবনে আবু সাঈদ আহমদ (রাঃ)

৩৪) হযরত সৈয়দ শাইখ জাওয়াদ শাহ্ (রাঃ)
ইবনে হযরত আব্দুল আহাদ (রাঃ)

৩৫) হযরত সৈয়দ শাইখ আনোয়ার উল্লাহ্ শাহ্ (রাঃ)
ইবনে হযরত জাওয়াদ শাহ্ (রাঃ)

৩৬) হযরত সৈয়দ শাইখ নূরুল আবছার শাহ্ (রাঃ)
ইবনে আনোয়ার উল্লাহ্ শাহ্ (রাঃ)

৩৭) হযরত সৈয়দ শাইখ মাহবুব শাহ্ (রাঃ)
ইবনে হযরত নূরুল আবছার শাহ্ (রাঃ)

৩৮) হযরত সৈয়দ শাইখ মাহ্মুদ শাহ্ (রাঃ)
ইবনে মাহবুব শাহ্ (রাঃ)

৩৯) হযরত সৈয়দ শাইখ মোহাম্মদ শাহ্ (রাঃ)
ইবনে মাহ্মুদ শাহ্ (রাঃ)

৪০) হযরত সৈয়দ শাইখ আবু নছর মোঃ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী (রাঃ)
ইবনে হযরত মোহাম্মদ শাহ্ (রাঃ)

৪১) হযরত সৈয়দ শাইখ মোঃ বাহাদুর শাহ্ ইবনে হযরত সৈয়দ আবেদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্ মাদানী (রাঃ)

উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বংশ তাঁহার মেয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ) হতে চলছে। আমাদের মুর্শিদ কিব্লার বংশ মায়ের দিক দিয়ে ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বংশ এবং বাপের দিক দিয়ে কোরেশ বংশ অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)-এর বংশধর।

CamScanner

আবেদন

ইমামে রাব্বানী (রাঃ) দরবার শরীফ কমপ্লেক্স-এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানঃ

১) আল্ মোজাদ্দেদীয়া এতিমখানা
২) মাদ্রাসায়ে আবেদীয়া মোজাদ্দেদীয়া (আলিম)
৩) হযরত খাজা বেগম উম্মে কুলসুম হাফেজীয়া মাদ্রাসা
৪) বাইতুল মোকাদ্দাস জামে মসজিদ

উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগীতা কামনা করছি।

অনুদান প্রদানের ঠিকানাঃ

❖ **দরবার শরীফ**
সৈয়দ বাহাদুর শাহ্
সোসাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ
বসুন্ধরা, ঢাকা।
একাউন্ট নং- ০৭৭১৩৪০০০০৪৩১

❖ **মাদ্রাসায়ে আবেদীয়া মোজাদ্দেদীয়া**
জনতা ব্যাংক, হাজীগঞ্জ শাখা, চাঁদপুর।
একাউন্ট নং- ১১৪৫

❖ **আল্ মোজাদ্দেদীয়া এতিমখানা**
আল-আরাফা ইসলামীয় ব্যাংক লিঃ, হাজীগঞ্জ শাখা, চাঁদপুর।
একাউন্ট নং- ০৮২১১২০০০৭০৯২

❖ **বাইতুল মোকাদ্দাস জামে মসজিদ**
সিটি ব্যাংক, হাজীগঞ্জ শাখা চাঁদপুর।
একাউন্ট নং- ২১০১১২৩০১৫০০১

CamScanner